স্বর্ণ সম্ভার
২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৫ তম বছর

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com
JAGARAN ■ 24 September, 2019 ■ আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ৬ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় ১২ শতাংশ কম

শান্তিতেই উপনির্বাচন, ভোট পড়ল ৭৯.২৯ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। সাঙ্গ হল বাধারঘাট আসনের উপনির্বাচন। ওই কেন্দ্রে আজ ভোট পড়েছে ৭৯.২৯ শতাংশ। তবে, ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় এদিন প্রায় ১২ শতাংশ ভোট কম পড়েছে। নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার জানিয়েছেন, বাধারঘাটে ৪৫, ৯১৮টি ভোট পড়েছে। তবে, ভোট শান্তিপূর্ণ সম্পন্ন হয়েছে। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি, বলেন তিনি।

এদিন সকাল থেকেই বাধারঘাট উপনির্বাচনে ৭১টি বুথে সকাল ৭-টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। মোক-পোল চলাকালীন ৩-টি এবং ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার পর ২-টি ইভিএমে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। তবে, সঙ্গে সঙ্গেই এভিএমগুলি বদল করা হয়েছে, জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণিকান্তি। তাঁর কথায়, তুলনামূলকভাবে নির্বিঘ্নে ভোট পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। ভোট কারচুপি বা রিগিংয়ের কোনও অভিযোগ এখনও মিলেনি।

বাধারঘাট আসনের উপনির্বাচনে বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম এবং এসইউসিআই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বিজেপি প্রার্থী মিমি মজুমদার, কংগ্রেস প্রার্থী রতনচন্দ্র দাস, বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিএম প্রার্থী বুল্টি বিশ্বাস এবং এসইউসিআই প্রার্থী মৃদুলকান্তি সরকার উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

উপনির্বাচনে সব দলই জয় নিয়ে আশা প্রকাশ করেছে। বিজেপি প্রার্থী মিমি মজুমদার বলেন, ভোটারদের উৎসাহ দেখে নিশ্চিত উপনির্বাচনে তিনি জয়ী হবেনই। মিমির দাবি, নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই সমাপ্ত হয়েছে। এদিকে, সিপিএম প্রার্থী বুল্টি বিশ্বাস এবং কংগ্রেস প্রার্থী রতনচন্দ্র দাসও জয় নিয়ে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত দাবি করেছেন। সিপিএম প্রার্থী বলেন, এদিন সকালে কয়েকটি বুথে সিপিএমের পুলিং এজেন্টদের ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কংগ্রেস প্রার্থী রতনচন্দ্র দাস বলেন, বাধারঘাট উপনির্বাচনে ভোটাররা বিজেপিকে পরাস্ত করে মোক্ষম জবাব দেবেন।

আজকের উপনির্বাচনে চারস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বলে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার অজিতপ্রতাপ সিংহ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সমস্ত বুথে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীও নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। বুথে নিরাপত্তার সাথে বিধানসভা ক্ষেত্রে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য বিএসএফ এবং সিআরপিএফ জওয়ানরা টহলদারিতে ছিলেন। এদিকে, উপনির্বাচনে ৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল।

এদিন বাধারঘাট কেন্দ্রে উপনির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার তপন দাস বলেন, আজ ৭৯.২৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মিলেনি। তিনি জানান, অধিকাংশ বুথেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোট সমাপ্ত হয়েছে। এদিকে, ভোট কর্মীরাও ইতিমধ্যে ইভিএম স্ট্রং রুমে জামা দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, বাধারঘাট কেন্দ্রে উপনির্বাচনে ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় প্রায় ১২ শতাংশ ভোট কম পড়েছে। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে ৯২.২৬ শতাংশ ভোট পড়েছিল।

চুক্তি ভিত্তিক ১৬২ জন রিসোর্স পার্সন নিয়োগ শিক্ষা দপ্তরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। চুক্তি ভিত্তিক ১৬২ জন রিসোর্স পার্সন নিয়োগ করা হয়েছে শিক্ষা দপ্তরে। ব্লক রিসোর্স পার্সন এবং ট্রান্সফার রিসোর্স পার্সন পদে ওই ১৬২ জনের হাতে আজ নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, ব্লক রিসোর্স পার্সন ৬৩ জন এবং টান্সফার রিসোর্স পার্সন ৯৯ জন নিয়োগ করা হয়েছে। এদিকে, ব্লক স্তরে কাজ করার জন্য ৩১৩ জন একাডেমিক লিডারদের হাতেও নতুন দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী জানান, ব্লক রিসোর্স পার্সন পদে ৪৪৮টি এবং ট্রান্সফার রিসোর্স পদে ২৯৪টি শূণ্যপদ রয়েছে। অথচ, যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্য প্রার্থী মিলেনি। তিনি জানান, গত জানুয়ারি মাসে ওই দুটি পদে লোক নিয়োগে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল। তাঁর দাবি, ১০০ শতাংশ রোস্টার মেনেই নিয়োগ করা হচ্ছে। তিনি জানান, ব্লক রিসোর্স পার্সনরা মাসে ২১১৯১ টাকা এবং ট্রান্সফার রিসোর্স পার্সনরা ১৫৩৮২ টাকা সান্মানিক পাবেন। এক বছর বাদে তাদের চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধির পর্যালোচনা হবে।

এদিকে, ব্লক স্তরে কাজ করার জন্য ৩১৩ জন একাডেমিক লিডার নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২৪৪ জন কি রিসোর্স পার্সন ছিলেন। বাকিরা নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষকদের কাছ থেকে একাডেমিক লিডার হওয়ার জন্য দরখাস্ত চেয়েছিল শিক্ষা দপ্তর। ৩১৩ জন একাডেমিক লিডার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাদেরকে আজ একাডেমিক লিডার পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ের পর রানিরবাজারে রেল লাইনের ধারে মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। ফের রেল লাইনের ধারে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আশ্চর্যজনক ঘটনা হল, ওই ব্যক্তির মৃতদেহ সোমবার সকাল দশটা নাগাদ উদ্ধার হয়েছে। রানিরবাজার থানার পুলিশের বক্তব্য, রেলের ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান করছেন তাঁরা। রবিবারও এমনই একটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে বিশালগড়ে।

আজ সকাল দশটা নাগাদ রানিরবাজার থানাধীন মেঘলিপাড়া রেল লাইনের ধারে এক ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় জনগণ। মৃতদেহে প্রচুর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে খবর পেয়ে রানিরবাজার থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম আলিকাম হোসেন। তার বাড়ি সোনামুড়া খাস এলাকায়।

এদিকে, রেলের ধাক্কায়, নাকি রেল থেকে ছিটকে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। তবে, ঘটনাটি নিছক হত্যাকাণ্ড কিনা তা-ও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে, আজ এই মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা হাজারো প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। কারণ, রবিবার প্রায় একই সময়ে বিশালগড়ে এক ব্যক্তির রেলে কাটা পরে মৃত্যু হয়েছিল। রেল লাইনের ধরে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। কখন এবং কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল তার কিনারা পুলিশ এখনও করতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবে, আবারও রেল লাইনের ধরে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা বিক্ষিপ্ত বলে মনে করার কোনও কারণ মনে করছেন না অনেকে।

আরও এক গৃহবধূ পনের বলি হাসপাতালেই স্বামীকে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। আবারও পনের বলি এক গৃহবধূ। ঘটনা মন্দিরনগরী উদয়পুরের পালাটানা এলাকায়। মৃত গৃহবধূর নাম পুজা দাস। অভিযুক্ত স্বামী শুভঙ্কর দাস সহ অন্যান্যদের আটক করতে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। অভিযুক্তদের আটক এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন ও এলাকাবাসী। গত দেড়বছর আগে প্রয়াত বিশ্বজিৎ দাসের মেয়ে পূজা দাসের (১৯) সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল উদয়পুরের পালাটানার সুনীল দাসের ছেলে শুভঙ্কর দাসের।

প্রথমে নিজেদের পছন্দ। পরবর্তী সময়ে সামাজিকভাবে বিয়ে দেয় পরিবারের লোকজন। বিয়ের সময় ছেলের এবং তার বাড়ির লোকজনদের যা যা দাবি ছিল সবই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিয়ের কয়েকমাস ভালই চলছিল দাম্পত্য জীবন। তারপর থেকেই শুরু হয় পূজা দাসের উপর অত্যাচার। পুজার স্বামী পেশায় গাড়ি চালক। কয়েকদিন পর পর পুজার স্বামী শুভঙ্কর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সোমবার একটি বুথে মহিলা ভোটারদের লাইন। ছবি নিজস্ব।

এটিএম লুটের চেষ্টা, গ্রেপ্তার এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। গভীর রাতে নির্জনতার সুযোগ নিয়ে এটিএম লুঠের চেষ্টা করেন এক ব্যক্তি। তাকে স্থানীয় জনগণ আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। তার কাছ থেকে হাতুড়ি, রড, লোহা কাটার যন্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টা নাগাদ পশ্চিম ত্রিপুরার অধীন ঊষাবাজারে এসবিআই ব্যাংকের এটিএম লুঠ করার চেষ্টায় লংকামুরার বাসিন্দা বিমল সরকারকে আটক করা হয়েছে। তার কাছ এটিএম মেশিন কাটার যন্ত্র সহ হাতুড়ি, রড ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল রাতে নির্জনতার সুযোগে এটিএম মেশিন ভাঙার চেষ্টা করছিল বিমল সরকার। ওই সময় স্থানীয় কয়েকজন যুবক ওই এটিএমের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সন্দেহ হয়। তারা তখন এটিএমের ভেতরে গিয়ে দেখেন বিমল সরকার এটিএম মেশিনের অনেকটা অংশ ভেঙ্গে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা বিমল সরকারকে আটক করে এয়ারপোর্ট থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যান।

এ-বিষয়ে স্থানীয় জনৈক যুবক বলেন, প্রথমে ওই ব্যক্তির নাম জিজ্ঞেস করা হলে তার কথাবার্তায় অসংলগ্নতা ধরা পরে। পরে যখন পুলিশ আসে তখন ওই ব্যক্তি স্বীকার করেন পেশায় তিনি রং মিস্ত্রি। তার বাড়ি লংকামুরা। এদিকে, পুলিশ আজ তাকে আদালতে সোপর্দ করেনি।

বিরোধীদের সমস্ত চক্রান্ত ভেস্তে দিয়েছে বাধারঘাটের উপনির্বাচন, দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। উৎসবের মেজাজে সোমবার রাজ্যের বাধারঘাট আসনে ভোট হয়েছে। বিরোধীদের সমস্ত চক্রান্ত ভোটাররা ভেস্তে দিয়েছেন। আজ ভোট পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিজেপি প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্যা। তাঁর কথায়, আজকের ভোটে বিরোধীদের জামানত জব্দ হতে পারে।

এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে। দুপুরের ভিড় কিছুটা কম হলেও, বিকেলের দিকে ফের লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে। নবেন্দুবাবু বলেন, খুব সুন্দর পরিবেশে ভোট হয়েছে। প্রত্যেক ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। তাঁর কথায়, আজকের ভোট বিরোধীদের সমস্ত চক্রান্ত ভেস্তে দিয়েছে। নবেন্দুর দাবি, বিরোধীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সচেতন ভোটারদের জন্য সেই সুযোগ পাননি তাঁরা।

তিনি বলেন, উপনির্বাচনকে ঘিরে আসল চেহেরা মানুষ দেখতে পেয়েছেন। তাঁদের ছায়া-জোট ভোটাররা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর দাবি, আজ সকল থেকে বাধারঘাটবাসী উৎসবের মেজাজে ভোট বিজেপির জয় নিশ্চিত করেছেন। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, বিরোধীদের জামানত জব্দ হতে পারে।

প্রসঙ্গত, বাধারঘাট কেন্দ্রে আজ উপনির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ওই কেন্দ্রে গণনা হবে।

বাধারঘাটের উপনির্বাচন নিয়ে সন্তুষ্ট কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। সেই সাথে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে বলে দাবি করেছে কংগ্রেস। সোমবার ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। তিনি বলেন, লোকসভা নির্বাচনের চাইতে ভাল ভোট হয়েছে এই বাধারঘাট উপনির্বাচনে। কংগ্রেস দলীয় প্রার্থীর জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। সুবল ভৌমিক জানিয়েছেন, নিরাপত্তা ব্যবস্থার যে আয়োজন করা হয়েছিল এই উপনির্বাচনে তাতে দল সন্তুষ্ট। মোটের উপর এই উপনির্বাচন আশানুরূপ হওয়ায় কংগ্রেস নেতৃত্ব খুশি বলে জানান সুবল ভৌমিক।

পেঁয়াজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, রেশনে সরবরাহের চিন্তাভাবনা রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। পেঁয়াজের ঝাঁজে চোখে জল ত্রিপুরাবাসীর। প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে পেয়াজের মূল্য। তাই, এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে গণবন্টণ ব্যবস্থায় অন্তত এক মাস পেঁয়াজ সরবরাহের চিন্তাভাবনা করছে ত্রিপুরা সরকার। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানিয়েছেন খাদ্য ও জনসম্ভরণ মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। তাঁর কথায় শারোদৎসবের প্রাক্কালে ত্রিপুরাবাসীকে পেয়াজের ঝাঁজ থেকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে ত্রিপুরা সরকার।

এদিন তিনি বলেন, শারদোৎসব উপলক্ষ্যে ত্রিপুরায় নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে খাদ্য দপ্তর। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য কোনভাবেই যেন স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি না পায় সে বিষয়ে সরকারের নজর রয়েছে। বিশেষ করে পেঁয়াজের মূল্য যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে সেজন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সরকার।

তাঁর কথায়, অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, পটেটো এণ্ড ওনিয়ন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, এবং গ্রোসারিস মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করা হয়েছে। পেঁয়াজের মূল্য সর্মকে মন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, উৎপাদন স্থলেই পেঁয়াজ চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। এর ফলে আমাদের রাজ্যেও পেঁয়াজের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এখানে মূল্য স্বাভাবিক রয়েছে, দাবি করেন তিনি।

তিনি বলেন, পেঁয়াজের মূল্য স্বাভাবিক রাখার জন্য অ্যাসোসিয়েশনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। যাতে ক্রেতাদের সমস্যা না হয়। তিনি বলেন, গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে কিছুদিনের জন্য পেঁয়াজ সরবরাহ করার বিষয়টিও সরকার চিন্তাভাবনা করছে। এর জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রকের সাথে কথা হয়েছে। দপ্তর এই বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে, দাবি করেন তিনি।

খাদ্যমন্ত্রী আরও জানান, পেট্রোপণ্য ও এল.পি.জি রান্নার গ্যাস সিলিণ্ডার সরবরাহ যেন স্বাভাবিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরীক্ষার তিনদিন আগে নির্ঘন্ট ঘোষণার প্রতিবাদে অধ্যক্ষকে ঘেরাও করল ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা

কৈলাসহরে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষা সূচিকে কেন্দ্র করে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রছাত্রীদের বিভেদ তুঙ্গে উঠেছে। সোমবার রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা নোটিশ জারি করে জানান, আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। পরীক্ষার শুরুর মাত্র তিনদিন আগে নির্ঘণ্ট ঘোষণার এই সিদ্ধান্তকে কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছে না ছাত্রছাত্রীরা। এ ধরনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার দীর্ঘক্ষণ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষাকে ঘেরাও করে রাখে ছাত্রছাত্রীরা।

রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে সেশনাল পরীক্ষার দিনক্ষণ নিয়ে আপত্তি জানিয়ে বিক্ষোভে নামে ছাত্রছাত্রীরা। সকাল ১১টা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত একপ্রকার ঘেরাও করে রাখা হয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষাকে। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, আগাম কোনো কিছু না জানিয়ে হঠাৎ করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ২৫ তারিখ থেকে সেশনাল পরীক্ষা হবে। ছাত্রছাত্রীরা কলেজ কর্তৃপক্ষের এ ধরনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে নারাজ। তাদের দাবি হলো, পুজার পরে যেন সেশনাল পরীক্ষা নেওয়া হয়। অপরদিকে, কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ইউনিভার্সিটির নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। সে কারণেই আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে পরীক্ষা ও ফর্ম ফিলাপের কাজ শেষ করতে হবে। যদি পুজার পরে পরীক্ষা নেয়া হয় তাহলে কোনোভাবেই তা সম্ভব হবে না। কারণ কলেজ অক্টোবর মাসের ৫ তারিখ থেকে কুড়ি তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

অপরদিকে ছাত্রছাত্রীরাও নিজেদের দাবিতে অনড় থাকে। এর ফলে একসময় উত্তেজনা প্রবল আকার ধারণ করলে কলেজ চত্বরে ছুটে আসে কৈলাসহর মহিলা থানার ওসি সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। কলেজ কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি সুরাহার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হলেও তারা তা বুঝতে নারাজ। তাদের বক্তব্য একে তো কলেজের নিয়মিত ক্লাস হয় না, তার উপর আগাম কোনকিছু না জানিয়েই পরীক্ষার নির্ঘণ্ট ঘোষণা কোনভাবেই মেনে নেবে না ছাত্রছাত্রীরা। তাদের অভিযোগ এমন অনেক বিভাগ রয়েছে যেগুলিতে কলেজের সেশন শুরু হওয়ার পর শুধুমাত্র দুই থেকে তিনদিন ক্লাস হয়েছে। ছাত্রদের বলা হয়েছিল পুজার পরে পরীক্ষা হবে। স্বাভাবিক কারণে তারা কোন ধরনের প্রস্তুতি নিতে পারেনি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে বসে রাজনীতির বদলে গ্রাম-পাহাড়ে ঘুরে দেখা উচিত, দামছড়ায় জনতার দরবার শেষে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যবাসীর মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে। সমষ্টিগত উন্নয়নের কথা ভাবছেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরের দামছড়ায় জনতা দরবার অনুষ্ঠান শেষে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এই অভিমত ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, রাজধানীতে বসে রাজনীতি করতে চাই না। ত্রিপুরার প্রত্যেক জনগনের কাছে পৌঁছাতে চাই আমি। কারণ, রাজ্যবাসীর মানসিকতায় পরিবর্তন আমাকেও তাঁদের প্রতি দায়বদ্ধতা আরও বাড়িয়েছে।

সোমবার দামছড়ায় জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রী সহ সাধারণ জনগণ।

নির্বাচন-সহ বিভিন্ন কারণে বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে সোমবার থেকে শুরু হয় মুখ্যমন্ত্রীর জনতা দরবার। এদিন জনতা দরবার অনুষ্ঠিত হয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরে অবস্থিত দামছড়া কমিউনিটি হল-এ। বেশ কিছুদিন ধরেই জনতা দরবারকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা চলছিল ওই এলাকায়। দলমত নির্বিশেষে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল প্রশাসনের পক্ষ থেকে। সে অনুযায়ী সোমবার অনুষ্ঠিত জনতা দরবারে বিভিন্ন স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা নিজেদের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে।

সাধারণ মানুষের কথা শোনার জন্য প্রশাসনিক শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে দামছড়ায় উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি সবার কথা শোনেন এবং এক মাসের মধ্যেই সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। বাকি যে সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, তা-ও দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

মূলত, জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন সিংহভাগ জনজাতি অংশের লোকজন। কেউ বলছিলেন স্কুলের কথা, আবার কেউ চিকিৎসা পরিষেবার দাবি তুলে ধরেছেন। আবার অনেকে রাস্তাঘাট, প্রশাসনিক পরিকাঠামো ইত্যাদির কথাও বলেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, জনতা দরবারের মাধ্যমে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে রাজ্যবাসীর মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর দাবি, এদিন সমস্যা সমাধানের জন্য কোনও রাজনৈতিক নেতা সেই অর্থে আসেননি। বরং সাধারণ মানুষ এসেছেন। এর মধ্যে ৯৯ শতাংশই জনজাতি অংশের।

এদিন জনতা দরবারের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনার পর, ছোটখাটো সমস্যা স্থানীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ৩৪০ ◻২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ◻ ৬ আশ্বিন ◻ মঙ্গলবার ◻১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ট্রাম্প মোদির বন্ধুত্ব

ভারত আমেরিকা প্রকৃত বন্ধুত্বের বার্তা বিশ্বময় ছড়াইয়া গিয়াছে। রবিবার আমেরিকার হিউস্টনে 'হাউডি মোদি' অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে একে অপরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতে দেখা গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়া পালিত 'হাউডি মোদি' অনুষ্ঠানে অন্তত পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় অনাবাসী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মোদি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের। ভারত-আমেরিকা প্রকৃত বন্ধু একথা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন। তিনি ইহাও দাবী করেন দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক সত্যিকার অর্থে উচ্চতার শিখরে পৌঁছিয়াছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতের পাশে দাঁড়াইবে।

বিশ্বের সবচাইতে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই ট্রাম্পের সঙ্গে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভারতকে বিশ্বে অনেক বেশী ক্ষমতাধর হিসাবেই প্রতিপন্ন হইবার কথা। কিন্তু ইতিহাস তো অন্য কথা বলে। অতীতে ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভাল ছিল না। আজ এমন সময়ই ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিবিড় বন্ধুত্বের বার্তা ছড়াইয়াছে যখন পাকিস্তান ভারত সম্পর্ক চরম অবনতির দিকেই গিয়াছে। অতীতে আমেরিকার ভারত বিরোধী মানসিকতাই প্রকট ছিল। ১৯৭১ সালের ঘটনা ভুলিলে চলিবে না। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা ভুলিবার কথা নহে। পাকিস্তান ঢালাও অস্ত্র সাহায্য ছাড়াও ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ হুমকির ঘটনাও ছিল। শুধু তাই নয় ভারতকে মোক্ষম জবাব দিতে সপ্তম নৌবহরও পাঠাইয়া ছিল আমেরিকা। শুধু আমেরিকা নয় কমিউনিষ্ট চীনও তখন পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করিয়াছে। সেদিন যদি কমিউনিষ্ট রাশিয়া ভারতের পক্ষে না দাঁড়াইত তাহা হইলে ইতিহাস অন্যভাবে দেখা দিত। সুতরাং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বন্ধুত্বের পেছনে রাজনীতির উদ্দেশ্য থাকে। ভারতে ইউপিএ সরকারের আমলে ভারত মার্কিন হুমকির মুখে ছিল। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল সিপিএম। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের উপর হইতে সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া নেয় বামেরা। আর তখনই পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস জোট বাঁধিয়া নির্বাচনে নামিয়া সিপিএম বা বামফ্রন্টকে ধরাশায়ী করে। সুতরাং ভারত মার্কিন বন্ধুত্বকে কোনও কোনও রাজনৈতিক দল সমর্থন নাও করিতে পারে। কিন্তু একথা ঠিক বিশ্ব রাজনীতিতে আমেরিকার বড় ভূমিকা আছে। শক্তিধর দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার মধ্যে ভারত নিশ্চয়ই নিজেকে বিকাইয়া দিবে না বা পদানত হইয়া থাকিবে না। আমেরিকায় হিউস্টনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেভাবে মোদির প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতে নিশ্চয়ই ভারত অন্য মাত্রায় অভিষিক্ত হইল।

একথা ঠিক, বিশ্ব রাজনীতি এখন অনেক বেশী আঁকাবাকা পথেই আগাইতেছে। এখনও সন্ত্রাসবাদীদের হুমকি আতঙ্ক আজ গোটা বিশ্বেই। ওসামা বিন লাদেনের বিষ দাঁত তো ভাঙ্গিয়াছে আমেরিকা। আফগানিস্তানের তালিবানি সরকারকে ধুলিসাৎ করিয়াছে মার্কিন সেনাবাহিনী। এই মার্কিন অভিযানকে সহায়তা করিয়াছে ফ্রান্স সহ বড় বড় দেশগুলি। ইরাকের সাদ্দাম হুসেনের সাম্রাজ্য তছনছের ঘটনার ইতিহাস তো ভুলিবার নহে। সুতরাং সামরিক শক্তিতে বলিয়ান দেশ অতীতে বিশ্বে কর্তৃত্ব দেখাইয়াছে আজও তাহার ব্যতিক্রম বলিবার সুযোগ নাই। আজ ভারতও হুমকির মুখে আছে। পাকিস্তান শুধু নয় চীনেরও হুমকি বিদ্যমান। সীমানা বিরোধ লাগিয়াই আছে। চীনা হিন্দী ভাই ভাই স্লোগান তুলিয়াছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। তিনি বিশ্বময় পঞ্চশীল নীতির বার্তা পৌঁছাইয়া ছিলেন। কিন্তু ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ হয়। তখন ভারত স ামরিক শক্তি ছিল না। থ্রি নট থ্রি রাইফেল লইয়া চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে ভারত। বন্ধুত্বের কি অপরিসীম ঘটনা। ১৯৬২ সালে চীনের ধাক্কা খাইয়া ভারত ঘুরিয়া দাঁড়ায়। তিন বছরের মাথাতেই সমর শক্তিতে বলিয়ান হয় ভারত। ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধেই ভারতীয় সেনারা শৌর্য্য বীর্যের পরিচয় দেয়। পাকিস্তানকে সমুচিত জবাব দিয়া ভারত প্রতিরক্ষায় আরও বেশী জোর দেয়। তখনও আমেরিকা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। ভারত ও রাশিয়ার বন্ধুত্ব ছিল অমলিন।

আসলে, আমেরিকা সারা বিশ্বেই আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে। সেখানে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি তো চোখ রাঙানীতিই ঠান্ডা হইবে। ট্রাম্প তাহা ভালই জানেন। তিনি জানেন বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম। ভারতের বিশাল বাজার রহিয়াছে। চীন আমেরিকার পণ্যে তো ভারতের বাজার ছাইয়া গিয়াছে। আজ প াকিস্তানকে স্বীকার করিতে হইতেছে আসল সত্যি কি। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিলে পাকিস্তানকে যে পরাজয় বরণ করিতে হইবে তাহা পাকমন্ত্রীরাই প্রকাশ্যে কবুল করিতেছেন। কথায় আছে বন্ধুত্ব হয় সেয়ানে সেয়ানে। ভারতের শক্তির পরিচয় মার্কিন প্রেসিডেন্টের অজানা হয়। এই দেশের বিস্তৃত ভূমি বিশাল জনসমষ্টি গোটা বিশ্বের নজর কাড়িবারই কথা। ভারত কোনও দেশের পদানত হইয়া থাকিবে না। মাথা উঁচু ক রিয়া চলিবার শক্তিই তো ভারত আত্মা। আমেরিকার অনাবাসী ভারতীয়দের বিশাল জমায়েতে মোদির ভাষণ ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। এই ইতিহাসের পথ বাহিয়া একদিন ভারত জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে এই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

কেনিয়ায় স্কুলের ছাদ ভেঙে বিপত্তি নিহত ৭ পড়ুয়া, আহত ৫৭

নাইরোবি (কেনিয়া), ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সকালেও ওই পড়ুয়াদের মা-বাবা জানতেন না যে, আর ঘরে ফিরবে না তাঁদের সন্তানেরা। কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে সোমবার একটি স্কুলের কাঠের ছাদ ভেঙে পড়ে মারা গেল ক্লাসেই মধ্যেই বসে থাকা ৭ পড়ুয়া। আহত আরও ৫৭ জন। শেষ খবর পওয়া পর্যন্ত ধ্বংসস্তুপের নিচে আটকে রয়েছেন আরও অনেকেই। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধারকার্য।

নাইরোবির প্রিসিয়াস ট্যালেন্ট টপ স্কুল নামে স্কুলের দোতলার ছাদ হঠাৎই ভেঙে পড়ে এদিন সকালে। যার জেরে তার নিচে চাপা পরে ঘটনাস্থলেই মারা যায় ৭ জন। আহত হয় আরও ৫৭ জন পড়ুয়া। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্কুলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, পয়ঃপ্রণালীর পাইপ খারাপ ছিল দীর্ঘদিন ধরেই। যার মেরামতি না করানোর জেরেই ধসে যায় স্কুলটি। ভারতীয় সময় ভোর ৪টে নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। দ্রুত উদ্ধার কাজে নামে রেড ক্রশ ও সেনা।

গত ১ বছরে ৪টি সন্ত্রাসবাদী মামলার সমাধান : কিশত্বরে গ্রেফতার ৩ হিজবুল জঙ্গি

জম্মু, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিগত এক বছরে জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বরে ৪টি সন্ত্রাসমূলক ঘটনা ঘটেছে। সিআরপিএফ, সেনাবাহিনী ও এনআইএ টিমের সহায়তায় যার সমাধান সম্ভব হয়েছে বলে সোমবার জানালেন জম্মু জোনের পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজিপি) মুকেশ সিং। এই একাধিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মামলায় এখনও পর্যন্ত কিশত্বরে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এই তিনজনই হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জম্মু জোনের আইজিপি মুকেশ সিং জানান, 'গত এক বছরে কিশত্বরে ৪টি সন্ত্রাসমূলক ঘটনা ঘটেছে। কিশত্বরে পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে আমরা বিগত ১ বছরের এই ৪টি মামলার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি।' তিনি আরও জানান, 'এখন পর্যন্ত আমরা এই মামলায় ৩ জন হিজবুল জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছি। চন্দ্রকান্ত শর্মা (বিজেপি) এবং তাঁর পিএসও হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে এই তিনজনকে। ধৃত এই তিনজনের মধ্যে একজন নিসার আহমদ শেখ, হত্যার ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছিল এবং অনিল পরিহর (বিজেপি) নামে অপর ব্যক্তি হত্যার সময় উপস্থিত ছিল।'

গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথ দুই জগতের বাসিন্দা

আশীষ লাহিড়ী

ব্রিটিশ লেখিকা মার্জোরি সাইক্স সবরমতী আর শান্তিনিকেতন দু'জায়গাতেই কিছুদিন করে কাটিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথ---দুই ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতার মূল্য সবচেয়ে বেশি;ব্যক্তিমানুষের যুক্তিভিত্তিক স্বাধীনতার কাছে জাতীয়তা, ধর্ম, পরিবার, সমাজের ভ্রুকুটি সবই উপেক্ষণীয়, যদিও রবীন্দ্রনাথ যে সবসময় নিজের এই আদর্শে অবিচল ছিলেন, তা বলা চলে না। পক্ষান্তরে গান্ধীজির কাছে কর্তৃত্বটাই বড় কথা। ধর্মের কর্তৃত্ব, জাতীয়তার কর্তৃত্ব, পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্ব, সমাজের বর্ণ-কর্তৃত্ব। গান্ধীজি ছিলেন হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্মের সমর্থক। বংশানুক্রমিক জীবিকার বিভাজন তাঁর কাছে খুব কাম্য ছিল।

বর্ণাশ্রম ও জাতপাত সম্বন্ধে তিনি এতটাই স্পর্শকাতর ছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ভিত্তিতে খিলাফত আন্দোলন চালানোর সময়ও তিনি মুসলমানের ছোঁয়া খাবার খেতেন না, এমনকী আন্দোলনের সহ-পরিচালক মৌলানা শওকত ও মৌলানা মহম্মদ আলির ছোঁয়া খাবারও না। তাঁর এই মনোভাব আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে আহত, হয়তো ক্ষুব্ধও করেছিলে। গান্ধীজি অবশ্য বলেছিলেন, আলি ভ্রাতৃদ্বয় অতি সযত্নে (তাঁর) এই ধর্মান্ধতাকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর মতে ওটা ধর্মান্ধতা নয়, 'আত্ম-নিগ্রহ'। আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহের বিরুদ্ধেও আজব এক 'যুক্তি' দিয়েছিলেন তিনি। 'ভাই -বোনেরা যদি ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাতিয়ে, বিহারের কথা আদৌ মাথায় না-এনে জীবন কাটাতে পারে, তাহলে আমার মেয়ের প্রতিটি মুসলমানকে ভাই ভাবার মধ্যে, এবং আমার মেয়েকে প্রতিটি মুসলমানের বোন ভাবার মধ্যে, অসুবিধা কোথায়? (দ্রষ্টব্য সুগত বসু 'দ্য নেশন অ্যাজ মাদার')। পরে অবশ্য গান্ধী তাঁর এ মত বদলে ফেলেছিলেন। বহু অসবর্ণ এবং আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন তিনি। বর্ণাশ্রমের গণ্ডিত মধ্যেও জাতপাত নিয়ে কিছুটা উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, যার পরিচয় আমরা পাই কেরলের গুরুভায়ুর মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশাধিকারের দাবিতে তাঁর অনশনে।

স্বাভাবিকভাবেই গান্ধজির পিছনমুখী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংঘাত বেধেছিল খোলা মনের অধিকারী রবীন্দ্রনাথের, যিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির লোক ছিলেন না। 'শূদ্রধর্ম' (১৯২৬) প্রবন্ধে নাম না করে গান্ধীজির বর্ণাশ্রম-প্রেমকে তীক্ষ্ণ যুক্তি আর শ্লেষে ছিন্নভিন্ন করেছিলেন তিনি। তিনি লেখন---'স্বধর্মরত শূদ্রের সংখ্যাই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি, তাই একদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ শূদ্রধর্মেরই দেশ। তার নানা প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া গিয়েছে। এই অতি প্রকাণ্ড শূদ্রধর্মের জড়ত্বের ভারাকর্ষণে ভারতের সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে। স্বধমরত শূদ্র বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন সেইসব লোককে, যারা মনে করে, উচ্চবর্ণের চাকরগিরিই তাদের স্বধর্ম। তারা আনায়াসেই উচ্চবর্ণ মনিবদের নির্দেশে অন্য দেশের বা অন্য ধর্মের খেটে-খাওয়া মানুষকে মারতে পারে (চিনে ভারতীয় সৈন্যদের ন্যক্করজনক ভূমিকার উদাহরণ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ) কিন্তু মনিবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা ভাবতে পারে না। শূদ্র-অসন্তোষকে সামাল দেওয়ার কাজে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র প্রবর্তিত 'পুরুষানুক্রমিক বৃত্তিভেদ' খুবই কাজে লেগেছিল বলে তিনি মনে করতেন।

কেননা 'রাজশাসন'-এর মধ্য দিয়ে এ কাজ করতে গেলে 'তার মধ্যে দাসত্বের অবমাননা' থাকত এবং 'ভিতরে বিতরে বিদ্রোহের চেষ্টা কখনওই থামত না'। কিন্তু কাজটা 'পাকা হল ধর্মের শাসনে। বলা হল, এক -একটা জাতির এক -একটা কাজ তার ধর্মেরই অঙ্গ।' গান্ধীজি বলেছিলেন, এক এক জাতের লোক পুরুষানুক্রমে একই পেশায় নিযুক্ত থাকলে তাদের পেশাদারি নৈপুণ্য ও উৎকর্ষ বাড়ে। বিরোধিতা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্মশাসনের অন্তর্গত করে দেওয়াতে অসন্তোষ ও বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে করে জাতিগত কর্মধারাগুলির উৎকর্ষ সাদন হয়েছে কিনা ভেবে দেখবার বিষয়। (কালান্তর)

ইতিহাসেবিদ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে, এই শূদ্রধর্ম প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের শ্লেষাত্মক তর্কযুদ্ধ পটুতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে তাঁর আর একটি মন্তব্য---একথা সুপরিচিত যে,। ড. বি আর আম্বেদকর তাঁর 'কংগ্রেস ও গান্ধী অস্পৃশ্যদের কী হাল করেছেন শীর্ষক প্রবন্ধে গান্ধীর যে সমালোচনার করেছিলেন, তার মূল কথা ছিল বর্ণাশ্রমের প্রতি গান্ধীর সমর্থন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ও প্রবন্ধে ওই ধরনের সমালোচনা করেননি, এখানে তাঁর সুরটা তির্যকভাবে শ্লেষাত্মক। (সব্যসাচী ভট্টাচার্য, 'দ্য মহাত্মা অ্যান্ড দ্য পোয়েট) তবে এটা উল্লেখযোগ্য যে, দলিতদের শিখধর্ম কিংবা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে রবীন্দ্রনাথের নীতিগত সায় ছিল। ২০ ডিসেম্বর, ১৯৩৬-এ ওয়ার্ধা থেকে গান্ধীজির সচিব মহাদেব দেশাই রবীন্দ্রনাথকে লেখেন—

শ্রদ্ধেয় গুরুদেব,

হরিজনদের শিখধর্ম গ্রহণ প্রসঙ্গে বেশ কিছু লোক নিজেদের সমর্থনে আপনার মত উদ্ধৃত করছে। তারা মনে করে হিন্দু সংস্কৃতিকে বজায় রেখে হিন্দুধর্ম ত্যাগের একমাত্র পথ হল শিখধর্ম গ্রহণ। এরকম একটা প্রস্তাবে আপনি আদৌ সায় দিতে পারেন, একথা বিশ্বাস করতে পারেননি বাপু। শিখধর্ম যদি হিন্দুধর্মেরই অঙ্গ হয়, তাহলে হিন্দুধর্ম ত্যাগের প্রশ্নটাই ওঠে না। হিন্দু হয়েও তো শিখ বা বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস করা যেতে পারে, যেমন অনেকে শৈব কিংবা বৈষ্ণধর্মে বিশ্বাস করে। সেটাকে তো হিন্দুধর্ম ত্যাগ করবে, সে হিন্দু সংস্কৃতিও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুকেই ত্যাগ করবে কেননা সংস্কৃতিকে ধর্ম থেকে আলাদা করা যায় না। সংস্কৃতি একজন মানুষের ধর্মেরই প্রতিফলন। আর শিখধর্মের শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই যে, তা কোনও ধর্ম কিংবা দর্শন নয়, তা হল হিন্দু আচার-আচরণকে শুধরে নেওয়ার একটা প্রয়াস। কাজেই এদিন থেকে দেখলেও (হিন্দুধর্ম ছেড়ে) শিখধর্ম গ্রহণ করার প্রশ্নটাই ওঠে না।

এর রাজনৈতিক দিকটা নিয়ে আপনাকে বিড়ম্বিত করার কোনও প্রয়োজন আমি দেখছি না। কারণ (হিন্দুধর্ম ছেড়ে) শিখধর্ম গ্রহণ করার ওপর যেভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে, তাতে এর গায়ে অবধারিতভাবেই কেটা রাজনৈতিক রং লাগবে, যেহেতু ধর্মান্তরিতা ভোট দেবে হিন্দু হিসেবে নয়, শিখ হিসেবে। এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটাই গোটা ব্যাপারটাকে বিষিয়ে তুলেছে।

এ বিষয় যদি আপনার সুচিন্তিত অভিমত লিখে জানান, তাহলে খুব ভাল হয়।

উত্তর জানুয়ার , ১৯৬৩-এ রবীন্দ্রনাথ জানান—

প্রিয় মহাদেব,

(হিন্দুধর্ম চেড়ে) হরিজনদের শিখ ধর্মগ্রহণের প্রশ্নে আমার মতামত আরও পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করার জন্য তুমি অনুরোধ করেছ, এতে আমি আশ্চর্য হইনি। গোড়াতেই এই কথাটা জানিয়ে রাখি যে, আমি কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ওদের ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের পরামর্শ দিইনি। আমি কেবল এই কথা বলেছি যে ওরা যদি সত্যিই ওরকম কোনও চরম পদক্ষেপের কথা ভাবে, তাহলে শিখধর্ম গ্রহণই প্রশস্ত । আর কেন ওরা ওই চরম পদক্ষেপের কথা ভাবতে পারে, সেটা তো আমরা সবাই জানি। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কেও আমার একই মত।

দৈনন্দিন ব্যবহারে হিন্দুধর্ম একটা জীবনাধারা মাত্র। তার দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক ভিত যত মহৎই হোক শুধু তারই দোহাই দিয়ে হিন্দুধর্মের নামে যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক অবিচারের ক্ষালন হয় না। আমাদের ধর্ম সমাজকে নির্দিষ্ট মর্যাদাক্রমে বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে রেখেছে। যারা রয়েছে একেবারে তলায়, তারা একেবারে ন্যূনতম সামাজিক সুবিচারটুকুও পায় না, উপরন্তু নিরন্তর তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা মনুষ্যেতর। সনাতনপন্থীরা বলে, এই বিভাজনের মনোভাব, যা আমাদের জনসমাজের এক বিরাট অংশকে অবদমিত করে রেখেছে, সেটি আমাদের ধর্মের স্থায়ী কাঠামোরই অঙ্গ , আর সেটাই আমাদের সমাজের ভিত্তি। মনু, পরাশর প্রমুখ আমাদের সুপ্রাচীন আইন -প্রণেতাদের অনুশাসন তো তারই প্রমাণ।

সনাতনপন্থীরা খুব ভুল বলে না। আমরা অনেকে ওই শাস্ত্রকারদের রচনার ওপর সুসভ্যতার চকচকে প্রলেপ লাগানোর চেষ্টো করি। কিন্তু এইসব ব্যক্তিগত ব্যাখ্যান নিপীড়িতদের কোনও কাজে লাগে না, সমাজের স্বৈরতন্ত্রীদের আচরণকেও স্পর্শ করে না। সমাজের স্বৈরতন্ত্রীদের হার মানার কোনও কোনও ঘটনা আধুনিককালে ঘটেছে, যেমন ঘটেছিল এই সেদিন, চৈতন্যের যুগে। কিন্তু ঠিক তারপরেই মাথা তুলেছিল প্রতিক্রিয়াশীলরা। তাই আমাদের আধুনিক যুগের অগ্রণী পুরোধারা ইতিমধ্যেই যে সামাজিক সংস্কার অর্জন করতে পেরেছে, তাও যে ভবিষ্যতে চিরস্থায়ী হবে, এমন আশ্বাস নিশ্চিতভাবে দেওয়া যায় না। ব্যাপারটার রাজনৈতিক দিক নিয়ে আমার বিশেষ কোনও মাথাব্যথা নেই। ওরা হিন্দু হিসেবে ভোট দিল, না শিখ হিসেবে, সেটা আমার কাছে বড় কথা নয়। তার থেকে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল, আমাদের মনুষ্যত্বকে তা প্রভাবিত করে কি না, এবং চারপাশের মানুষজনের প্রতি আমাদের একটা মনোভঙ্গি গড়ে তোলে কি না। অনেককাল আগে, প্রায় বছর পঁচিশ হল, একটি কবিতায় ('হে মোর দুর্ভাগা দেশ,যাদের কারছে অপমান'(১৯৯০) আমি ধিক্কার জানিয়েছিলাম সেই সমাজকে, যা ভারতের অধিকাংশ মানুষের উপর চাপানো অমর্যাদার ভিত্তিতে আপন সৌধ গড়ে তুলেছে এবং সেই সুবাদে শত শত বছর ধরে আপন পরাজয় আর অধঃ পতনের রাস্তা পরিষ্কার করেছে। কিন্তু আমার সে ধিক্কারবাণী ছিল অরণ্যে রোদন মাত্র। সে ঘোর অরণ্য ঘন ঝড়ে বেঁধে মাথা তুলেছে, আর সেই বাড়বৃদ্ধির ইতিহাসে রুদ্ধ করেছে আলো ঢোকার পথ। যে মহাত্মা আজ আমাদের নেশনের পথপ্রদর্শক, তাঁর পূর্বজ পথপরবর্তকদেব .একের পর এক প্রয়াসকে থামিয়ে দিয়েছে সে অরণ্য। ব্যাপক জনসাধারণের ওপর মহাত্মাজির যে প্রভাব তা সত্যিই বিপুল তা সিত্যিই আমাদের মধ্যে জাগরণ এনেছে। তবু অমি জানি না, আরও কত দীর্ঘ অপেক্ষার পর তাঁর শিক্ষা আমাদের মাটির গভীর অন্ধকারে প্রোথিত বিষাক্ত শিকড়গুলির ওপর ঠিকমতো কাজ করতে পারবে। অথচ আমরা জানি, অমঙ্গলের কন্টকাকীর্ণ পথে পথে ছড়িয়ে থাকা বিপর্যয় কখনও দিনক্ষণ মেনে আসে না, কবে আমরা তার নিরাময় ঘটাতে পারব, সেই হিসেব করে তো বিপর্যয় আসে না। সে ওষুধ রোগ সারাতে অতিরিক্ত সময় নেয়, প্রায়স সে ওষুধ ধরার আগেই রোগীর মৃত্যু হয়।

আমি সত্যিই মনে করি, হিন্দুধর্মের সবচেয়ে দুরারোগ্য একটি সামাজি বিকৃতি, যা আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে হাস্যকর তোলে, তাকে ভিতর থেকে নির্মূল করার প্রয়াসেই বৌদ্ধধর্ম কিংবা শিখধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। গুরু গোবিন্দ একদিন হিন্দু সমাজের বহুযুগ বাহিত প্রথা অমান্য করে, জাতাপাতের সমস্ত বেড়া চূর্ণ করেদিয়ে তাঁর অনুগামীদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছিলেন, আত্মমর্যাদাশীল পৌরুষের প্রকৃত আশীবাদের উত্তরাধিকার অর্জনের জন্য তাদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ারা মনে করে হিন্দু সংস্কৃতিকে বজায় রেখে হিন্দুধর্ম ত্যাগের একমাত্র পথ হল শিখধর্ম গ্রহণ। এরকম একটা প্রস্তাবে আপনি আদৌ সায় দিতে পারেন, একথা বিশ্বাস করতে পারেননি বাপু। শিখধর্ম যদি হিন্দুধর্মেরই অঙ্গ হয়, তাহলে হিন্দুধর্ম ত্যাগের প্রশ্নটাই ওঠে না। হিন্দু হয়েও তো শিখ বা বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস করা যেতে পারে, যেমন অনেকে শৈব কিংবা বৈষ্ণধর্মে বিশ্বাস করে। সেটাকে তো হিন্দুধর্ম ত্যাগ করবে, সে হিন্দু সংস্কৃতিও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুকেই ত্যাগ করবে কেননা সংস্কৃতিকে ধর্ম থেকে আলাদা

ভারতের সকল শিখদের জন্য শুধু নয়, তামাম ভারতের জন্যই সেদিনটি এক মহৎ দিন। শিখমর্ধ জনগণের কাছে এক সাহসী বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। শিখধর্মের কর্মকৃতির খতিয়ান। শিখধর্মের কর্মকৃতির খতিয়ান অতি মহৎ। এই ধর্ম যদি তার ভৌগোলিক প্রাদেশিকতা ছেড়ে,ক্ষুদ্র জনসমাজের মধ্যে আবদ্ধ থাকার ফলে অবধারিতভাবে যে বহিবিচ্ছিন্নতা দ্যাখা দিয়েছে তার খোলস ছেড়ে দেশব্যাপী এক পরিপ্রেক্ষিতে অর্জন করতে পারে, তাহলে তার ফলে যে কত জোরালো হবে তা কে বলতে পারে। তাদরে ধর্মীয় আচার-আচরণ আর ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে এমন কিছুই আমি দেখতে পাই না, যা আমার মানবিক মর্যাদাবোধকে আহত করে। আমার পিতা প্রায়শ অমৃতসরের গুরদ্বারে গিয়ে উপাসনা করেতন, আমিও তাঁর সঙ্গে রোজ সেখানে যেতাম। কিন্তু তিনি কখনও কলকাতার কালীঘাটের মন্দিরে যাচ্ছেন, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না। অথচ ধর্মে ও সংস্কৃতিতে আমার পিতা ছিলেন হিন্দু। যারা হিন্দুধর্মের বুলি কপচে আচার আচরণে নিত্য তাকে কলুষিত করে চলে, তাদের অধিকাংশ তুলনায় তাঁর দৈনন্দিন জীবনচর্যায় তিনি হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধতর মান বজায় রাখতেন। তাই শিখধর্ম কিংবা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলে ওরা যে হিন্দু সংস্কৃতিকে অবহেলা বা প্রত্যাখ্যান করবে, এ ভয় আমার নেই। (দ্য মহাত্মা অ্যান্ড দ্য পোয়েট) মার্জোরি সাইক্স কিছু ভুল বলেননি---পারস্পরিক শ্রদ্ধায় তাঁর যতই অটল থাকুন, গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতই দুই মেরুর মানুষ।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

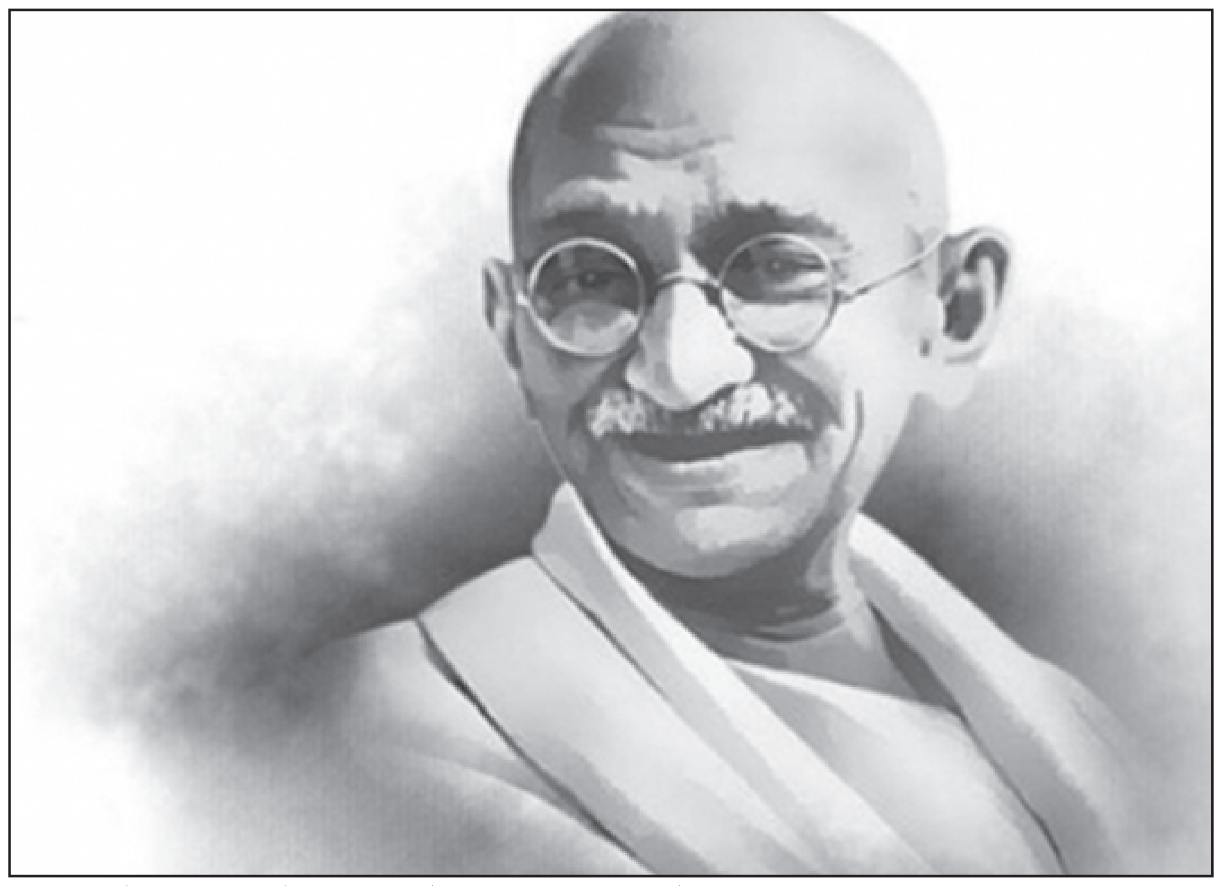

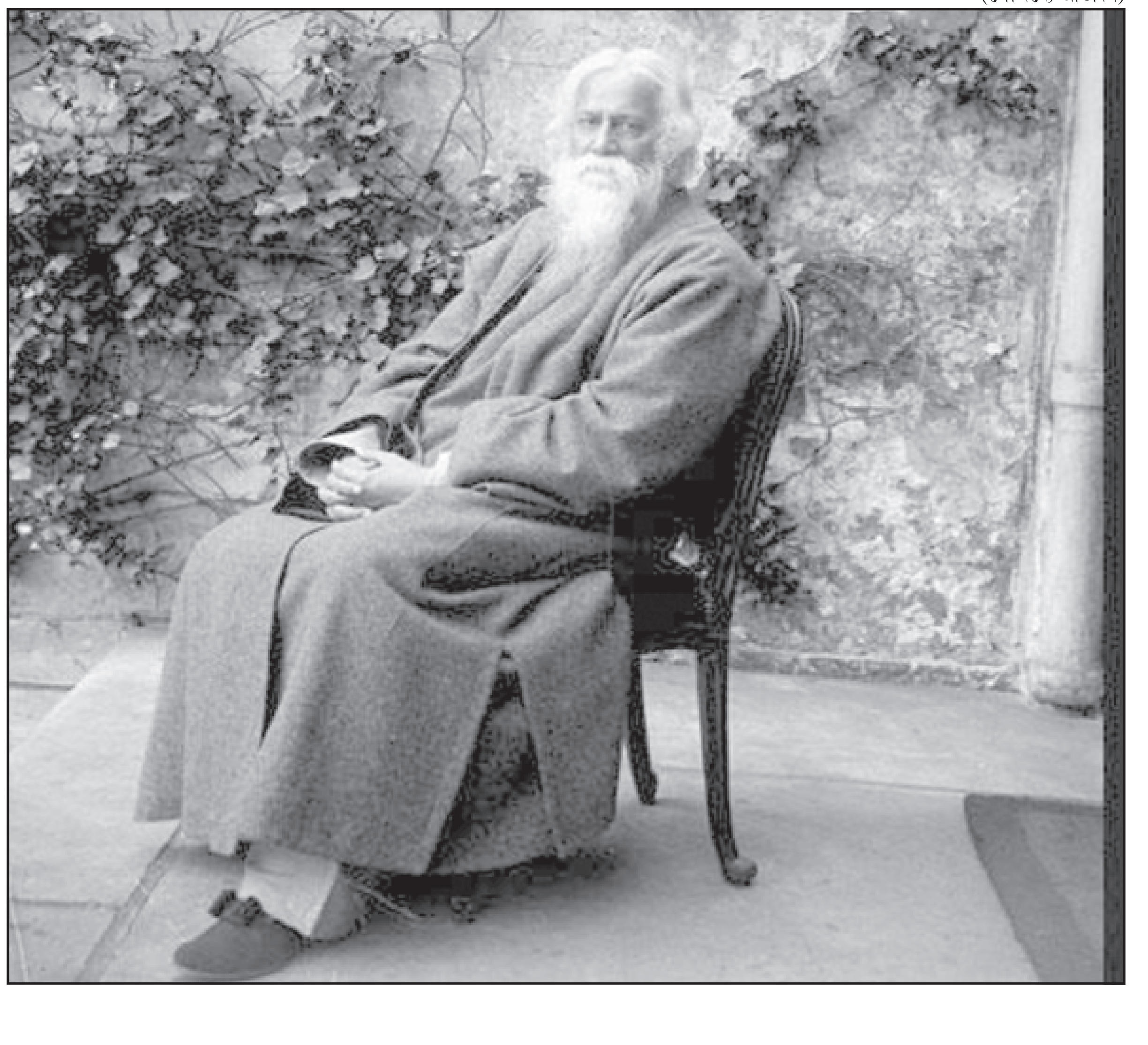

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

জাতিসংঘের ৭৪তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৩।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে যোগ দিতে ৮ দিনের সরকারি সফরে রোববার স্থানীয় সময় বিকেলে আবুধাবী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক পৌঁছেছেন।প্রধানমন্ত্রী ২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৭৪তম বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণ দেবেন।সফরকালে প্রধানমন্ত্রী ২৭ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ২৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

ইত্তেহাদ এয়ালাইন্সের একটি বিমান প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মাদ জিয়াউদ্দিন এবং রাষ্ট্রদূত ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মাসুদ বিন মোমেন প্রধানমন্ত্রীকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান।পরে, একটি সুশোভিত মোটর শোভাযাত্রা সহকারে প্রধানমন্ত্রীকে লোটে নিউইয়র্ক প্যালেস হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে প্রধানমন্ত্রী সেখানেই অবস্থা করবেন।হোটেলে পৌঁছলে নিউইয়র্কের স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।এরআগে প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবীতে এক দিনের যাত্রাবিরতি শেষে গতকাল রোববার সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে নিউইয়র্কের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তিনি শুক্রবার নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

২৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজের সঙ্গে কো-চেয়ার হিসেবে জাতিসংঘ ইকোনমিক এন্ড সোসাল কাউন্সিলের (ইসিওএসওসি) ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের সমান্তরাল বহুপাকি প্যানেল বৈঠক পরিচালনা করবেন।এছাড়া প্রধানমন্ত্রী অছি পরিষদে ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরবেন বলে আশা করা হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ হলে কাইমেট এ্যাকশন সামিটে বক্তব্য রাখবেন এবং 'রিকগনাইজিং পলিটিক্যাল লিডারশিপ ফর ইম্যুনাইজেশন ইন বাংলাদেশ' বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।২৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী লোটে নিউইয়র্ক প্যালেস হোটেলের কেনেডি রুমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে দ্বিপীয় বৈঠক করবেন।শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সদরদপ্তর (ইউএনএইচকিউ) বুথে জাতিসংঘ মহাসচিবের স্পেশাল এডভোকেট ফর ইনকুসিভ ফিন্যান্স ফর ডেভেলপমেন্ট কুইন মেক্সিমার সাথে বৈঠক করবেন।তিনি জাতিসংঘ সদর দপ্তরের ৭ নম্বর কনফারেন্স রুমে গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপ্টেশন আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। তিনি নর্থ ডেলিগেট'স লাউঞ্জে জাতিসংঘ মহাসচিব আয়োজিত রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় অংশ নেবেন।তিনি জাতিসংঘ সদর দপ্তরের ১১ নম্বর কনফারেন্স রুমে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন ও ওআইসি সচিবালয় আয়োজিত মিয়ানামারে রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের অবস্থার ওপর একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকেও যোগ দিবেন।শেখ হাসিনা ইউএনএইচকিউ এর ইসিওএসওসি চেম্বারে 'লিডারশিপ ম্যাটার্স-রিলেভ্যান্স অব মহাত্মা গান্ধী ইন দ্য কন্টেম্পোরারি ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তিনি লোটে নিউইয়র্ক প্যালেস হোটেলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আয়োজিত একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।২৫ সেপ্টেম্বর, ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিলে টেকসই উন্নয়ন (এসডিজি সম্মেলন) শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামে 'লোকালাইজিং দ্য এসডিজিস' এ কো-মডারেটরের দায়িত্ব পালন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসে 'এ কনভারসেশন উইথ অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা' শীর্ষ একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।একই দিনে লোটে নিউইয়র্ক প্যালেস হোটেলে বাইলেটারেল মিটিং রুমে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং সকলের জন্য স্যানিটেশন ও পানির সভাপতি কেভিন রাডের সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং বাংলাদেশ হাউসে একটি নৈশভোজে অংশ গ্রহণ করবেন।২৬ সেপ্টেম্বর একই হোটেলের বাইলেটারেল মিটিং রুমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ইক্সোনমোবিল এলএনজি মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ইনকর্পোরেটেডের চেয়ারম্যান এলেক্স ভি. ভলকোভ, ইউনেস্কোর সাবেক মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা, বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের কো-চেয়ার বিল গেটস এবং আইসিসি প্রোসিকিউটর ফাতোউ বেনসোউদার সাথে বৈঠক করবেন।শেখ হাসিনা একই দিনে হোটেলটির হোমসে ইউএস চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজে অংশ নেবেন।তিনি ইউনিসেফ হাউসের লাবৌউইস হলে ইউনিসেফ আয়োজিত 'এক ইভেনিং উইথ প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা' অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। ২৭ সেপ্টেম্বর, জাতিসংঘ সদর দফতরের ১ নম্বর কনফারেন্স রুমে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন আয়োজিত 'সাসটেইনেবেল ইউনিভার্সেল হেলথ কভারেজ : কমপ্রেহেনসিভ প্রাইমারি কেয়ার ইনকুসিভ অব মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড ডিজেবিলিটিজ' শীর্ষক একটি উচ্চ পর্যায়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী একই দিন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম বার্ষিক সাধারণ বিতর্কে বক্তৃতা দিবেন। ২৮ সেপ্টেম্বর, শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে প্রেস ব্রিফিং করবেন এবং নিউইয়র্কের হোটেল ম্যারিয়ট মারকুইসে বাংলাদেশী কমিউনিটি আয়োজিত একটি অভ্যর্থনায় যোগ দেবেন।জাতিসংঘ সচিবালয়ে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেসের সাথে দ্বিপীয় বৈঠকে বসবেন।প্রধানমন্ত্রী ভ্যাকসিনেশন ও যুব দতা উন্নয়নে বাংলাদেশের ব্যাপক সাফল্যের জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার গ্রহণ করবেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, গ্লোবাল এলায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন এন্ড ইমিউনাইজেশন (গাভি) টিকা প্রদানে বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ভ্যাকসিন হিরো' নামে পুরস্কার প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।এছাড়া, ইউনিসেফ ও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে 'চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ' পুরস্কারে প্রধানমন্ত্রীকে সম্মানিত করবে।পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই পুরস্কার প্রদানের জন্য 'এ্যান ইভেনিং টু অনার হার এক্সসেলেন্সি প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ভয়েস অব আমেরিকা, ওয়াশিংটন পোস্ট ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নালসহ প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকে স্যাৎকার দেবেন।২৯ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় রাত ৯টায় বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী ইত্তেহাদ এয়ারওয়েজের একটি ফাইটে আবুধাবী হয়ে নিউইয়র্ক থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন। তিনি ৩০ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় রাত ৮টায় আবুধাবী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ এবং পরে একই বিমানবন্দর থেকে স্থানীয় সময় রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ভিভিআইপি বিমানে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা দেবেন। ১ অক্টোবর ভোরে ফাইটটি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবে।

ক্যাসিনোর টাকার ভাগ কে কে পেত সে খোঁজও চলছে : সড়ক পরিবহনমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৩।। বিভিন্ন কাবে অবৈধ ক্যাসিনো পরিচালনার সঙ্গে পরোভাবে যারা জড়িত ছিলেন, তাদেরও খুঁজে বের করার কথা বলেছেন মতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহনমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

ক্যাসিনো বন্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের মধ্যে সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি।কাদের বলেন,শেখ হাসিনা কাউকে ছাড় দিবেন না। শেখ হাসিনার অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে। খুঁজে খুঁজে অপকর্মকারীদের, সন্ত্রাসীদের, দুর্নীতিবাজ, চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজদের বের করবেন। অন্যায়ভাবে অর্জিত অর্থ কোন কোন নেতার কাছে যেত, তা বের করা হচ্ছে।এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,অনেক বিএনপি নেতার কাছেও এই ক্যাসিনোর টাকা গেছে, এই খবর গণমাধ্যমে বেরিয়ে আসছে। এই প্রশ্নেরও জবাব বিএনপিকে দিতে হবে।জুয়ার আখড়া বন্ধে অভিযানকে দুর্নীতি নির্মূলে সরকারের পদপে হিসেবে তুলে ধরেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।তিনি বলেন,যা অতীতের শাসকরা করতে পারেনি, খালেদা জিয়া পারেনি, আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনা করতে পেরেছেন।

দুর্নীতি নিয়ে বিএনপির সমালোচনার জবাবে কাদের বলেন,আপনাদের আমলে বিএনপির কোনো স্তরের নেতাকর্মীদের কোন অপরাধের জন্য শাস্তি পেতে হয়নি।তারা শুরু করেছিল হাওয়া ভবন সংস্কৃতি। এই হাওয়া ভবন ছিল দুর্নীতির আখড়া, হাওয়া ভবন খাওয়া ভবনে পরিণত হয়েছিল। এই বিএনপি নেতাদের মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলা ভুতের মুখে রাম নাম ছাড়া আর কিছুই না।কাদের বলেন,তবে আওয়ামী লীগ ধোয়া তুলসী পাতা না, এখানে কেউ অপকর্ম, চাঁদাবাজি, গডফাদারি করে না, এটা বলছি না। তবে আমরা ইমপিওনিটি কালচার চালু করেছি, যা বিএনপি করেনি।দুর্নীতির বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার কঠোর অবস্থান তুলে ধরে তিনি বলেন,আমাদের অনেক নেতা-কর্মী আজকে জেলে। অনেক নেতা, এমপি, মন্ত্রী দুদকের মামলায় হাজিরা দিচ্ছে।আমাদের দলের নেতারা দুদকের মামলায় জড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে যাওয়ার পর তিনি বলে দিয়েছেন-আমি দুদকের ওকালতি করি না।

ছাত্রলীগকে সুনামের ধারায় ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়ে সংগঠনটির নেতাকর্মীদের উদ্দেশে ওবায়দুল কাদের বলেন,ছাত্রলীগের দায়িত্ব পরিবর্তন হয়েছে, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি।তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, রাজনীতিকে বঙ্গবন্ধুর চিরবিজয়ী আদর্শে ফিরিয়ে আনতে হবে। শেখ হাসিনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হলে তোমাদেরকে খারাপ খবরের শিরোনাম হওয়া যাবে না। ছাত্রলীগ ভালো খবরের শিরোনাম হবে, এটাই আমরা আশা করি।

শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলে আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপ-কমিটির উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ৭৩ জন শার্থীদের বৃত্তি দেওয়ার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ওবায়দুল কাদের।

অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন,ভিন্ন আদর্শের ভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও বঙ্গবন্ধুকন্যার সুসম্পর্ক ছিল। আমরা বেবী মওদুদের কথা অনেকেই জানি, শেখ হাসিনা ও বেবী একসঙ্গে পড়ত, কিন্তু পৃথক ছাত্র সংগঠনে ছিলেন। তাদের মধ্যে সেই সময়ে যে সৌহার্দ্য ছিল, সেটা বেবীর মৃত্যু পর্যন্ত টিকে ছিল। এটা এখনকার ছাত্রনেতাদের জন্য উদহরণ হতে পারে।শেখ হাসিনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন, তা অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন তার শিক জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।তিনি বলেন,বঙ্গবন্ধু যখন আগরতলা ষড়যন্ত মামলায় ক্যান্টনমেন্টে বন্দি, তখন শেখ হাসিনা বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। তখন স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি আমাদের অত্যন্ত সহানুভূতি ছিল। তখনকার বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান মুনীর চৌধুরী।শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে দাঁড়িয়েছিলেন। আগরতলা মামলায় তার বাবা জেলে থাকায় অন্য কোনো বিভাগ ভর্তি নিচ্ছিল না। তখন মুনির চৌধুরী সাহেব আমাকে বললেন, শেখ মুজিবরের কন্যা শেখ হাসিনাকে আমাদের এখানে নিয়ে আসো। ও ভর্তি হতে এসেছে, আমরা বাংলা বিভাগ তাকে ভর্তি করব। আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপ কমিটির চেয়ারম্যান এ এফ ফখরুল ইসলাম মুন্সীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আকতারুজ্জামান, আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, শিা ও মানব সম্পদ সম্পাদক সামসুন্নাহার চাঁপা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আনোয়ার হোসেন।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতি করতে ছাত্রলীগের প্রতি ওবায়দুল কাদেরের আহবান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৩।। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতি করার জন্য ছাত্রলীগের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'ছাত্রলীগ যেন খারাপ সংবাদের শিরোনাম না হয় সেজন্য ছাত্রলীগকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতি করতে হবে। রাজনীতিতে সৌজন্যবোধ থাকতে হবে কিন্তু বর্তমানে সেটি নেই। ছাত্রলীগকে সৌজন্যবোধের রাজসীতির ধারা ফিরিয়ে আনতে হবে।'

ওবায়দুল কাদেও সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৩তম জন্মদিন উপলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ৭৩ জন শার্থীকে বিশেষ বৃত্তি ও বই প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপ-কমিটি এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী বাংলা বিভাগের ৭৩ জন মেধাবী শার্থীর প্রত্যেককে ১০ হাজার করে টাকা এবং শেখ হাসিনা রচিত ৫টি করে বই প্রদান করা হয়।আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপ-কমিটির চেয়ারম্যান এএফএম ফখরুল ইসলাম মুন্সীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড় মো. আখতারুজ্জামান, জাতীয় অধ্যাপক ড় রফিকুল ইসলাম, জাতীয় অধ্যাপক ড় আনিসুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ড় ভীষ্মদেব চৌধুরী প্রমুখ বক্তৃতা করেন। উপ-কমিটির সদস্য সচিব ও আওয়ামী লীগের ত্রান ও সমাজকল্যান সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ক্যাসিনোর অর্থ কোন-কোন নেতার কাছে যেত সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোয়েন্দাদের কাছে তথ্য রয়েছে বিএনপির অনেক নেতার কাছেও ক্যাসিনোর টাকা যেত।তিনি বিএনপিকে আতস্বীকৃত দুর্নীতিবাজ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তারা (বিএনপি) দলের গঠনতন্ত্রের ৭ ধারা তুলে দিয়ে দন্ডিত ব্যক্তিদের দলের নেতা নির্বাচিত করেছেন। একসময় হাওয়া ভবন করে তারা দুর্নীতির রাজত্ব করেছিল।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মুখে দুর্নীতির সমালোচনা মানায় না।সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, অপরাধ করে আওয়ামী লীগ নেতারাও ছাড় পাচ্ছে না। বিএনপি যেটা পারেনি আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেটি পেরেছেন। প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতিবাজ-চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন,রাজনীতিকদের বর্তমান চিন্তা পরবর্তী নির্বাচন আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তা হচ্ছে নতুন প্রজন্মের ভাগ্যের উন্নয়ন। কারণ শেখ হাসিনা দেশ ও দেশের মানুষের জন্য রাজনীতি করেন। সেজন্য তাঁকে আমরা রাষ্ট্রনায়ক বলি। শেখ হাসিনা বাঙালির আস্থার ঠিকানা। তিনি একজন দ এবং সাহসী সফল প্রধানমন্ত্রী। একজন সফল কূটনীতিক এবং সৎ প্রধানমন্ত্রীর নাম শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা নিজগুনে মানুষের মন জয় করে নিয়েছেন। তাঁর মৃত্যু নেই।

আ.লীগ-যুবলীগ নেতাদের ঘরই এখন ব্যাংক: রিজভী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৩।। দেশের ব্যাংকগুলোকে দেউলিয়া করে মতাসীন দল ও সহযোগী সংগঠনের নেতাদের ঘরে ঘরে 'ব্যাংক ও টাকশাল' গড়ে তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন রুহুল কবির রিজভী।

সোমবার রাজধানীতে এক সংবাদ সম্মেলনে রাজধানী ও চট্টগ্রামে কাবগুলোতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চলমান শুদ্ধি অভিযান 'আইওয়াশ' কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব।রিজভী বলেন, মতাসীন সন্ত্রাসীদের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও হরিলুটে গোটা দেশটা 'ফাঁপা-ফোকলা' হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ইতিবাচক আলোচনায় থাকতেই হঠাৎ শুরু হওয়া অভিযানটি 'আইওয়াশ' কি না তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।লোক দেখানো অভিযানে অধরাই থেকে যাচ্ছেন মাদক ও দুর্নীতিবাজদের গডফাদাররা। প্রশ্ন হলো- অঙ্গ সংগঠনের চুনোপুঁটি শামীম (জিকে শামীম) যদি ৯ হাজার কোটি টাকার সরকারি কাজ করে, তার অফিসে পাওয়া যায় শত শত কোটি টাকা, তাহলে মূল সংগঠনের নেতাদের অবস্থা কি? বড় বড় রাঘব-বোয়াল, রুই-কাতলা-মৃগেলদের কী দশা? মন্ত্রী ও তার উপরের কী অবস্থা, রাষ্ট্র কী আসলে আছে- এটা জনগণের প্রশ্ন।রাজধানীর কাবগুলোতে জুয়ার আখড়া বন্ধে অভিযানের মধ্যে শুক্রবার সন্ধ্যায় নিকেতনে গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে নগদ প্রায় দুই কোটি টাকা, পৌনে দুইশ কোটি টাকার এফডিআর, আগ্নেয়াস্ত্র ও মদ পেয়েছে র্যা ব। যুবলীগের নেতা পরিচয় দিয়ে ঠিকাদারি চালিয়ে আসা জি কে শামীমকে গ্রেপ্তার করা হয়।তিনি যুবলীগ পরিচয় ব্যবহার করলেও যুবলীগের শীর্ষনেতাদের দাবি, শামীম সংগঠনের কোনো পদে ছিলেন না। শামীম রাজধানীর সবুজবাগ, বাসাবো, মতিঝিলসহ বিভিন্ন এলাকায় প্রভাবশালী ঠিকাদার হিসেবে পরিচিত।

গণপূর্ত ভবনে ঠিকাদারি কাজে তার দাপটের খবর ইতোমধ্যে সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম হয়েছে। র্যা ব

ছয়ের পাতায়

বিটিভিতে পুরানো সিরিয়াল খুঁজছেন ভারতীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৩।। ভারতজুড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরুর ২০ দিনের মাথায় 'আশাব্যঞ্জক সাড়া' পাওয়ার দাবি করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত টিভি চ্যানেল বাংলাদেশ টেলিভিশন।২ সেপ্টেম্বর থেকে দূরদর্শন ডিটিএইচ-ডিডি ফ্রি ডিশের মাধ্যমে ভারতে বিটিভি ওয়ার্ল্ডের সম্প্রচার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ।

সম্প্রচার শুরুর ২০ দিন পর টিভি চ্যানেলটির মহাপরিচালক এস. এম. হারুন-অর-রশীদ জানালেন, ভারতে বিটিভির বেশিরভাগ দর্শক প্রবীণ। তারা পুরনো সিরিয়ালগুলো খুঁজছেন। 'কোথাও কেউ নেই'সহ বেশ কয়েকটি পুরানো সিরিয়াল আগ্রহ নিয়ে দেখছেন দর্শকরা। 'যদি কিছু মনে না করেন'সহ বেশ কয়েকটি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানও দেখছেন তারা।

ভারতের ব্রডকাস্টার প্রতিষ্ঠান প্রসার ভারতীর সঙ্গে বাংলাদেশের টেলিভিশনের মধ্য চলতি বছরের ৭ মে একটি চুক্তি স্বার হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ডিডি ফ্রি ডিশের তিন কোটি গ্রাহকদের জন্য বিটিভির সম্প্রচার কার্যক্রম চলছে।হারুন বলেন,নির্দিষ্ট স্লটে পুরানো সিরিয়ালগুলো আমরা প্রচার করছি। আরেকটি স্লটে পুরনো অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে। বিশেষ করে 'কোথাও কেউ নেই' ও 'যদি কিছু মনে না করেন' ভারতের দর্শকদের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে বিটিভির সম্প্রচার শুরুর আগে নব্বইয়ের দশকে আসাম-ত্রিপুরা সীমান্ত এলাকার দর্শকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল 'আয়োময়', 'সংশপ্তক', 'কোথাও কেউ নেই'।

এবার নতুন উদ্যমে ডিডি ফ্রি ডিশের মাধ্যমে ভারতের তিন কোটি গ্রাহকের ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করেছে বিটিভি। ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দর্শকদের কথা মাথায় রেখে পুরনো সিরিয়ালগুলো নিয়মিত সম্প্রচারের উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা আছে বিটিভির।পুরানো সিরিয়ালের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে নতুন সিরিয়াল সম্প্রচারের পরিকল্পনার কথাও জানালেন বিটিভির মহাপরিচালক।পুরানো সিরিয়াল ছাড়াও ভারতীয় দর্শকরা বিটিভির ফোক গান, নাচ, টিভি নাটকও পছন্দ করছেন বলে জানান তিনি।গল্প নয় সত্যি,উদ্ভাবকের দেশে,জানতে চাই সহ সাম্প্রতিক সময়ে ডেঙ্গু বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানগুলো তারা পছন্দ করছেন।সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বিটিভির দর্শকপ্রিয়তা বাড়বে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করলেন হারুন।

মহাপরিচালক হারুন-অর-রশিদ ভারতে বিটিভির 'আশাব্যঞ্জক সাড়ার' কথা বললেও কলকাতার দুই অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় ও পায়েল মুখার্জি জানালেন, তারা এখনও বিটিভি দেখেননি।একটি চলচ্চিত্রের শুটিং তিন তিনেক আগে ঢাকায় এসেছেন কলকাতার বাসিন্দা শ্রাবন্তী। শুটিংয়ের ফাঁকে বললেন,বিটিভি আমি এখনও দেখিনি। কিন্তু আমার আশেপাশে অনেকেই বিটিভি দেখছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে বলাবলিও করছেন।সাউথ কলকাতার বাসিন্দা পায়েল জানালেন, তিনি ডিডি ফ্রি ডিশের গ্রাহক নন; ফলে এখনও বিটিভি দেখা হয়নি তার।তবে তিনি বিটিভি দেখতে বেশ আগ্রহী বলে জানান বাংলাদেশে 'গণ্ডি' চলচ্চিত্রে অভিনয় করা এ অভিনেত্রী।

দুর্নীতিবাজদের সাথে কোনো আপস হবে না : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৩।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, গডফাদার ও দুর্নীতিবাজদের সাথে কোনো আপস হবে না। নিজের দলের লোক অপরাধ করলেও তাকে ছাড় দেয়া হবে না।

সোমবার সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভা কে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এ সব কথা বলেন।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন,প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন এই অভিযান যেন অব্যাহত থাকে। দুর্নীতি ও অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে। গডফাদার ও দুর্নীতিবাজদের সাথে কোনো আপস হবে না। দুর্বৃত্তদের চক্র ভাঙতে হবে যতদিন প্রয়োজন হবে, ততদিন এই অভিযান চলবে।অবৈধ ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর পর অনেকেই গা ঢাকা দিয়েছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, অপরাধী যেই হোক কেউই ছাড় পাবে না। সরকার আটঘাট বেঁধেই নেমেছে। দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, মাদক, সন্ত্রাসী কার্যক্রম যতদিন চলবে ততদিন অভিযান চলবে।ইতিবাচক রাজনীতি করলে সরকারের এই অভিযানকে বিএনপি সাধুবাদ জানাতো মন্তব্য করে তিনি বলেন, বিএনপির সৎসাহস নেই বলে হাওয়া ভবন, খোয়াব ভবন নামে যে দুর্নীতি হয়েছে, তাদের ধরতে পারেনি। সরকারের জনপ্রিয়তা বাড়ায় তাদের গাত্রদাহ হচ্ছে।জিকে শামীম কাজ পেতে বিপুল অংকের টাকা ঘুষ দিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে, এ বিষয়টি তদন্ত করবেন কি না সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, আপনারা একটু বের করুন কাদের কাদের ঘুষ দিয়েছে। কেউ বসে নেই। সরকারের প থেকে আটঘাট বেঁধেই নেমেছি, এখানে কোনো প্রকার আপস নেই।

তিনি বলেন, আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি, বেটার লেট দেন নেভার। আমরা তো কাজটা করছি, সরকারের এক বছরও এখনও যায়নি। নট দ্যাট আমরা ইলেকশনকে সামনে রেখে এই ব্যবস্থাগুলো নিচ্ছি ভোটের জন্য। আমি বলছি, আমরা মিন করছি, যা করছি।জেলা পর্যায়ে এই অভিযান চলবে কি না জানতে চাইলে ওবায়দুল কাদের বলেন,অলরেডি চলছে।

বান্দরবানে মাইন বিস্ফোরণে রোহিঙ্গা যুবক নিহত

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৩।। বান্দরবানের মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় স্থল মাইন বিস্ফোরণে এক রোহিঙ্গা যুবক নিহত হয়েছেন বলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে।বান্দরবানের ঘুমধুম পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের পরিদর্শক ইমন চৌধুরী বলেন, সোমবার বিকাল সাড়ে ৩টা দিকে নাইংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের থোয়াইঙ্গা ঝিরি এলাকার ৩৫ ও ৩৯ নম্বর সীমান্ত পিলারের মাঝখান থেকে তার লাশ উদ্ধার করেন তারা।

নিহত আব্দুল মজিদ (৩২) কুতুপালং ২ নম্বর রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের ডি-১ ব্লকের আব্দুল মালেকের ছেলে।পরিদর্শক ইমন বলেন,সকালে সীমান্তে স্থানীয়রা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পায়। পরে এলাকাবাসী লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। সীমান্তে মিয়ানমারের কাঁটাতারের বেঁড়ার অন্তত ১০০ গজ পশ্চিমে বাংলাদেশেরে অভ্যন্তর থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।তার বাম পায়ের হাঁটু থেকে নিচের অংশ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এছাড়া বাম কুনুই ও বাম উরুতে গোলার আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে, মিয়ানমার সীমান্তের অভ্যন্তরে মাইন বিস্ফোরণে এ ঘটনা ঘটেছে। নিহতের সঙ্গীরা বিজিবির তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় লাশ ফেলে গেছে বলে ধারণা করছে পুলিশ।

এ বিষয়ে কক্সবাজার বিজিবি ৩৪ ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার (সিও) লেফটেন্যান্ট কর্নেল আলী হায়দার আজাদ বলেন,সীমান্তে বিস্ফোরণে এক রোহিঙ্গা যুবক মারা গেছেন। ধারণা করা হচ্ছে তিনি স্থলমাইন বিস্ফোরণে মারা গেছেন।বিষয়টি মিয়ানমারে সীমান্তরী বাহিনী বিজিপিকে জানানো হয়েছে। কিন্তু সীমান্তে মাইন পুঁতে রাখার কথা তারা অস্বীকার করছে।এর আগে গত ৩ সেপ্টেম্বর ঘুমধুম সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে এক রোহিঙ্গা যুবক নিহত হন।অভিযোগ রয়েছে, বান্দরবানের নাইংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম, তুমব্রু ও আশারতলী সীমান্তে মিয়ারমারের নিরাপত্তারী বাহিনী স্থলমাইন পুঁতে রাখছে।লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বাংলাদেশে স্থানীয় প্রতিনিধি নিয়োগসহ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন মেনে চলতে ফেসবুকের সম্মতি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৩।। ফেসবুক বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ বাংলাদেশের প্রচলিত আইন মেনে চলার সম্মতি দিয়েছে।সামাজিক যোগাযোগের এ মাধ্যমটি একইসাথে দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানেও সহযোগিতা করার সম্মতি প্রদান করেছে।

সোমবার ঢাকায় বিটিআরসি মিলনায়তনে ফেসবুকের উচ্চ পর্যায়ের ৮ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে এক সমন্বয় সভায় ফেসবুকের প থেকে এ সম্মতি দেয়া হয়।ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এ সভায় সভাপতিত্ব করেন।এছাড়াও বাংলাদেশে ফেসবুকের স্থানীয় প্রতিনিধি নিয়োগ, রিসেলার নিয়োগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে কর প্রদানে প্রতিনিধি নিয়োগ এবং বাংলা ভাষার সঠিক অনুবাদ ও প্রয়োগের সবধরনের সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে ফেসবুক। বাংলাভাষা প্রয়োগে মন্ত্রীসহ বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতা কামনা করেছে।মন্ত্রী এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ও কারিগরিসহ প্রয়োজনীয় সবধরনের সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন।এর আগে ২০১৮ সালে এবং চলতি সালের ফেব্রুয়ারিতে স্পেনের বার্সেলোনায় ওয়ার্ল মোবাইল কংগ্রেসের সাইড লাইনে ফেসবুকের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকায় উচ্চপর্যায়ের আজকের ফলপ্রসূ এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হলো।

সভায় মোস্তাফা জব্বার বাংলাদেশে পর্নোগ্রাফি, সন্ত্রাস, গুজব রটানো,পরীার প্রশ্নপত্র ফাঁস,অপপ্রচার ও সামাজিক নিরাপত্তাসহ, বিদ্যমান বিভিন্নে বিষয়ে ফেসবুককে বাংলাদেশের নিয়ম-নীতি মেনে নিরাপদ ফেসবুক ব্যবহারের ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানান।বৈঠকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

শ্বাস নেবেন যেভাবে

মাইন্ডফুল ব্রিথিং বা মনোযোগী শ্বাসক্রিয়া বা সচেতন শ্বাসক্রিয়া কিংবা ব্রেথওয়ার্কের (মনের ভারত হালকা,ধ্যান অথবা শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সচেতন বা নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়া) অনেক উপকারিতা রয়েছে ব্রেথওয়ার্ক শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এর প্রভাবে জীবন পরিবর্তন হতে পারে । পশ্চিমা বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র বেঁচে থাকার জন্য অবিচ্ছেদ্য শারীরিক ক্রিয়া হিসেবে ব্রিথিং বা শ্বাসক্রিয়ার ওপর ফোকাস করছে। অন্যদিকে পূর্বীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান একে শরীর ও আত্মার পুষ্টি হিসেবে অভিহিত করছে। চিনারা বিশ্বাস করে যে মাইণ্ডফুল ব্রিথিং বা মনোযোগী শ্বাসক্রিয়া বা সচেতন শ্বাসক্রিয়া কিংবা ব্রেথওয়ার্কের (মনের ভার হালকা, ধ্যান অথবা শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সচেতন বা নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়া) অনেক উপকারিতা রয়েছে, যেমন--- মনোযোগের উন্নয়ন, দক্ষতার উন্নয়ন, ইতিবাচকতা বৃদ্ধি, শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি।

ব্রেথওয়ার্ক শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এর প্রভাবে জীবন পরিবর্তন হতে পারে। ট্রাডিশনাল চাইনিজ মেডিসিন প্র্যাকটিশনার আলেক্স ট্যান ব্রেথওয়ার্কের জন্য নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

মাংসপেশি শিথিল করুণ ঃ মেরুদণ্ড সোজা রেখে দাঁড়ান বা বসুন, গলাকে দীর্ঘায়িত করুন এবং মাথা তালুকে আকাশ বরাবর রাখুন। মার্স বা মাংসপেশিকে পুরোপুরি শিথিল করুন, প্রয়োজনে প্রতিটি মাসল গ্রহণের ওপর মনোনিবেশ করুন, কারণ মাংসপেশি কঠিন টান হারাচ্ছে এবং শিথিল হচ্ছে।

শ্বাস পর্যবেক্ষণ করুন ঃ আপনার শ্বাস সম্পর্কে সচেতন হোন এবং যেকোনো প্যাটার্ন বা শ্বাসের ধরন লক্ষ্য করুন। আপনার শ্বাসগ্রহণ কি ধীরে বা দ্রুত হয়? শ্বাসগ্রহণ কি সহজে করতে পারেন? অথবা শ্বাসগ্রহণ কি দূরহ লাগছে? শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগের নিম্নতর চক্র সম্পর্কে ধারণা রাখুন।

শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগে মনোযোগ দিন ঃ প্রতিটি শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগে মনোযোগী হোন। শ্বাসগ্রহণের সময় ফুসফুসকে পুরোপুরি বায়ুপূর্ণ করুন। ফুসফুসকে সম্পূর্ণরূপে বায়ুভর্তি করতে পেটকে প্রসারিত করুন। শ্বাসত্যাগের সময় যতটা সম্ভব ধীরে সব বায়ু বের করে দেয়ার চেষ্টা করুন। প্রধানত শ্বাসত্যাগ নিয়ন্ত্রণে মনোনিবেশ করুন, যা সার্বিকভাবে আপনাকে ধীর ও অধিক নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়ার দিকে ধাবিত করবে।

নাকের মাধ্যমে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদক করুন ঃ শুধু নাকের মাধ্যমে শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ করুন। মুখের রুফ বা হার্ড প্যালেটে জিহ্বা ঠেসিয়ে আপনার মুখ বন্ধ রাখা উচিত। কিন্তু আপনার দাঁত শিথিল ও মুক্ত থাকা উচিত।

মনকে শ্বাসের ওপর স্থির রাখুন ঃ ব্রেথওয়ার্কের লক্ষ্য হল প্রতিটি শ্বাস ও শ্বাসচক্রের ওপর মনোযোগ দেওয়া। আপনি যদি আপনার টু-ডু লিস্ট বা করণীয় কার্য নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন অথবা যদি মনকে এখানে সেখানে বিচরণ করতে দেন, তাহলে শ্বাসের ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। শ্বাসগ্রহণে ফুসফুসে অক্সিজেনের আগমন ও ধীরে শ্বাসত্যাগ তা নির্গমনের সময় মনোযোগী হোক। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ প্রক্রিয়ার ওপর মনোনিবেশ করুন অথবা পেটের ওপর আপনার মনোযোগ স্থির করুন। কারণ একটি প্রতিটা শ্বাসের সঙ্গে সম্প্রসারিত ও সংকুচিত হয়।

টাইমিং বিবেচনা করুন ঃ যে কোনো সময় ব্রেথওয়ার্ক চর্চা করা যায়। কিন্তু দিনকে অধিক ফলপ্রসু করার জন্য শরীর ও মনকে প্রস্তুত করতে খুব সকালে ব্রেথওয়ার্ক করতে আলেক্স ট্যান পরামর্শ দেন। ব্রেথওয়ার্ক শুরু করতে খাবার খাওয়ার পর কমপক্ষে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করুন এবং একটি সেশন শেষ করার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে কোনো ঠাণ্ডা তরল পান করবেন না। দিনের কোনো সময় মাইণ্ডফুল ব্রিথিং বা সচেতন শ্বাসক্রিয়া শুরু করবেন তা কোনো ব্যাপার নয়। তবে আলেক্স ট্যানপ্রতিদিন একই সময়ে তা চর্চা করতে পরামর্শ দেন কারণ সার্বিক সুস্থতার জন্য নিয়মানুবর্তিতা বা ধারাবাহিক গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি একবার মনোযোগের সঙ্গে ব্রেথওয়ার্ক বা মাইন্ডফুল ব্রিথিং সম্পাদন করতে পারেন, তাহলে এটি আপনার জীবনের অন্যান্য অংশকে সহজতর করে তুলবে। শিগগির আপনি সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা ছাড়া ধ্যান করতে সক্ষম হবেন।

শুরুতেই দরকার সচেতনতা মানসিক প্রস্তুতি

যারা পরিবারে নতুন অতিথি আনার কথা ভাবছেন, বিষন্নতার অন্য মানসিক রোগ এড়াতে তাদের শুরুতেই সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। গবেষণায় দেখা গেছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে ও পরে বিষন্নতা, উদ্বিগ্নতাসহ অন্যান্য মানসিক রোগ হওয়ার ঝুঁকি পুরুষের ক্ষেত্রে কম নয়। বরং কখনও কখনও একই।

মানসিক স্বাস্থ্য গবেষক ডা: লায়না লিচ ও ৪৩ টি আলাদা আলাদা গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, সন্তান জন্মানোর আগেও পরে ১০ জন পুরুষের মধ্যে একজন পুরুষ উদ্বিগ্নতা এবং বিষন্নতাসহ অন্য মানসিক সমস্যায় ভোগেন। যা নারীর তুলনায় অর্ধেক।

দ্যা অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর এজিং, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিংয়ের এই গবেষক আরও বলেন, সাধারণত পুরুষরা এ ধরনের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারেন। কারণ সন্তান জন্ম বিষয়টর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকেন মা।ে আর গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে বিষয়টি জটিল হয়ে যেতে পারে।গবেষণায় আরও দেখা গেছে, নতুনসন্তান আসার সময় ২০ শতাংশ দম্পতি উদ্বিগ্নতা ও বিষন্নতায় ভোগেন। অন্য গবেষণার ফলাফল পার্থক্য দেখা গেলেও গুরুতব না দেওয়ার কারণে সমস্যাগুলো জটিল আকার নেয় তা তুলনায় অর্ধেক। দ্যা অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর এজিং, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিংয়ের এই গবেষক আরও বলেন, সাধারণত পুরুষরা। এ ধরনের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারেন না। কারণ সন্তান জন্ম বিষয়টির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকেন মা। আর গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে বিষয়টি জটিল হয়ে যেতে পারে। অনেক দম্পতির ক্ষেত্রেই পরিবারে নতুন অতিথি আসার বিষয়টির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম অবস্থায় 'নার্ভাস' হওয়াটা স্বাভাবিক হলেও, উদ্বিগ্নতা ও বিষন্নতা দীর্ঘস্থায়ী হলে তা দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলে, যোগ করেন লিচ।

এক্ষেত্রে লক্ষণগুলো হলো সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে অতিরিক্ত ভয়, সামান্য বিষয়ে বিরক্ত হয়ে যাওয়া বা সার্বিক বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা হওয়া। শারীরিক লক্ষণগুলো হলো হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, ঘেমে যাওয়া, ঘুম কমে যাওয়া ও ক্ষুধা কমে যাওয়া।

লিচ'র মতে, মানসিক সমস্যা এড়াতে দম্পতিদের প্রথমে চিকিৎসক এবং প্রবীণদের সঙ্গে আলোচনা করে। সচেতন হওয়া দরকার। মা গর্ভবতী বিষয়টি বুঝতে পারার পর থেকেই সব প্রস্তুতি নেওয়া দরকার।পারস্পরিক সহযোগিতা ও আর্থিক প্রস্তুতি মানসিক সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দিতে পারে।তিনি আরও বলেন, পরিবারে নতুন অতিথি আসার আগে ও পরে কেবল বাবা মাকে প্রস্তুত থাকলে চলবে না, যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে এ প্রস্তুতি সবার।

সলমনের বদলে রণবীর ?

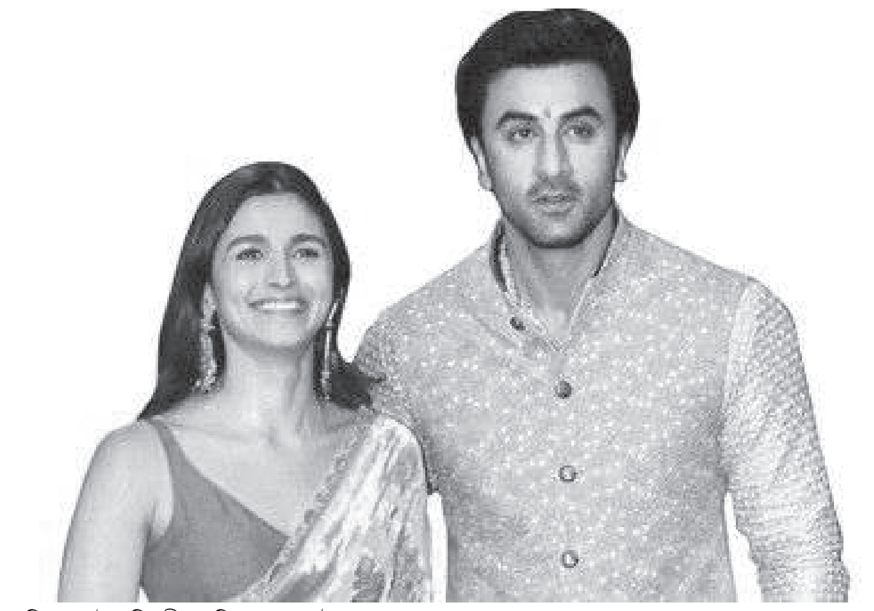

আলিয়া ভট্টের বিপরীতে কি শেষ পর্যন্ত তাঁর বয়ফ্রেন্ডই থাকবেন? ''ইনশাল্লাহ''র ভবিষ্যত যে দিকে এগোচ্ছে, তাতে সে রকমই মনে হচ্ছে। সঞ্জয় লীলা ভন্সালীর ছবিতে সলমন খানের বদলে মুখ্য চরিত্রে আসতে পারেন রণবীর কপূর। একই সঙ্গে, ''ইনশাল্লাহ''-য় সলমনের ফেরার আশাও প্রায় শেষ।এখন না হলেও সলমন যে ভন্সালীর সঙ্গে ছবিটা শেষ পর্যন্ত করবেন, এমন আশা দিয়ে রেখেছিলেন নায়ক স্বয়ং। এ-ও জানিয়েছিলেন, ভন্সালী আর যা-ই করুন, ''ইনশাল্লাহ''র সঙ্গে ''গদ্দারি'' করবেন না। কারণ সলমন জানতেন, ছবিটা ভন্সালীর কতটা কাছের। গল্পের ট্র্যাজিক শেষটা পাল্টাবেন না বলেই তো ভন্সালীর সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়েছিল তাঁর। কারণ সলমন চাননি, গল্পের শেষটা দুঃখের হোক। তাঁর ভক্তদের হতাশ করতে চাননি সলমন। কিন্তু ভন্সালী দাবি মেনে নেননি সলমনের। নিজের স্ক্রিপ্ট নিয়ে বরাবরই খুঁতখুঁতে ও জেদি পরিচালক। চিত্রনাট্য নিয়ে আপস না করায় সঞ্জয়-সলমনের পথ আলাদা হয়ে যায়।ইদে ''ইনশাল্লাহ'' না এলেও অন্য একটি ছবিতে যে তিনি আসবেন, সে রকম ইঙ্গিত ফ্যানেদের দিয়েছিলেন সলমন, ''কিক টু''র সংলাপ টুইট করে। এ দিকে প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ''কিক টু''-এর কাজ এখনও প্রাথমিক স্তরে। কিছুতেই তা আগামী ইদে মুক্তি পেতে পারে না। কাজেই সলমন যা-ই বলে থাকুন সোশ্যাল মিডিয়ায়, এই মুহূর্তে তাঁর ইদ রিলিজের সম্ভাবনা তেমন দেখা যাচ্ছে না।সলমন প্রজেক্ট ছেড়ে এক রকম বেরিয়ে যাওয়ার পর ভন্সালী ও তাঁর টিম আক্ষরিক অর্থেই অথৈ জলে এখন। যদিও ঘোষণা করা হয়েছে যে, ছবির কাজ আপাত ভাবে স্থগিত। সিলমন প্রজেক্ট ছেড়ে এক রকম বেরিয়ে যাওয়ার পর ভন্সালী ও তাঁর টিম আক্ষরিক অর্থেই অথৈ জলে এখন। যদিও ঘোষণা করা হয়েছে যে, ছবির কাজ আপাত ভাবে স্থগিত। কিন্তু ভিতরের খবর, পরিচালক নাকি ইতিমধ্যেই ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন নতুন নায়কের কথা। এবং উঠে আসছে রণবীর কপূরের নাম। শোনা যাচ্ছে, প্রথমে ''ইনশাল্লাহ''য় আলিয়ার লাভ ইন্টারেস্ট হিসেবে ক্যামিও চরিত্রে রণবীরকে ভেবেছিলেন ভন্সালী। এখন সলমন না থাকায়, রণবীরকেই নায়ক হিসেবে ভাবছেন পরিচালক। তবে যত দিন না অয়ন মুখোপাধ্যায়ের ''ব্রহ্মাস্ত্র'' মুক্তি পাচ্ছে, তত দিন আলিয়া-রণবীর একসঙ্গে ছবি করতে পারবেন না, কর্ণ জোহরের সঙ্গে এমনই চুক্তি হয়ে রয়েছে অভিনেতাদের।ধর্মা প্রোডাকশনসের ''নো অবজেকশন সার্টিফিকেট''-এ সই করেছেন রণবীর-আলিয়া। অর্থাত, এখন রণবীরকে ভন্সালী কাস্ট করতে পারবেন কি না, এমনকি চিত্রনাট্য শোনাতে পারবেন কি না, সবটাই নির্ভর করছে কর্ণ জোহরের অনুমতির উপরে। ভন্সালীর সঙ্গে এক সময় সম্পর্ক তিক্ত হলেও, এখন আবার বন্ধু দুই পরিচালক-প্রযোজক। ''ইনশাল্লাহ''য় কি তা হলে আলিয়া তাঁর বয়ফ্রেন্ডকেই নায়ক হিসেবে পেতে চলেছেন? জবাব দেবে সময়।

চার দিনের শেষে কত আয় করল প্রভাসের সাহু?

ফিল্ম ডেস্কঃ প্রথম দিনেই একধিক রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারে সাহু। তেমনই আভাস ছিল। একাধিক ট্রেড আনালিসিস্টের মতে অ্যাভেঞ্জারস এবং থাগস অফ হিন্দুস্তানের রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারত সাহু। তবে তা না হলেও এই মরশুমে ওপেনিং এ বেশ ভালো টাকার ব্যবসা দিয়েছিল সাহু। এবং প্রথম দিনের ব্যবসার পর কিছুটা ধাক্কা খেতে পারে এই ছবি বলা হয়েছিল। তবে তা ভুল প্রমান করে তিন দিনের শেষে প্রায় ৮০ কোটির ব্যবসা দিল এই ছবি। প্রথম দিনেই ২৪ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল প্রভাস এবং শ্রদ্ধা কাপুরের এই ছবি। চার দিনে মোট এই ছবির আয় ৯৪ কোটি টাকা। অর্থাত এইভাবে চললে ৫ দিনেই ঢুকে যাবে ১০০ কোটির ক্লাবে।অ্যাভেঞ্জারস প্রথম দিনে ব্যবসা করেছিল ৫৩ কোটি টাকার আর আমির খানের থাগস অফ হিন্দুস্তান একদিনে করেছিল ৫২.২৫ কোটি টাকার।সাহু প্রথম দিনেই তেলেগু ইন্ডাস্ট্রিতে ৩৫ কোটি টাকার উপর ব্যবসা দিতে পারে বলে ভেবেছিলেন অনেক বিশেষজ্ঞরা। শুধু তেলেগু নয় তামিলে ১৫ কোটি এবং মালায়ামে ৫ কোটি টাকার ব্যবসা দিতে পারে। ভারতবর্ষের সব ভাষা মিলিয়ে মোট ৬০-৭০ কোটি টাকার ব্যবসা করতে পারে এই ছবি এমনি ভাবা হয়েছিল। তবে তা হয়নি, শুরুতেই নিজেদের প্রত্যাশিত মতো ব্যবসা করতে পারেনি ছবি।হিন্দি ছাড়াও তামিল ও তেলেগু ভাষায় রিলিজ করেছে এই ছবি। ফলে ছবির মার্কেটিং যে বড় হবে তা বলাই বাহুল্য। এখনই কি হবে তা বলা সম্ভব নয়, তবে বলিউডের একাধিক রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারে এই ছবি।

স্বাস্থ্য সমস্যার বড় কারণ স্থূলতার

স্থূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঃ স্থূলতা নির্মূলকরণের সর্বোত্তম উপায় হল এর কারণগুলো নির্মূল করা। ডা: লাষ্টিগ বলেন, অতিরিক্ত ওজনের পেছনে দায়ী হল অতিমাত্রার পুষ্টি গ্রহণ ও শারীরিক শ্রম বিমুখতা— এই দুটি অবস্থায় অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণ করে।

আর এই অতিরিক্ত পুষ্টির বেশিরভাগই আসে সুবিধাজনক প্রক্রিয়াজাত খাদ্য কোমল পানীয় আর বিশাল ফাস্টফুড ভাণ্ডার থেকে। অধিক পুষ্টি গ্রহণের সাথে সাথে এমন একটি জীবন ধারার শিশুরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যেখানে বসে থাকার ব্যবস্থা প্রাধান্য পায়। শিশুরা হাঁটা বা সাইকেলে চড়ার তুলনায় যান্ত্রিক যানবাহনের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়। স্বল্প বাজেটের জন্য অনেক স্কুলে শারীরিক শিক্ষা এবং পরবর্তীতে খেলাধূলা বাদ দিয়ে দেয়।

অতিরিক্ত খোলামেলা স্থান ও নিরাপত্তার অভাবে আউটডোর গেমকে নিরুৎসাহিত করা হয়। আর বেশিরভাগ শিশুর প্রিয় কাজ হল টেলিভিশন কম্পিউটার বা ভিডিও গেমে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। এজন্য তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিভিশন বা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকে বা মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

ডা: রবার্ট লাষ্টিগ বলেন, স্থূলতা এই সভ্যতার এমন একটি রোগ যা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও নগর পরিকল্পনাকে চিকিৎসাগত পরিবর্তনের দিকে নিয়ে গেছে। এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব দূর করতে আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও জীবন যাপনের চালচিত্র পরিবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে কম খাও বেশি পরিশ্রম কর বলে পরামর্শ দেয়াই যথেষ্ট নয়। এটাকে মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করে সবাইকে এগিয়ে আসত হবে। স্থূলতা থেকে মুক্তির পথ হিসাবে ডা: রবার্ট লাষ্টিগ বলেন, আমাদের পরিশুদ্ধ শর্করা ও চিনি গ্রহণ কমাতে হবে আর আঁশ গ্রহণ অনেকগুণে বাড়াতে হবে। যে কোনও মূল্যে শিশুদের ইনসুলিন নিঃসরণের মাত্রা কমাতে হবে। আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। আঁশ শরীরের রক্তপ্রবাহ, চিনির শোষণ ক্ষমতা কমায় আর অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণে বাধা দেয়। স্থূলতা থেকে মুক্তির পথ হিসাবে ডা: রবার্ট লাষ্টিগ বলেন, আমাদের পরিশুদ্ধ শর্করা ও চিনি গ্রহণ কমাতে হবে আর আঁশ গ্রহণ অনেকগুণে বাড়াতে হবে। যে কোনও মূল্যে শিশুদের ইনসুলিন নিঃসরণের মাত্রা কমাতে হবে। আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। আঁশ শরীরের রক্তপ্রবাহ, চিনির শোষণ ক্ষমতা কমায় আর অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণে বাধা দেয়। পরীক্ষাতে দেখা গেছে যে, যেসব শিশু কম খাদ্য গ্রহণ করে তারা পরবর্তীকালে খাবার সময়ও কম ক্ষুধার্ত থাকে। পরিশুদ্ধ শর্করা ও চিনির বদলে আঁশযুক্ত ফল, চাল, দানাসহ রুটি, সীম জাতীয় সবজি ও অন্যান্য আঁশযুক্ত সবজি ও ফলমূল উৎকৃষ্ট। ফলের রসের মধ্যে প্রচুর চিনি থাকে, একটা কমলায় যেখানে মাত্র ৭০ ক্যালরি শক্তি আর প্রচুর আঁশ থাকে ১২ আউন্সের একটা অরেঞ্জ জুসের বোতলে প্রায় ১৬৫ ক্যালরি শক্তি থাকে, আঁশ মোটেই থাকে না। কাজেই কমলা খেয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে প্রয়োজনীয় ক্যালরি পাওয়া সম্ভব। সোডা জাতীয় পানীয় শিশুদের জন্য ক্ষতিকর।ডা: লাষ্টিগ প্রথম দফা খাবার শেষ করার পর শিশুদের দ্বিতীয়বার খাবার দেয়ার ব্যাপারে সাবধান হতে বলেছেন। কারণ অনেক শিশু আছে যারা পেট ভর্তি খাবার নিমিষে খেয়ে আবার প্লেট বাড়িয়ে দেয়। এরকম অতিরিক্ত খাবার দেবার ব্যাপারে তিনি বাবা-মা-দের সতর্ক করে দেন। তিনি পরামর্শ দেন দ্বিতীয় বারের জন্য যদি শিশুকে খাবার দিতেই হয় তবে যেন তা ২০ মিনিট পরে দেয়া হয়,কারণ অন্ত্রের স্যাটাইটি হরমোন বা পরিতৃপ্তি হরমোন নামক এক ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয় যা মস্তিষ্ককে বলে যে পাকস্থলী পূর্ণ আছে। এই খাবার প্রায় ২২ ফিট অন্ত্রের মধ্য দিয়ে পার হলে এ ধরনের হরমোন সংকেত মস্তিষ্ক পায় এবং তাতে প্রায় ২০ মিনিট সময় লাগে। এরপরও যদি কোন শিশু ২০ মিনিট পর খেতে চায় তাকে তখন খাবার দেয়া যায় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা অন্য কোন খেলা বা কাজে মনযোগী হয়ে খাওয়ার কথা ভুলে যায়। স্থূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আরেকটি হাতিয়ার হল ব্যায়াম। এটা শরীরে ইনসুলিনের মাত্রাকমিয়ে আনতে সহায়তা করে। কেবলমাত্র নিয়মিত ব্যায়ামই উপকারি। আর শিশুদের শুধু উৎসাহিত করা নয় বরং শিশুদের সাথে মা-বাবারও অংশগ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। আর ব্যায়াম হচ্ছে কর্টিসল নিঃসরণ কমানোর একমাত্র উৎকৃষ্ট উপায় যা ইনসুলিন নিঃসরণ বাড়িয়ে স্থূলতা ত্বরান্বিত করে। স্থূলতা কমাতে জীবনযাত্রারধরণপরিবর্তনইস্থূলতারবিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র। এটা সবচেয়ে সত্য, সহজ আর নিরাপদ পদ্ধতি।

এবার ঈদে সালমানের কোন ছবি মুক্তি পাচ্ছে না!

বিনোদন ডেস্ক: এবার ঈদে সালমানের কোন ছবি মুক্তি পাচ্ছে না। সালমানও কথা দিয়েছিলেন ঈদে ভক্তদের নিরাশ করবেন না তিনি। অবশেষে ভক্তদের মন ভেঙে দিলেন সালমান।''কিক'' ছবির সিক্যুয়াল ''কিক টু'' মুক্তি পাবে আগামী ঈদে।কিন্তু সম্প্রতি একটি সাক্ষাতকারে ছবিটির পরিচালক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা জানান যে, আমরা এখনো ছবিটির চিত্রনাট্য লিখছি। তাই আসন্ন ঈদে এর মুক্তি সম্ভব না!তিনি বলেন,সালমান জিজ্ঞাসা করেছিল ছবিটির জন্য আমি কতটা তৈরী কিন্তু তাকে আমি জানাই আরো ৪-৬ মাস সময় লাগবে।বর্তমানে ''দাবাং থ্রি'' এর শুটিংয়ে ব্যস্ত সালমান। ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী ডিসেম্বরে।

স্তনের আকারের সঙ্গে ক্যান্সারের সম্পর্ক! দাবি গবেষকদের

নারী জীবনে স্তন নিয়ে নানা খুঁতখুতানি। মানসিক চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা বলে, স্তনের আকৃতি একপ্রকার মানসিক জটিলতার জন্ম দেয়। তাই অসুখ থেকে অবসাদ, বহু ক্ষেত্রে বক্ষ একটা বিসয় হয়ে দাঁড়ায়। শুদু তাই নয়, এর সঙ্গে ক্যান্সারের ও সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন সমীক্ষকরা।

সম্প্রতি অ্যাংলিয়া রাসকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বীরেন স্বামী ও ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের গবেষক অ্যাড্রিয়ান ফার্নহ্যাম একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, যেসব মহিলাদের স্তন 'আকারে ছোট' তাদের মধ্যে নিজেদের স্তন পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে অনীহা প্রবল। ফলে স্তনে কোনও পরিবর্তন দেখা দিলেও, তাঁরা চিকিৎসকের কাছে যেতেও আগ্রহ দেখান না। প্রায় ৪০০ ব্রিটিশ মহিলার উপর সমীক্ষা করা হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশ মহিলাই তাঁদের স্তনের আকার নিয়ে অসন্তুষ্ট। মহিলাদের ৩১ শতাংশ 'ছোট স্তনে'র পক্ষে। ৪৪ শতাংশ মহিলা আবার চান বড় স্তন।' অন্যদিকে, ৩৩ শতাংশ মহিলার দাবি, তাঁরা নিয়মিত স্তন পরীক্ষা' করান না। এদের অধিকাংশই আকারে ছোট স্তনে'র অধিকারী।

গবেষকদের বক্তব্য, কোনও মহিলার নিজের স্তন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে, সেখানে কোনও পরিবর্তন ঘটলে তিনি সহজেই তা বুঝতে পারেন। গবেষক বীরেন স্বামীর দাবি, মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে দেখা গিয়েছে,স্তনের আকার নিয়ে কারও কোনও অসন্তুষ্টি থাকলে তিনি নিজের স্তন পরীক্ষা করান খুবই কম। এমনকী কোনও পরিবর্তন ঘটলে চিকিৎসকদের কাছে তাঁরা অনেক দেরিতে গিয়ে পৌঁছন। ফলে ক্যান্সারের মতো রোগের ক্ষেত্রে তা ধরা পড়তে অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়। আর তাই বহুক্ষেত্রেই প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে বেস্ট ক্যান্সার।

হীনমন্যতা স্থায়ী নয়, যেকোনো সময় নিজেকে বদলানো যায়

মনোকথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছি আপনার পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান। মনোকথার এক পাঠক জানিয়েচেন তার সমস্যার কথা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সমাধান জানানো হলো।

আপনার সমস্যা

আমার সমস্যার হলো নিজের প্রতি বিশ্বাস কম। পরিবারের মানুষ ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে ভয় লাগে। নিজেকে ছোট মনে হয়। কথা বললেই মনে হয় আমি ভুল বলছি। আমার বয়স ২২। অবিবাহিত। আমি এইচএসসি পড়েছি হোস্টেলে থেকে। ওখানে সবাই আমাকে বোকা বলতো। এখনো বলে। আমি সব কিছুতেই অপরের উপর নির্ভর করি। মানসিক ডাক্তার দেখানো সম্ভব নয়। খুব রাগ ওঠে, কি ওষুধ খাবো। অমি কি করব।

আমাদের সমাধান

চিঠি লেখার জন্য ধন্যবাদ। আপনি হীনমন্যতায় ভুগছেন। শুধু আপনি না, বহু মানুষ আজ হীনমন্যতায় আক্রান। এর প্রথম লক্ষণ হলো আত্মবিশ্বাসের অভাব। নিজের প্রতি যেহেতু আস্থা নেই, তাই সহজেই অন্যদের ভয় পাওয়া। আর সেটা অপরিচিত হলে তা কথাই নেই। মিশতে গেলেই সব গোলমাল হয়েযায়। আবার সে কারণেই পরনির্ভর বোধ তৈরি হয়। নিজেকে লবঙ্গ লতিকা মনে হয়।

এর ফলে তৈরি হয় সীমাহীন ক্ষোভ, নিজের ও অন্যদের প্রতি। এই পুরোটাই একটা দূষিত চক্র। আপনি নিজেকে বলুন, আমি একটা নেতিবাচক চক্রবুহ্যে ফেঁসে গেছি। তাই এমনটা হচ্ছে। এরপর প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সারাদিনে যত কাজ করেছেন তার মধ্যে দুইটো ভালো কাজের জন্য আপনি নিজেকে ধন্যবাদ দিন।

আয়নায় নিজের চোখে চোখ রেখে বলুন' নানা কারণে আমি নেতিবাচক চক্রে আটকে পড়েছিলাম। আমি সেটা জানি। আমি আত্মবিশ্বাসী এখন থেকে আমি নিজেকে বদলাবো।' তার এটা তালিকা তৈরি করুন।

এবার অপশনগুলি খুঁজে দেখুন কীভাবে এই পরিবর্তন আনা সম্ভব।

এর জন্য কোন কোন নেতিবাচক অনুভূতী দায়ী, সেগুলো চিহ্নিত করুন।

এই অনুভূতির বদলে কি কি ইতিবাচক অনুভূতি চান তা নির্ধারণ করুন।

সেই ইতিবাচক অনুভূতি কীভাবে পাবেন, সেই অপশনগুলো খেয়াল করুন।

মানুষ যেকোনো সময় থেকে পরিবর্তিত হতে পারে, তাই নিজেকে বাহাবা দিন, আপনিও পরিবর্তন চান।

আজ থেকেই শুরু করুন, কেমন থাকছেন জানাবেন। আমরা পাশে আছি।

প্রাক্ পূজা প্রস্তুতি...

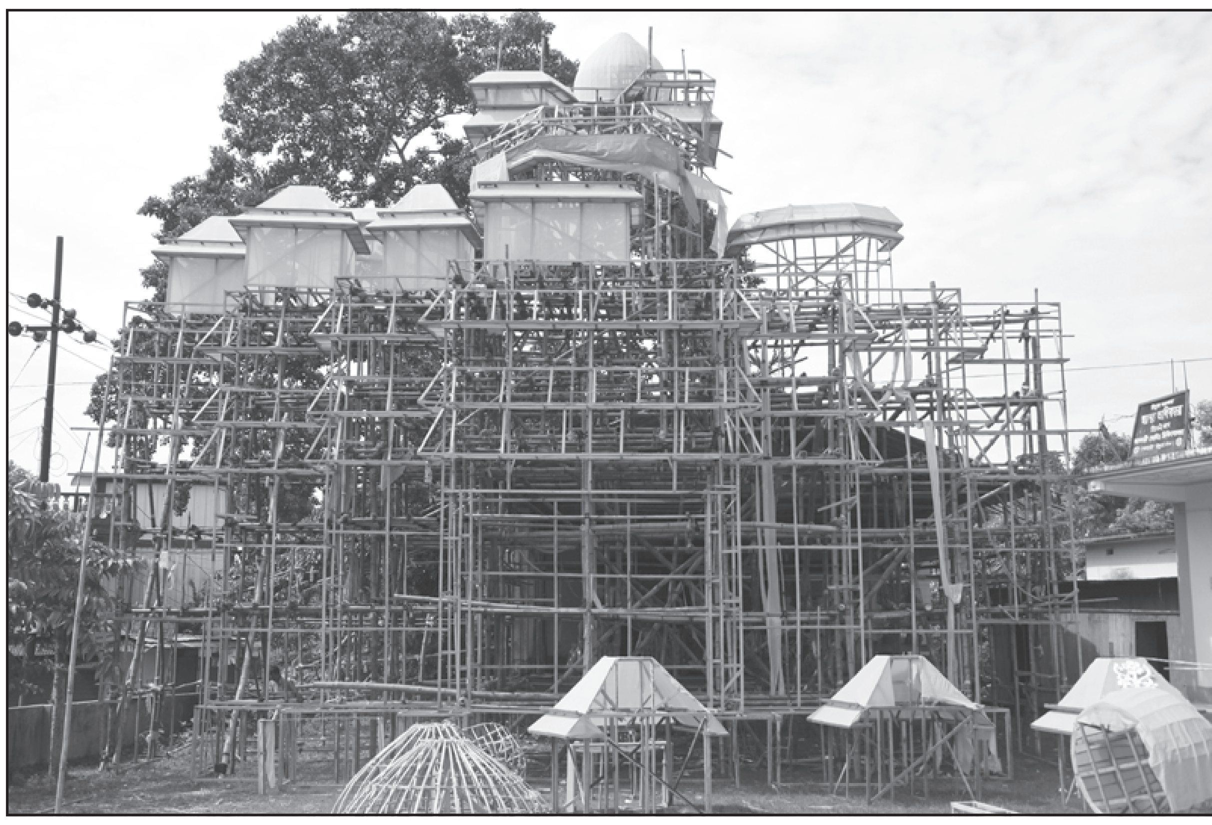

কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি ইতিহাসে অতিস্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে : জগদীপ ধনকর

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কাশ্মীরের জন্য সংবিধানের ৩৭০ ধারা যারা বিলুপ্ত করেছেন, ইতিহাসে তাঁদের অতি উচ্চস্থান পাওয়া উচিত। সোমবার রাজভবনে এই মন্তব্য করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপর দুটি বই-সহ পাঁচটি বইয়ের উদ্বোধন করতে গিয়ে রাজ্যপাল এই মন্তব্য করেছেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত জাতীয়তাবাদী শিক্ষাবিদ পঙ্কজ রায় বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, সমাবর্তনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভাষণ দিতে ডাকেন। রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন, আজও তার একটা অন্য গুরুত্ব রয়েছে। বাংলার দুই মনীষীর সেই মেলবন্ধনের স্মৃতি আজও বাঙালির মনে ভাস্বর হয়ে রয়েছে। শিক্ষাবিদ এসি চট্টোপাধ্যায় বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টির পরিসর তৈরি করেছিলেন। অধ্যাপক অম্বুজ মোহান্তী বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এক দেশ, এক সংবিধান স্লোগান ভারত চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখবে। পাকিস্তান কোনও সমস্যা নয়, মূল সমস্যা হল জিহাদি। সারা বিশ্বেই এটা একটা মাথাব্যথার কারণ।

'শরশয্যায় ভারতকেশরী' এবং 'জার্নি টু রিকুয়েম' নামে বই দুটির লেখক প্রবীণ চিকিৎসক যতীন্দ্র চন্দ্র পাল। ভাষণে তিনি দেশের জাগরণে নারীশক্তিকে আরও গুরুত্ব এবং মর্যাদা দেওয়ার আবেদন করেন। তাঁর লেখা শ্যামাপ্রসাদের ওপর লেখা দুটি বই ছাড়াও 'রবীন্দ্রনাথের বিদেশিনী' এবং স্বামী বিবেকানন্দর ওপর বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা একটি করে বইয়ের মোড়ক এদিন উন্মোচন করেন রাজ্যপাল। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসাবে মঞ্চে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্ট ও বোম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি তথায়বর্ষীয়ান আইনবিদ চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, লিথুয়ানিয়ার কনসাল জেনারেল অরবিন্দ সুখানি প্রমুখ।

১ বছরে ৪টি সন্ত্রাসবাদী মামলার সমাধান : কিশত্বরে গ্রেফতার ৩ হিজবুল জঙ্গি

জম্মু, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিগত এক বছরে জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বরে ৪টি সন্ত্রাসমূলক ঘটনা ঘটেছে। সিআরপিএফ, সেনাবাহিনী ও এনআইএ টিমের সহায়তায় যার সমাধান সম্ভব হয়েছে বলে সোমবার জানালেন জম্মু জোনের পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজিপি) মুকেশ সিং। এই একাধিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মামলায় এখনও পর্যন্ত কিশত্বরে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এই তিনজনই হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জম্মু জোনের আইজিপি মুকেশ সিং জানান, 'গত এক বছরে কিশত্বরে ৪টি সন্ত্রাসমূলক ঘটনা ঘটেছে।

কিশত্বরে পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে আমরা বিগত ১ বছরের এই ৪টি মামলার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি।' তিনি আরও জানান, 'এখন পর্যন্ত আমরা এই মামলায় ৩ জন হিজবুল জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছি।

চন্দ্রকান্ত শর্মা (বিজেপি) এবং তাঁর পিএসও হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে এই তিনজনকে। ধৃত এই তিনজনের মধ্যে একজন নিসার আহমদ শেখ, হত্যার ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছিল এবং অনিল পরিহর (বিজেপি) নামে অপর ব্যক্তি হত্যার সময় উপস্থিত ছিল।

পাবজি-র কবলে পড়ে অসমের মার্ঘেরিটায় প্রাণ গেল নাবালকের

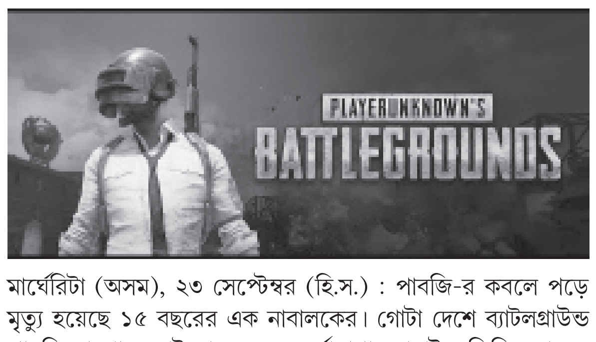

মার্ঘেরিটা (অসম), ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পাবজি-র কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫ বছরের এক নাবালকের। গোটা দেশে ব্যাটলগ্রাউন্ড পাবজি বা প্লাংকব্যাট নামের এক সর্বানাশা মোবাইল ভিডিওগেমের আসক্তিতে পড়ে বেশ কয়েকটি বালকের মৃত্যু হয়েছে। এবার এই মারণখেলা স্পর্শ করেছে উজান অসমকেও।

জানা গেছে, তিনসুকিয়া জেলার মার্ঘেরিটা মহকুমার লেখাপানি থানার অন্তর্গত টিপং রাশিয়ান কলোনি গ্রামের শামিম হুসেন (১৫) নামের এক বালক পাবজি-র থাবায় মৃত্যু বরণ করেছে। সে অবিরাম তার মোবাইলে পাবজি খেলায় মত্ত থাকত। তা দেখে শামিমের অভিভাবকরা এই খেলায় বাধা দিতেন। বাধায় বিরক্ত হয়ে শনিবার মধ্যরাতে সে তার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। শামিমের খোঁজে রাতেই তার অভিভাবকরা তালাশি চালান। কিন্তু কোথাও না পেয়ে ঘটনার বিবরণ দিয়ে লেখাপানি থানাকে জানানো হয়। ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে শামিমকে খুঁজে বের করতে তালাশি অভিযান চালায় পুলিশও। তাঁরাও তার কোনও সন্ধান পাননি। পরের দিন অর্থাৎ রবিরার এলাকার তিনিসুঁতি ঘাটে এক বালকের মৃতদেহ দেখেন গ্রামের মানুষ। তাঁরা খবর দেন পুলিশকে। পুলিশ তিনিসুঁতিতে গিয়ে মৃতদেহটি দেখে খবর দেয় শামিমের বাড়িতে। পরে তার অভিভাবকরা গিয়ে মৃতদেহটি শামিমের বলে শনাক্ত করেন। পুলিশ শামিম হুসেনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য তিনসুকিয়া অসামরিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। ময়না তদন্তের পর সোমবার সকালে মৃতদেহটি শামিমের পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। শামিমের মৃত্যুর কারণ পাবজি বলেই মনে করছেন তার পরিবারের পাশাপাশি লেখাপানি থানা কর্তৃপক্ষও।

বন্ধ হয়ে গেল থমাস কুক

নয়াদিল্লি/লন্ডন, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বন্ধ হয়ে গেল ব্রিটেনের ১৭৮ বছরের পুরনো ট্যুর এন্ড ট্রেভেলস কোম্পানি থমাস কুক। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই সংস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন দেশে ঘুরতে যাওয়া প্রায় দেড় লক্ষ পর্যটক চূড়ান্ত ভোগান্তির মুখে পড়েছে। পাশাপাশি সংস্থার প্রায় ২২ হাজার কর্মীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। যার মধ্যে শুধুমাত্র ব্রিটেনেই কর্মরত প্রায় ৬ হাজার কর্মী। সংস্থার তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা করা হয়।

বিগত কয়েক বছর ধরেই আর্থিক লোকসানে চলছিল থমাস কুক। সরকারের তরফ থেকে বেইল আউট প্যাকেজ নিতে ব্যর্থ হয় সংস্থাটি। ফলে আর্থিক লোকসানে চলতে না পেরে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যে হোটেল এবং বিমানের বুকিং করা হয়েছিল সংস্থার তরফে তাও রদ করে দেওয়া হয়েছে। গোটা বিশ্বজুড়ে আটকে পড়া পর্যটকদের হেল্প লাইন নম্বর চালু করেছে সংস্থাটি। নম্বরটি হল ৪৪-১৭৫৩-৩৩০-৩৩০। আকস্মিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে সংস্থার তরফ থেকে গ্রাহকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া হয়েছে।

বাংলায় এন আর সি হচ্ছে না : অভিষেক

ফলতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বাংলায় এন আর সি হচ্ছে না, হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেন তাই করে দেখান। এফ ডি আই বাংলায় হতে দেবেন না বলেছিলেন, তা এখনো হয়নি। আর এন আর সি ও হতে দেবেন না বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই নিশ্চিন্তে থাকুন। যা শুনবেন এক কান দিয়ে অন্য কান দিয়ে তা বের করে দেবেন। এই বাংলায় এন আর সি হচ্ছে না হবে না। সোমবার ফলতা থানার অন্তর্গত মল্লিক পুরে প্রকাশ্য জনসভা থেকে এই কথা বলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন বছর চল্লিশের কালাচাঁদ মিদ্দে। মৃতের পরিবারের দাবী এন আর সি আতঙ্কেই বাঁশ বাগানে আত্মঘাতী হয়েছেন কালাচাঁদ। নিজের সাংসদ এলাকার একজন সাধারণ মানুষ এন আর সি আতঙ্কে মারা গিয়েছেন শুনে সোমবার মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা থানার মামুদপুরে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সাংসদ তহবিল থেকে দু"লক্ষ টাকা, পঞ্চায়েত সমিতি থেকে একটি বাড়ি এবং জেলা যুব তৃনমূল কংগ্রেসের পাটি ফান্ড থেকে আরো তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন সাসংদ।

এর পর এলাকায় একটি প্রকাশ্য জনসভা করেন তিনি। আর সেই জনসভা থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এক হাত নিয়ে অভিষেক বলেন, এন আর সি বাংলায় হবে না। তার জন্য যা করতে হয় করবো। এখনো পর্যন্ত এই বাংলায় মোট সাতজন মারা গিয়েছে এন আর সি আতঙ্কে বলে দাবী করেন অভিষেক। সোমবারও একজন মারা গিয়েছেন বসিরহাটে। তিনি আরও বলেন, " এন আর সি যদি হয়, তাহলে প্রথম বিজেপি নেতা তথা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব বিতারিত হবেন। আর ডায়মন্ড হারবারে কাউকে মরতে দেবো না"।

মৃত কালাচাঁদের পরিবারের অভিযোগ রেশন কার্ড ও আধর কার্ড সংশোধন নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিল কালাচাঁদ। আশেপাশের মানুষজনকে এ বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসা ও করেন। পরে এনআরসি আতঙ্কে ভুগতে থাকে কালাচাঁদ মিদ্দে। আসামের এনআরসি ফলেই বহু মানুষ তাদের নাগরিকত্ব হারিয়েছেন। হয়তো কালাচাঁদকেও তার নাগরিকত্ব হারাতে হতে পারে এই ভয়েই গতকাল বাড়ির কাছেই এক বাঁশ বাগানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন ওই ব্যক্তি। পরে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

বাংলায় এন আর সির বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিবাদ বার বার গর্জে উঠবেঃ শুভাশিস

বারুইপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিলগ্নিকরনে নেমেছে ভারত সরকার। ছোট ছোট কোম্পানিগুলো ও উঠে যাবে পরে। এই বাংলায় রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগরের জন্ম। যারা ভারতের নব জাগরনের স্বপ্ন দেখাত। নাগরিক পঞ্জিকার মাধ্যমে বিদেশি চিহ্নিত করে যাদের ভারত থেকে বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ কে তাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। তাদের কে বলি এর বিরুদ্ধে বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। বার বার প্রতি অঞ্চলে এই প্রতিবাদ প্রতিরোধ গর্জে উঠবে। সোমবার এন আর সি নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসে এই কথা বললেন রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী।

সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরের ফুলতলায় বিডিও অফিসের কাছে বারুইপুর ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এন আর সির বিরুদ্ধে গন অবস্থান ও সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠানে যোগ দেন সাংসদ। এছাড়া ও ছিলেন বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক নির্মল মন্ডল, ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের কর্মাধ্যক্ষ আবু তাহির সরদার, ব্লকের আই এন টি টি ইউ সি সভাপতি বিভাস সরদার, বারুইপুর পশ্চিম ও পূর্বের যুব সভাপতি রবিউল হক ও লিয়াকত আলি মন্ডল সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা। এদিন এন আর সি নিয়ে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। আর এই বাংলায় কোনদিনই এন আর সি যাতে না হয় সেই কারণে সাধারণ মানুষকে গর্জে উঠতে, আন্দলনে নামতে বলেন তারা। সোমবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে এই অবস্থান বিক্ষোভ।

কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই হামিরপুরে হয়ে গেল উপনির্বাচন

লখনউ, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কঠোর নিরাপত্তায় উত্তর প্রদেশের হামিরপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সোমবার হয়ে গেল উপনির্বাচনঊ বিভিন্ন বাহিনীর প্রচুর আধাসেনা মোতায়েন করা হয়েছে এই কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্যঊ ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে বিকেল ৫টা নাগাদ। এই কেন্দ্রের প্রার্থী বিজেপি বিধায়ক এবং ২২ বছরের পুরনো একটি হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত অশোক কুমার সিং চন্দেলের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ৪ লক্ষেরও বেশি ভোটার। হামিরপুর উপনির্বাচনের ফলাফল আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হবে।

হামিরপুর কেন্দ্রে ৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপির যুবরাজ সিং, কংগ্রেসের হরদীপক নিশাদ, সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র মনোজ কুমার প্রজাপতি, বহুজন সমাজ পার্টি (বসপা)-র নওশাদ আলী এবং কমিউনিস্ট পার্টির আলম মনসুরি। এই উপনির্বাচনের জন্য মোট ২৫৭টি পোলিং স্টেশন এবং ৪৭৬টি পোলিং বুথ স্থাপন করা হয়েছে। সোমবারের উপনির্বাচনে মোট ৪,০১,৪৯৭ জন ভোটার রয়েছেন। ৫৭২টি বৈদ্যুতিন ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এবং ৬১৯ ভিভিপ্যাট মেশিন ইনস্টল করা হয়েছে। স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে ভোটপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য মোতায়েন ছিলেন একজন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ব্যয় পর্যবেক্ষক, ৩ জন সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট, ৪ জন জোনাল ম্যাজিস্ট্রেট এবং ৩৫ জন মাইক্রো পর্যবেক্ষক। ভোটগ্রহণের শেষ হওয়া পর্যন্ত পর্যাপ্ত এবং সক্রিয় সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল। সর্বোপেরি শান্তিপূর্ণভাবে এবং নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে এদিনের ভোটগ্রহণ পর্ব।

নদিল্লিতে জনগণনা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজধানী দিল্লিতে নতুন জনগণনা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মানসিংহ রোডে নির্মিত হতে যাওয়া এই নতুন ভবনে জনগণনা সংক্রান্ত বিবরণ রাখা হবে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০২১ সালের আদমশুমারি এই ভবন থেকে হবে। যা ডিজিটাল হবে যা পেপার সেনসাসের পরিবর্তে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিপ্লব আনবে।

এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে, আমাদের চিন্তাভাবনা পরিবর্তন হতে শুরু করে। ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো জনগণনায় মোবাইল অ্যাপের ব্যবহার করা হবে। ২০১১ সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যার মধ্যে এখন দেশের ৯৫ শতাংশ মানুষের কাছে গ্যাস সিলিন্ডার রয়েছে। একই সাথে উজ্জ্বলা প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে সাধারণ মানুষ। দেশকে সমস্যা থেকে মুক্ত করতে জাতীয় আদমশুমারির নিবন্ধের সঠিক ব্যবহারও শুরু হয়েছিল।

এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ১৮৬৫ সালে প্রথম আদমশুমারি করা হয়েছিল। তার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ১৬ তম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। অনেক পরিবর্তন এবং নতুন পদ্ধতির পরে এখন জনগণনা (আদমশুমারি) ডিজিটাল হতে চলেছে। আদমশুমারির ডিজিটাল ডেটা বিভিন্ন ধরণের বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আদমশুমারিটি দেশের সামাজিক প্রবাহ, দেশের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত বিকাশ এবং দেশের বুনিয়াদি ভিতকে শক্তিশালী করে তুলবে। ২০২২ সালে যখন ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস গোটা দেশ উদযাপন করবে তখন দেশের কোনও বাড়িতে ধোঁয়া দেওয়া চুলা থাকবে না।

নতুন জনগণনা ভবনকে পুরোপুরি পরিবেশ বান্ধব হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ৪৪ কোটি টাকা ব্যায় এই ভবন গড়ে তোলা হবে। ভবনটিতে দুইটি টাওয়ার থাকবে। এ-ব্লকে অফিস এবং বি-ব্লকে ডেটা সেন্টার থাকবে। ভবনটি তিন তলা পর্যন্ত বেসমেন্ট থাকবে। সব মিলিয়ে ভবনটিতে মোট সাতটি তলা থাকবে। এদিন স্বরাষ্ট্রসচিব জানিয়েছেন যে ভবনটি নির্মাণের জন্য সব ধরণের ছাড়পত্র নেওয়া হয়েছে এবং ভবনটি আগামী দুই বছরের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে। অমিত শাহ জানিয়েছেন, জনগণনা করতে কেন্দ্রের খরচ হবে ১২ হাজার কোটি টাকা।

ডিমৌয়ে যান দুর্ঘটনা, পরিবহণ কমিশনারকে তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী সর্বার

গুয়াহাটি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শিবসাগর জেলার ডিমৌয়ের থাওড়া সেতু সংলগ্ন এলাকায় সোমবার সকালে সংঘটিত মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গভীর মর্মাহত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল দুর্ঘটনায় নিহত যাত্রীদের আত্মার সদগতি কামনা করে তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ এবং ঘনিষ্ঠদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তাছাড়া, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত যাত্রীদের আশু আরোগ্য কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে দুর্ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত করতে পরিবহণ কমিশনার বীরেন্দ্র মিত্তালকে নির্দেশ দিয়ে শীঘ্র তার প্রতিবেদন সরকারের কাছে দাখিল করতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এছাড়া, দুর্ঘটনায় আহত যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে স্বাস্থ্য বিভাগের পাশাপাশি শিবসাগর এবং ডিব্রুগড়ের জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, সোমবার সকাল প্রায় আটটা নাগাদ শিবসাগর জেলার ডিমৌ মহকুমার ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে থাওড়া সেতু সংলগ্ন স্থানে দুই দুরন্ত যাত্রীবাহী আল্ট্রা বাস এবং টর্যাভেলারের মধ্যে ভয়ংকর সংঘর্ষে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১৮ জন। তাঁদের শিবসাগর সিভিল হাসপাতাল, ডিমৌ মডেল হাসপাতাল এবং ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। এদের মধ্যে আটজনের অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে।

পরিবেশ সচেতনতাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সম্মেলনে দাবি মোদীর

নিউ ইয়র্ক, ২৩ সেপ্টেম্বের (হি.স.) : নিছক উপদেশ নয় তার বদলে পরিবেশ সচেতনতাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। সোমবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, কয়েক কোটি পরিবারকে রান্না গ্যাস প্রদান করা হয়েছে। যাতে করে রান্নার সময় অতিরিক্ত পরিবেশ দূষণ রোখা যায়। জল জীবন মিশনের মাধ্যমে জলসম্পদ উন্নয়ন, জল সংরক্ষণ এবং বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা হয়েছে। চলতি বছর ভারতের স্বাধীনতা দিবসের দিন প্লাস্টিকের একক ব্যবহার থেকে মুক্তির ডাক দেওয়া হয়। এতে আন্তর্জাতিক স্তরে প্লাস্টিকের একক ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সময় চলে যাচ্ছে। অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। লোভ নয় চাহিদা পূরণ জন্য এগিয়ে যেতে হবে। অপ্রচলিত শক্তির উদপাদনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে তা ১৭৫ জিডব্লিউ উৎপাদনে নিয়ে যাওয়া। বৈদ্যুতিক বাহনের ব্যবহার ভারতে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাও-ফুয়েলের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সপ্তাহের শুরুতেই ফের গুমোট আবহাওয়া দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সপ্তাহান্তের বৃষ্টিতে কিছুটা স্বস্তি মিললেও সোমবার থেকেই ফের গুমোট আবহাওয়া রাজধানী দিল্লিতে। দিল্লির বেশিরভাগ অঞ্চলেই সোমবার সারাদিন জুড়েই আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও বৃষ্টির অভাব বাড়িয়েছে অস্বস্তি। সফদরজংয়ের আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, সন্ধে থেকে রাতের দিকে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও তাপমাত্রার ওপর তার খুব একটা প্রভাব পড়বে না। দিল্লির আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, এদিন শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বেশ কিছু এলাকায় রাতের দিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন

ছয়ের পাতায়

কাঠুয়ায় ৪০ কিলোগ্রাম আরডিএক্স বাজেয়াপ্ত, জারি চূড়ান্ত সতর্কতা

কাঠুয়া (জম্মু ও কাশ্মীর), ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার কাঠুয়ার বিলাওয়ার এলাকা থেকে ৪০ কিলোগ্রাম আরডিএক্স বাজেয়াপ্ত পুলিশ। যদি এই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

প্রশাসনের এই সতর্কতার জন্য জঙ্গিরা বড় ধরণের নাশকতামূলক কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রায় প্রতিদিন জঙ্গিদের বিভিন্ন জিনিস ও বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত করে চলেছে নিরাপত্তা বাহিনী। এদিন গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে কাঠুয়ার বিললাওয়ার অঞ্চলের দেওয়াল গ্রাম অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে এক বাড়ি থেকে এই বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা থেকে সাম্ভাবনায় ও কাঠুয়ায় চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয় প্রশাসনের তরফে। তার জেরে তৎপর নিরাপত্তা বাহিনী। অন্যদিকে এদিন সেনা প্রধান বিপিন রাওয়াত জানিয়েছেন, বালাকোটে আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে প্রায় ৫০০ জন জঙ্গি।

বিডিআর রেলপথকে সরাসরি হাওড়ার সাথে সংযুক্ত করনের দাবীতে মশাগ্রাম অভিযান

বাঁকুড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিডিআর রেলপথকে সরাসরি হাওড়ার সাথে সংযুক্ত করনের দাবীতে মশাগ্রাম অভিযান করে বাঁকুড়া দামোদর রিভার রেলওয়ে পরিবহন ওয়েলফেয়ার সমিতি।উল্লেখ্য বিডিআর রেলপথ বাঁকুড়া থেকে মশাগ্রাম পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। সোমবার সকালে বাঁকুড়া ষ্টেশনে সমিতির সদস্যরা জমায়েত হন।ট্রেনে চড়ে দাবীর সমর্থনে মশাগ্রাম পর্যন্ত যাত্রাপথে স্লোগান, বক্তব্য রাখেন।যাত্রাপথের প্রায় ১৭টি ষ্টেশনের প্রতিটি ষ্টেশনে সমিতির সদস্যরা অভিযানে যোগ দেন।দীর্ঘ টালবাহানার পর ২০০৫ সালে বিডিআর রেলপথ মশাগ্রাম পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে ট্রেন চলাচল শুরু হয়।পূর্বে বাঁকুড়া থেকে বর্ধমানের রায়না পর্যন্ত যাতায়াত করতো ট্রেন।বাঁকুড়ার জনসাধারণের সহযোগিতায় যাত্রী পরিবহণ ওয়েলফেয়ার সমিতির দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে মশাগ্রাম পর্যন্ত ট্রেন চালু হলেও সরাসরি হাওড়ার সাথে যুক্ত হয় নি, ফলে বাঁকুড়া ওবাকুড়া লাগোয়া বর্ধমানের মানুষদের হাওড়া যেতে হলে মশাগ্রামে এসে ট্রেন পাল্টে হাওড়া যেতে হয়।

সম্প্রতি রেল দফতর বাঁকুড়া থেকে মশাগ্রাম পর্যন্ত রেলপথ বৈদুতিকরন এর জন্য ৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।কাজ শুরু করার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।বিডিআর রেলওয়ে যাত্রী পরিবহণ ওয়েলফেয়ার সমিতির বাঁকুড়া শাখার সম্পাদক গঙ্গা গোস্বামী বলেন এই রেলপথ কে হাওড়ার সাথে সংযুক্ত করনের জন্য অনেক আবেদন নিবেদন করা হয়েছে, ওই রেলপথ সরাসরি হাওড়ার সাথে সংযুক্ত হলে বাঁকুড়া ও বর্ধমানের একাংশের বহূ মানুষ উপকৃত হবেন, অনেক কম সময়ে কলকাতা যাতায়াত সম্ভব হবে, কিন্তু এই দাবী উপেক্ষিত রয়ে গেছে।রেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমিতি মশাগ্রাম পর্যন্ত অভিযান শুরু করেছে বলে সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য বিপ্রদাস মিদ্যা বলেন এরপর আমরা ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাব।

শিবসাগরে ভয়ঙ্কর যান দুর্ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু, আহত বহু

শিবসাগর (অসম), ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। তবে, প্রচুর যাত্রী আহত হয়েছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। সোমবার সকালে উজান অসমের শিবসাগর জেলার ডিমৌ এলাকার ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে থাওড়া সেতুর কাছে যাত্রীবাহী দুই বাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

প্রাথমিক খবরে জানা গেছে, ইতিমধ্যে স্থানীয়রা ছয়জন আহতকে উদ্ধার করে ডিমৌ মডেল হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। তাছাড়া সংকটজনক অবস্থায় আটজনকে ডিব্রুগড়ের আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজগঞ্জে বন্ধ রঙ্গটি চা বাগান, কাজ হারালেন প্রায় একশো শ্রমিক

রাজগঞ্জ, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বন্ধ হয়ে গেল জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের রঙ্গটি চা বাগান। প্রায় একশো শ্রমিক কাজ হারালেন। সোমবার শ্রমিকরা কাজে গিয়ে দেখেন চা বাগানে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক নোটিশ ঝুলিয়ে চলে গিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

মালিকপক্ষের অভিযোগ, শ্রমিকরা দীর্ঘদিন থেকে সঠিকভাবে পাতা তুলছে না। এতে চায়ের গুণগতমান খারাপ হওয়ার পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতি হচ্ছিল। সংস্থার সুনাম নষ্ট হওয়া ছাড়াও চা বাগানেরও ক্ষতি হচ্ছে। সঠিকভাবে পাতা তোলার জন্য অনেকবার শ্রমিকদের বলা হলেও তারা ভ্রুক্ষেপ করছে না। তাই নিরুপায় হয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও মালিকপক্ষের অভিযোগ মানতে রাজি নয় শ্রমিক ও শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা। ওই চা বাগানে ৮৫ জন শ্রমিক কাজ করেন। তার মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। ওই শ্রমিকদের একটা অংশ তৃণমূলের তরাই ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (টিডিপিডব্লিউইউ) এবং অন্যরা কংগ্রেসের ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স (এনইউপিডব্লুইউ) শ্রমিক সংগঠনের সদস্য। টিডিপিডব্লিউইউ-এর শ্রমিকরা জানান, রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। তারা জানতে পারেন মালিক পক্ষ সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক নোটিশ ঝুলিয়ে চলে গিয়েছেন। বাগানে গিয়ে ওই নোটিশ দেখার পর বেজায় চটে যান সমস্ত শ্রমিক। এদিকে চা বাগানের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব চা কারখানা রয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষের নোটিশে কারখানা বন্ধ থাকার কথা উল্লেখ নেই। তাঁদের বক্তব্য, মিথ্যা অভিযোগ তুলে চা বাগান বন্ধ করা হয়েছে। বন্ধ করা হলে কারখানাও বন্ধ রাখতে হবে।

এনইউপিডব্লিউইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক দেবব্রত নাগ বলেন, 'মালিকপক্ষ যে অভিযোগ করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বোনাস কম দেওয়া বা না দেওয়ার জন্য পরিকল্পতভাবে পুজোর মুখে চা বাগান বন্ধ করা হয়েছে। টিডিপিডব্লিউইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তপন দে বলেন, কর্তৃপক্ষের অভিযোগ ভিত্তিহীন। ওই চা বাগানে প্রয়োজনের তুলনায় শ্রমিক সংখ্যা অনেক কম। এছাড়া মেশিন দিয়ে পাতা তোলানো হচ্ছে। বেশ কয়েকজন শ্রমিকের বয়স অবসরের সীমা পার হয়ে গেলেও তাঁদের দিয়ে পাতা তোলানো হচ্ছে। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা দিতে টালবাহানা করছে। গ্র্যাচুইটি ও প্রাপ্য মজুরি দিচ্ছে না। শ্রমিক আবাসগুলি মেরামত করছে না। শ্রমিক আবাসে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। এই দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন করা হলেও কাজ বন্ধ করে আন্দোলন করা হয়নি। পুজোর মুখে মিথ্যা অভিযোগ তুলে পরিকল্পিতভাবে চা বাগানে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক নোটিশ ঝুলিয়ে চলে গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে জেলার শ্রম দপ্তরে অভিযোগ জানানো হবে।ওই চা বাগানের ডিরেক্টর ননীগোপাল পাল বলেন, শ্রমিক বা শ্রমিক প্রতিনিধিরা যে অভিযোগ করছেন তা সঠিক নয়। অনেকবার বলা সত্ত্বেও কয়েক বছর থেকে শ্রমিকরা সঠিকভাবে কাজ করছে না। ফলে লোকসান হচ্ছে। তাই চা বাগান বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি।

এবিভিপির মিছিল কে ঘিরে উত্তপ্ত যোধপুর পার্ক

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে 'চরম হেনস্থা'র প্রতিবাদে সোমবার কলকাতার রাজপথে মিছিল করছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বা এবিভিপি। গোলপার্ক থেকে মিছিল শুরু হয় এবিভিপি সমর্থকদের। ব্যারিকেড করে সেই মিছিল যোধপুর পার্কে আটকে দেয় পুলিশ। মিছিল থেকে ঢিল ছুঁড়তে দেখা যায় । পুলিশ মাইকিং করে ঢিল ছুঁড়তে বারন করে। পুলিশের তরফ থেকে বলা হয়, আপনারা অবস্থান করুন, কিন্তু ব্যারিকেট ভাঙার চেষ্টা করবেন না। ইঁটের আঘাতে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন বলে খবর। অন্যদিকে এবিভিপির পক্ষ থেকে ব্যারিকেডের ওপার থেকে পুলিশের করা লাঠির আঘাতে তাঁদের ৬ জন ছাত্র আহত হয়েছেন দাবি করা হয়েছে ঊ তবে কিছুক্ষণ ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর রাস্তা আটকে অবস্থান বিক্ষোভে বসে পরে এবিভিপির কর্মী সমর্থকরা।

এদিনের এবিভিপির মিছিলকে আটকাতে সকাল থেকেই বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় যোধপুর পার্কে।

বার্তা মমতার

আটের পাতার পর

প্রত্যেক জাতির নিজস্ব প্রতিকী ভাষা রয়েছে। একটি জাতির প্রতিকী ভাষা তাদের সংস্কৃতির প্রতিফলন। এছাড়াও রয়েছে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিকী ভাষা। তবে এটার চিহ্নগুলো খুবই জটিল। জাতীয় প্রতিকী ভাষাগুলো সমজাতীয় হয়। অনেক চিহ্ন চিত্রবিশিষ্ট। যে বস্তু বোঝানোর দরকার হয় সেটির চিত্ররূপ দেখানো হয়। প্রতিকী ভাষাকে গণ্য করা হয় সবচেয়ে সুসংগঠিত ভাষা হিসেবে। এই ভাষার নিজস্ব ব্যকরণ রয়েছে। কিন্তু কথ্য ভাষার ব্যকরণ থেকে প্রতিকী ভাষার ব্যকরণ ভিন্ন। তাই, প্রতিকী ভাষা প্রত্যেক শব্দে অনুবাদ করা যায়না। প্রতিকী ভাষায় বিভিন্ন তথ্য একযোগে ব্যাখা করা হয়। তাই সম্পূর্ণ একটি বাক্য বোঝাতে একটি মাত্র ইশারায় যথেষ্ট। সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত প্রতিকী ভাষা হল আমেরিকান প্রতিকী ভাষা।

দপ্তরে

● **প্রথম পাতার পর**

১৭ জন একাডেমিক কোডিনেটর নিয়োগ করা হয়েছে। মূলত, একাডেমিক কোডিনেটররা একাডেমিক লিডারদের উপর নজরদারী চালাবেন। তারা ঠিক মত কাজ করছেন কিনা, একাডেমিক কোডিনেটররা খোঁজ খবর রাখবেন। তাদের সকলকে মোবাইল এবং লেপটপ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

রিজভী

তিনের পাতার পর

সদর দপ্তর, সচিবালয় ও কয়েকটি হাসপাতালের নতুন ভবনসহ অন্তত ২২টি নির্মাণ প্রকল্পের ঠিকাদারি কাজ এখন শামীমের প্রতিষ্ঠান জিকে বিল্ডার্সের হাতে রয়েছে। এসব প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা।রিজভী বলেন, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো এখন দেউলিয়া করে আওয়ামী লীগ, যুব লীগ নেতাদের ঘরে ঘরে এখন ব্যাংক, টাকশাল বানানো হয়েছে। বিদেশে লাখ লাখ কোটি টাকা পাঁচার করছে, পাচারের পর উদ্বৃত্ত টাকা থেকে যাচ্ছে ঘরে।দেশটাকে দেউলিয়া করে দিচ্ছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পিতার ওপর সেই 'চাটার দল'। সরকারি দলের অঙ্গসংগঠনের চুনোপুঁটি নেতারা আঙ্গুল ফুলে এককেটা বটগাছ হয়ে গেছে।

রিজভী বলেন,উন্নয়নের নামে সরকারি প্রজেক্ট নেওয়া হয় ৫-১০ গুণ খরচে প্রাক্কলন করে। সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদকের মন্ত্রণালয়ে চলছে মহাদুর্নীতি। ফোর লেইন রাস্তা নির্মাণে বিশ্বের কোথাও প্রতি কিলোমিটারে ২৮ কোটি টাকার বেশি খরচ হয় না। সেখানে ওবায়দুল কাদের (সড়ক পরিবহনমন্ত্রী) সাহেব এক কিলোমিটারের খরচ করছেন ২০০ কোটি টাকা।এই একটি মাত্র নম্বরই বলে দিচ্ছে রাঘব-বোয়ালদের লুটপাট হচ্ছে কি মাত্রায়। চুনোপুঁটিরা লুটপাটের ছিটেফেঁটা পেয়ে যদি শত শত কোটি টাকার মালিক হয়, তবে বড় নেতারা যে লুটের কুমির তা বুঝতে আর দেশবাসীর বাকি নেই।বিএনপির এই নেতা বলেন,জিয়াউর রহমান এদেশের বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক আর আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র হত্যা করে একদলীয় বাকশালের প্রবর্তক। সুতরাং জিয়াউর রহমান ও বিএনপির সাথে আওয়ামী লীগের মৌলিক পার্থক্য আছে। বিএনপি মানে বহুদলীয় গণতন্ত্র, বিএনপি মানেই জবাবদিহিতা।আওয়ামী লীগ মানে ক্যাসিনো, আওয়ামী লীগ মানে শত শত, ল ল কোটি টাকা দেশ থেকে পাচার। দুর্নীতির ডাক নাম হচ্ছে আওয়ামী লীগ।

নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের ভাইস চেয়ারম্যান খায়রুল কবির খোকন, যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, কেন্দ্রীয় নেতা আবদুস সালাম আজাদ, আসাদুল করিম শাহিন, মুনির হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সোমবার রাজধানীতে ত্রিপুরা ব্যাম্বো মিশনের ক্রেতা - বিক্রেতাদের মধ্যে এক সেমিনার আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন ৪ জন

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর।। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন ৪ জন নতুন বিচারপতি। সোমবার সকালে শীর্ষ আদালতের ১ নম্বর কোর্ট রুমে নতুন ৪ জন বিচারপতিকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথবাক্য করিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ।

সুপ্রিম কোর্টের নতুন ৪ জন বিচারপতি হলেন-পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কৃষ্ণ মুরারি, রাজস্থান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভাট, হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ভি রামাসুব্রহ্মণিয়ান এবং কেরল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ঋষিকেশ রায়উ নতুন ৪ জন বিচারপতিশপথ নেওয়ার পরই সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতির সংখ্যা বেড়ে হল ৩৪।

উল্লেখ্য, গত ৩০ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে এই ৪ জন বিচারপতির নাম সুপারিশ করেছিল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম। এরপর গত বুধবারই শীর্ষ আদালতের কলেজিয়ামের সুপারিশে সিলমোহর দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের সম্মতির পর, সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন নতুন ৪ জন বিচারপতি।

চুড়াইবাড়িতে মন্দিরে চুরি, গ্রেপ্তার চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর।। চলতি মাসের ১৪ই সেপ্টেম্বর উত্তর জেলার চুরাইবাড়ির বহুচর্চিত মাতা বিশ্বেশ্বরী সেবাশ্রমে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়।তাছাড়াও বেশ কিছু দিন ধরে উত্তর জেলায় চুরি কাণ্ডে জনমনে তীব্র উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।প্রথমে দোকান, ঘরবাড়ি চুরি হলেও, ইদানীংকালে উত্তর জেলার ঐতিহ্যবাহী মন্দির মাতা বিশ্বেশ্বরী সেবাশ্রমে চুরি সহ ছোট বড় বিভিন্ন মন্দিরে হাত সাফাই করছে চোরের দল।প্রায় দেড় মাস ধরে উদ্বেগজনকভাবে পরপর এই চুরি কাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে উত্তর জেলার ধর্মনগর মহাকুমা জুড়ে।উত্তর জেলার পুলিশ এই চুরি রোধ করতে ব্যর্থ ছিল,চুরি কান্ড বন্ধ করতে কিছুই করতে পারছিল না পুলিশ,এদিকে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী একমাসের জন্য ছুটিতে ছিলেন,সুতরাং অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছিল জেলার পুলিশ প্রশাসন।গত ১৭ই সেপ্টেম্বর কাজে যোগদেন পুলিশ সুপার।রাতেই উত্তর জেলার থানার সকল ওসি ও আরক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি।পুলিশ সুপারের তত্ত্বাবধানে পুলিশ আরো জানতে পারে এই চুরি কাণ্ডের সাথে জড়িত রয়েছে রাজ্যের বেশ কিছু যুবক সহ পার্শবর্তী রাজ্য অসমের একটি চোরের দল,যারা যৌথ ভাবে এই চুরি কাণ্ড সংঘটিত করে যাচ্ছে, যার সুফল মিলল আজ।গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর কাছে খবর আসে চোর চক্রের মূল এক পাণ্ডা উত্তর জেলার পানিসাগর মহকুমার পদ্ম-বিলে রয়েছে যার নাম নাজিম উদ্দিন(২৭), পিতা কোটি চাঁদ মিয়া।তার বাড়ি চুরাইবাড়ি থানা এলাকার উত্তর ফুলবাড়ি গ্রামের ৫ নং ওয়ার্ডে। মাতা বিশ্বেশ্বরী সেবাশ্রমে চুরিসহ চুরাইবাড়ি থানা এলাকায় ইদানীংকালের সংগঠিত সবকয়টি চুরির ঘটনার সাথে জড়িত থাকা সহ পুরো বছরের বুড়ি থানায় তার বিরুদ্ধে মামলার অভিযোগে রয়েছে।উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তীর তথ্যের উপর ভিত্তি করে অভিযান চালান চুরাইবাড়ি থানার সেকেন্ড ওসি সাধন মজুমদার, গোয়েন্দা পুলিশের একটি টিম ও চুরাইবাড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।কয়েকদিন ধরে তাকে পাকড়াও করার জন্য সাঁড়াশি অভিযানে নামে পুলিশ।কিন্তু সে পালিয়ে থাকার জন্য তা সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে আজ রাত নয়টা নাগাদ তাকে পানিসাগর থেকে পাকড়াও করে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ সহ গোয়েন্দা পুলিশ।পানিসাগরের পদ্মবিল এলাকার লম্বাটিলা ২নং ওয়ার্ডে সে আত্মগোপন করেছিল। ধৃত চোরের নাম নাজিম উদ্দিন (২৭) পিতা কুটিচান্দ মিয়া। পুলিশ তাকে ধরতেই সে নিজের গলায় দা লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বর্তমানে সে চুরাইবাড়ি থানার হেফাজতে রয়েছে।

এদিকে,চুরাইবাড়ি থানার সেকেন্ড ওসি সাধন মজুমদার জানান,ধৃত কুখ্যাত চোর নাজিম উদ্দিনের বাড়ি ফুলবাড়ী হলেও সে অনেকদিন ধরে নদীয়াপুর তার শ্বশুর বাড়িতে থাকতো।সেখান থেকে সে পালিয়ে যায় পানিসাগর পদ্মবিলের লম্বাটিলা এলাকায়।বর্তমানে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে সেখানে বসতি শুরু করে। অবশেষে গোপন সূত্রের উপর ভিত্তি করে আজ রাতেই তাকে সেখান থেকে গ্রেপ্তার করে চুরাইবাড়ি থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।আগামীকাল তাকে ধর্মনগর আদালতে সোপর্দ করা হবে অবশ্য কালই তাকে পুলিশ রিমান্ডের জন্য আবেদন করা হবে বলে জানান মাতা বিশ্বেশ্বরী সেবাশ্রম চুরির ২০ নম্বর মামলার আইও সাধন মজুমদার।জিজ্ঞাসাবাদের পর অনেক রহস্য বেরিয়ে আসবে বলে মনে করছে পুলিশ।তবে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন এই চুরি কাণ্ডে আসাম ও ত্রিপুরার আরও কিছু বড় মাথা অধরা রয়েছে তাদের খুব শীঘ্রই জালে তুলা হবে। কারণ বাকি চোরদের আটক করা না গেলে আরও চুরি কাণ্ড সংঘটিত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উত্তর জেলার বিভিন্ন মন্দির চুরি কাণ্ডের মূল পাণ্ডা নাজিম উদ্দিনকে আটক করায় উত্তর জেলায় সস্থির নিঃশ্বাস এবং পুলিশের এই সাফল্যে খুশীর আবহ এলাকা জুড়ে।

ফেসবুকের সম্মতি

তিনের পাতার পর

বিভাগের সচিব অশোক কুমার বিশ্বাস, বিটিআরসি চেয়ারম্যান মো: জহুরুল হক, বিটিসিএল'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইকবাল মাহমুদ, টেলিকম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: মহসিনুল আলম, আইসিটি বিভাগের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরিচালক তারেক এম বরকত উল্লাহ এবং সাইবার থ্রেট ডিটেকশন প্রকল্পের পরিচালক মো. রফিকুল মতিনসহ ডিজিএফআই, এনএসআই, র্যা ব, এনবিআর, এনটিএমসি এবং এসবিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে ফেসবুকের ৮ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ফুসবুকের হেড অব সেফটি বিক্রম সেনগ।

প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে র‍্যালীর আয়োজন করেছে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল। জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে সাতটায় মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গন থেকে ওই র‍্যালীর সূচনা করবেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। মূলতঃ প্লাস্টিকের ব্যবহারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই র‍্যালীর আয়োজন করা হচ্ছে। ওই র‍্যালীতে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরাও অংশ নেবেন।

গণধোলাই

● **প্রথম পাতার পর**

দাস পুজাকে বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার চালাতো। গত কিছুদিন আগে পূজা গোমতী জেলা হাসপাতালে এক মৃত সন্তানের জন্ম দেয়। এরপর থেকেই পুজার উপর অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। এরই শেষ পরিণতি ঘটে রবিবার রাতে।

শুভঙ্করের জেঠু মন্টু দাস রবিবার রাত্রি প্রায় দেড়টায় পুজার বাপের বাড়িতে খবর দেন যে, পুজার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখানে তার বাপের লোকজনদের আসার জন্য বলা হয়। গভীর রাত্রিতেই পুজার মা সোমারানী দাস জেলা হাসপাতালে আসেন। এসে দেখেন মেয়ের মৃতদেহ। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বাড়ির লোকজনদের। সোমবার পুজার বড় মামা লিটন দাস জানান, পুজাকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন মেরে ফেলেছে। এ ব্যাপারে পুজার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে উদয়পুর মহিলা থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়। এদিকে সোমবার ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তোলে দেওয়া হয়েছে। উদয়পুর মহিলা থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে উত্তেজিত জনতা গোমতী জেলা হাসপাতাল চত্বরেই মৃতার স্বামীকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।

ছাত্রছাত্রীরা

● **প্রথম পাতার পর**

তারা প্রয়োজন হলে পরীক্ষা বয়কট করবে এবং যদি কলেজ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সূচি পরিবর্তন না করেন তাহলে কলেজে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। অপরদিকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষার বক্তব্য হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস ঠিকভাবে হয়েছে, শুধুমাত্র অতিথি অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় ক্লাসের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যাঘাত হয়েছে। যদি ইউনিভার্সিটি তাদের বর্ধিত সময় দেয় তবেই একমাত্র পরীক্ষার দিনক্ষণ পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। নতুবা পরীক্ষার দিনক্ষণ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এমনকি একই দিনক্ষণ নিয়ে রাজ্যের অন্যান্য কলেজগুলিতে পরীক্ষা হবে বলে জানান তিনি। পরীক্ষা নির্ঘণ্টকে কেন্দ্র করে কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রছাত্রীদের মতভেদকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের পরিস্থিতি রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে মনে করছেন অভিভাবকরাও।

সরকারের

● **প্রথম পাতার পর**

থাকে সে বিষয়ে দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য পেট্রোপণ্য ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং এল.পি.জি ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাথেও বৈঠক করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শারোদৎসবের দিনগুলিতে পেট্রোপণ্যের যেন কোন ঘাটতি না হয় তার জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনকে অনুরোধ করা হয়েছে, বলেন তিনি। আসন্ন শারোদৎসবে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য ও সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে বলে মন্ত্রী শ্রীদেব আশা ব্যক্ত করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

প্রশাসনিক আধিকারিকদেরই সমাধান করে দেওয়ার জন্য বলেন তিনি। পঞ্চায়েতসচিব থেকে শুরু করে মুখ্যসচিবকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে যেখানেই দায়িত্বে আছেন, সেখানেই যেন সংশ্লিষ্টরা আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন। প্রশাসনিক আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, যেখানেই থাকবেন, 'ত্রিপুরা নির্মাণের কাজ করবেন'।

জনতা দরবার শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষ এখন সমাজের সার্বিক কল্যাণের কথা ভাবছেন। জনতা দরবারে উপস্থিত হয়ে মানুষের উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে এই দাবি করেন তিনি।

বিরোধীদের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি এ জায়গায় এসে কারোর কাছ থেকেই শোনেননি যে তাঁরা কেউ খেতে পাচ্ছেন না। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় না গিয়ে, সত্যের মুখোমুখি না হয়ে, আগরতলায় বসে রাজনীতি করার ফলেই এ-ধরনের অভিযোগ করে থাকেন বিরোধীরা। রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষের কাছে গিয়ে আসল সত্য জানার জন্য বিরোধীদের প্রতি আহ্বান রাখেন বিপ্লব দেব। এদিন তাঁর সাথে ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন-সহ অন্যরা।

এদিকে, জনতা দরবার শেষে মুখ্যমন্ত্রী সবার সঙ্গেই বসে দুপুরের আহার গ্রহণ করেছেন আজ। মুখ্যমন্ত্রী খাবেন বলে আগে থেকেই রাজকীয় আয়োজন না করার জন্য বলা ছিল। তাই সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে বসে কালাপাতায় পরিবেশিত খিচুড়ি খেয়েই দুপুরের আহার সারেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান অনুযায়ী প্লাস্টিকের ব্যবহারও এদিন করা হয়নি। গোটা আয়োজনই ছিল প্লাস্টিকমুক্ত।

আবহাওয়া দিল্লিতে

পাচের পাতার পর

থাকার পাশাপাশি হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে সফদরজংয়ের আবহাওয়া দফতর এদিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। হাওয়া অফিস সূত্রের খবর, এদিন দিল্লির বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৮৭ শতাংশ।

অপ্রতিরোধ্য ভারত, অনূর্ধ-১৬ এএফসি কাপের মূল পর্বে খেলার হ্যাটট্রিক করল খুদেরা

ভারতীয় ফুটবলে সাফল্যের মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হল। এএফসি অনূর্ধ ১৬-তে মূলপর্বে পৌঁছে গেল ভারত। আগামী বছর বাহরিনে মূলপর্বের খেলা। পরপর তিনবার যোগ্যতা অর্জন করে অনূর্ধ-১৬ এএফসি কাপে হ্যাটট্রিক করল ভারতীয় খুদেরা।ঘুমন্ত দৈত্য তাহলে কী জাগছে? ভারতীয় দলের পারফরম্যান্সের পর এই সব কথাই উঠছে। এখানে গ্রুপ পর্বে ভারত তিনটি ম্যাচ খেলেছে। তুর্কমেনিস্তানের পর বাহরিনকে উড়িয়েছে বিশাল ৫-০ গোলে। আয়োজক উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে এদিন খেলা ছিল। সেই খেলা ১-১ গোলে শেষ হয়। আর তাতেই এএফসি অনূর্ধ ১৬-এর মূল পর্বে খেলার টিকিট পাকা করে নিল ভারতের ছোটরা। গ্রুপের শীর্ষে থেকেই মূল পর্বে গেল বিবিয়ানো বাহিনি। ভারত-উজবেকিস্তানের পয়েন্ট ছিল সমান অর্থাৎ সাত। গোল পার্থক্যে এগিয়ে থাকায় গ্রুপের শীর্ষস্থান দখল করল ভারত।অনূর্ধ ১৬ পর্যায়ের এএফসি টুর্নামেন্টে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স বরাবরই ভাল। মূল পর্বে সব মিলিয়ে নয়বার খেলবে। এর মধ্যে শেষ তিনবার পরপর। ২০১১ এর পর থেকে ভারতীয় দল এএফসির মূল পর্বে গিয়েছে চারবার। ২০১১, ২০১৫ ও ২০১৭-র পর যাচ্ছে ২০২০-তে। গতবার এএফসির অনূর্ধ-১৬ চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিল কল্ট ইন ব্লু। হেরে যায় দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে। আর একটি ম্যাচ জিতলেই আসন্ন অনূর্ধ-১৭ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা পেয়ে যেত ভারতীয় খুদেরা। রবিবার উজবেকিস্তানের বিপক্ষে ৬৮ মিনিটে ভারতকে এগিয়ে দেয় শ্রীদার্থ। ৮১ মিনিটে গোল হজম করে বসে ভারত।ম্যাচ শেষে ভারতীয় দলের কোচ বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজ বলছিলেন, "ছেলেদের জন্য গর্বিত। কঠিন পরিশ্রম আর নিষ্ঠার সুফল আমরা পেয়েছি। এই কৃতিত্ব গোটা দলের।"মূল পর্বে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। বিবিয়ানো তাই বলছিলেন, "এবার আসল পরীক্ষা শুরু। গতবার ভাল খেলেও হেরেছি কোরিয়ার কাছে। তাই মূল পর্বের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করেছি।"ভারতীয় দলের সাফল্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট প্রফুল প্যাটেল। "ছেলেদের জন্য আমি গর্বিত। এআইএফএফ সবসময় তৃনমূল স্তরের ফুটবলকে গুরুত্ব দিয়েছে। যার প্রমাণ পরপর তিনবার এএফসি চ্যাম্পিয়নশিপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা। এটুকু বলতে পারি, ভাল কিছু হতে যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবলে।" বলেছেন প্রফুল্ল প্যাটেল।ফেডারেশন সচিব কুশল দাস জানিয়েছেন, "উজবেকিস্তানের মাঠে উজবেকিস্তানের আগে শেষ করা ও মূল পর্বে যোগ্যতা অর্জন, বিশাল ব্যাপার। ছেলেদের পারফরম্যান্সই কথা বলছে। এই দল টানা ১৪ ম্যাচ অপরাজিত। এটা দারুণ ব্যাপার।" কোচ বিবিয়ানোর প্রশংসা করে সচিব বলছিলেন, "ভারতের ইয়ুথ কোচেদের মধ্যে নিভৃতে নিজের কাজটা করে যাচ্ছে বিবিয়ানো।"

নাদালের উপদেশ মেনে ম্যাচ জিতলেন ফেডেরার

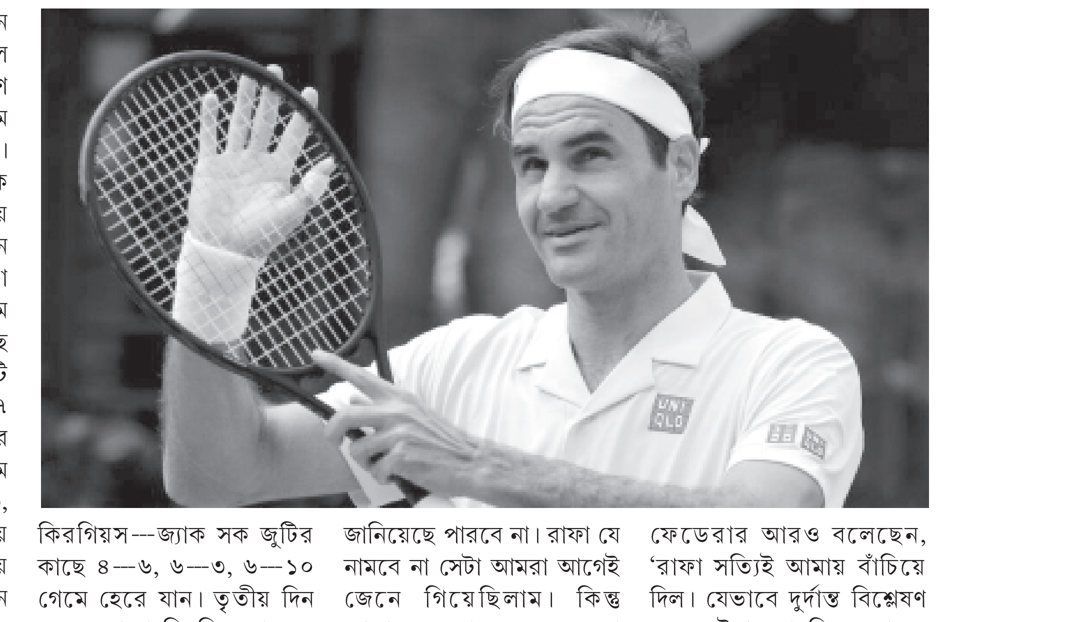

সংবাদ সংস্থা, জেনিভা: তৃতীয় দিনে হঠাৎই জমজমাট হয়ে উঠল লেভার কাপ। চোটের কারণে তৃতীয় দিনের খেলা থেকে নাম তুলে নিলেন রাফায়েল নাদাল। অন্যদিকে, টিম ওয়ার্লর্ডে নিক কিরগিয়সও নাম তুলে নেওয়ায় রেগে আগুন দলের অধিনায়ক জন ম্যাকেনরো। তবে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই টিম ইউরোপকে এবার টেক্কা দিচ্ছে টিম ওয়ার্ল্ড। তৃতীয় দিনের দুটি ম্যাচই জিতে আপাতত ১১—৭ এগিয়ে তারা।শনিবার রাতে পরপর দুটি ম্যাচ খেলেন নাদাল। প্রথম ম্যাচে মিলোচ রাওনিচকে ৬—৩, ৭—৬ (৭—১) গেমে উড়িয়ে দেন। অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ডাবলস খেলতে নামেন স্টেফানোস সিসিপাসকে নিয়ে। সেই ম্যাচে অবশ্য কিরগিয়স---জ্যাক সক জুটির কাছে ৪---৬, ৬---৩, ৬---১০ গেমে হেরে যান। তৃতীয় দিন শুরুর আগে বিবৃতির মাধ্যমে নাদাল জানান, তিনি নামবেন না। নাদাল বলেন, 'লেভার কাপের অভিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল। খুব হতাশ যে আজ খেলতে পারব না।' তাঁর বদলে ডমিনিক থিয়েমের নাম ঠিক হয়। নাদালের বিরুদ্ধে যাঁর খেলার কথা ছিল সেই কিরগিয়সও নাম প্রত্যাহার করেন, যা নিয়ে অসন্তোষ দেখান টিম ওয়ার্লর্ডে অধিনায়ক ম্যাকেনরো। বলেন, 'চেয়েছিলাম ও ১০০ শতাংশ সুস্থ হয়ে খেলুক। কিন্তু ও জানিয়েছে পারবে না। রাফা যে নামবে না সেটা আমরা আগেই জেনে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের হাতে যে সেরা খেলোয়াড় ছিল, তাঁকেও আমরা নামাতে পারলাম না।'যা নিয়ে অসন্তোষ দেখান টিম ওয়ার্লর্ডে অধিনায়ক ম্যাকেনরো। বলেন, 'চেয়েছিলাম ও ১০০ শতাংশ সুস্থ হয়ে খেলুক। কিন্তু ও জানিয়েছে পারবে না। রাফা যে নামবে না সেটা আমরা আগেই জেনে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের হাতে যে সেরা খেলোয়াড় ছিল, তাঁকেও আমরা নামাতে পারলাম না।'এর মধ্যেও জেনিভা মজে রাফা---রজারের বন্ধুত্বে। কিরগিয়সের বিরুদ্ধে প্রথম সেট হারানোর পর দ্বিতীয় সেটেও চাপে ছিলেন ফেডেরার। এমন সময় নাদাল এসে পরামর্শ দেন তাঁকে।

কী বলেছিলেন তা শোনাও গিয়েছে মাইক্রোফোনে, 'তোমার সার্ভ খুব ভাল হচ্ছে। তবে কিরগিয়সের রিটার্ন খুব ভাল। সুযোগের জন্য অপেক্ষা করো।' নাদালের উপদেশ তাঁকে ম্যাচ জিততে কতটা সাহায্য করেছে তা নিয়ে ফেডেরার বলেন, 'আগেই যদি অবসর নিয়ে ফেলতাম তাহলে এই মুহূর্তটা কোনও দিন আসতই না। এইসব মুহূর্তের জন্যেও এখনও ট্যুরে খেলে যাচ্ছি।'এখানেই না থেমে ফেডেরার আরও বলেছেন, 'রাফা সত্যিই আমায় বাঁচিয়ে দিল। যেভাবে দুর্দান্ত বিশ্লেষণ করে উপদেশ দিল, তাতে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল। রাফা সমস্যার খুব ভাল সমাধান করতে পারে। জয়ের জন্য নিজের কৌশল চট করে বদলে ফেলতে পারে। আমি একই জিনিসে বিশ্বাস করি। তাই ও যখন কথা বলে তখন সেই মুহূর্তটা আমি উপভোগ করি।

'তৃতীয় দিনের প্রথম খেলা ছিল ডাবলস। টিম ইউরোপের হয়ে ফেডেবাব ---সিসিপাস নেমেছিলেন জন ইসনার—জ্যাক সকের বিরুদ্ধে। ফেডেরাররা হেরে যান ৭---৫, ৪---৬, ৮---১০ গেমে। দ্বিতীয় খেলাতেও পরাজিত টিম ইউরোপ। এবার সিঙ্গলসে থিয়েমকে ৭—৫, ৬—৭ (৩—৭), ১০---৫ হারিয়ে দেন টেলর ফ্রিৎজ। তৃতীয় ম্যাচে ফেডেরার নামবেন ইসনারের বিরুদ্ধে। তাঁকে ঘিরেই এখন ইউরোপের আশা—ভরসা।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 15/EE/DWS/DMN/2019-20

The **Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD having experience in similar nature of work,.up **to 3.00 P.M. on 19-10-2019** for the following works:

Sl No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of Bid Fee
1.	NRDWP Scheme under DWS Division Dharmanagar during the Year 2019-20 / SH: Innovative water supply scheme at Phuldungsei under Jampui Hill RD Block area under DWS Sub Division Kanchanpur/ SH. Construction of 3(three) nos Weir, Earthen Motorable Road and Protection work in/c. allied works. DNIe-T No: 21/SE/DWS/C/KGT/2019-20.	43,83,057.00	43,831.00	120 days	1,000.00
2.	NRDWP Scheme under DWS Division Dharmanagar during the Year 2019-20 / SH: Innovative water supply scheme at Phuldungsei under Jampui Hill RD Block area under DWS Sub Division Kanchanpur/ SH. Providing & laying of distribution pipe line inlc. supporting pillars and allied works. DNIe-T No: 22/SE/DWS/C/KGT/2019-20.	63,43,814.00	63,438.00	120 days	2,500.00
3.	NRDWP Scheme under DWS Division Dharmanagar during the Year 2019-20 I SH: Innovative water supply scheme at Phuldungsei under Jampui Hill RD Block area under DWS Sub Division Kanchanpur/ SH. Construction of Raillings & Steps etc. in/c. allied works.. DNIe-T No: 23/SE/DWS/C/KGT/2019-20.	62,96,645.00	62,966.00	120 days	2,500.00
4.	NRDWP Scheme at Balicherra VC in Kalacherra R,D Block under DWS Division, Dharmanagar during t h e year 2019-20 /SH:- Construction of 4000 litre/hr capacity water treatment plant comprising of HRF followed by SSF in/c Raw water pumping arrangement & laying of pipe lines (Rising & Distribution) and all allied works under DWS Sub-Division Dharmanagar ./ Gr-I. DNIe-T No: 24/SE/DWS/C/KGT/2019-20.	74,95,325.00	74,953.00	120 days	2,500.00
5.	NRDWP Scheme at Balicherra VC in Kalacherra R.D Block under DWS Division, Dharmanagar during the year 2019-20 /SH:- Construction of 4000 litre/hr capacity water treatment plant comprising of HRF followed by SSF in/c Raw water pumping arrangement & laying of pipe lines (Rising & Distribution) and all allied works under DWS Sub-Division Dharmanagar/ Gr-II. DNIe-T No: 25/SE/DWS/C/KGT/2019-20.	49,71,585.00	49,716.00	120 days	1,000.00
6.	NRDWP Scheme at Balidhum VC in Jubarajnagar R.D Block under North Tripura District during the year 2019-201SH:-Construction of 4000 litre/hr capacity water treatment plant comprising of HRF followed by SSF in/c Raw water pumping arrangement & laying of pipe lines (Rising & Distribution) and all allied works at Tapihum Para under DWS Sub-Division Panisagar./ Gr.I DNIe-T No: 26/SE/DWS/C/KGT/2019-20.	85,70,907.00	85,709.00	120 days	2,500.00
7.	NRDWP Scheme at Balidhum VC in Jubarajnagar R.D Block under North Tripura District during the year 2019-20/SH:-Construction of 4000 litre/hr capacity water treatment plant comprising of HRF followed by SSF in/c Raw water pumping arrangement & laying of pipe lines (Rising & Distribution) and all allied works at Tapihum Para under DWS Sub-Division Panisagard Gr.II DNIe-T No: 27/SE/DWS/C/KGT/2019-20.	72,80,501.00	72,805.00	120 days	2,500.00

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 19-10-2019 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID : 19-10-2019 at 16,00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
Class of Bidder : Appropriate Class.
All details are available in the https://tripuratenders.govin
Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C-1153/19

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar
North Tripura.

ধারে কাছে নেই ধোনি সাঙ্গাকারা ! এশিয়ার সফলতম উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ?

জাতীয় দল থেকে ছিটকে গিয়েছেন বছর দু'য়েক আগে। কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক তিনি। আর খেলতে খেলতেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে করে ফেললেন রেকর্ড। এমন রেকর্ড, যার ধারেকাছে কি না মহেন্দ্র সিংহ ধোনি, কুমার সঙ্গাকারাও নেই।তিনি কামরান আকমল। পাকিস্তানের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। ফয়জলাবাদে কয়েদ-ই-আজম ট্রফিতে সেন্ট্রাল পঞ্জাবের হয়ে নেমে নর্দার্ন পঞ্জাবের বিরুদ্ধে শতরান করেছেন তিনি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে যা তাঁর ৩১তম সেঞ্চুরি। কামরানের ১৫৭ রানের সুবাদেই ৪৩৩ রানে পৌঁছে গিয়েছে সেন্ট্রাল পঞ্জাব। তাঁর ইনিংসে ছিল ১২টি চার ও চারটি ছয়।প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে কোনও উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানের সবচেয়ে বেশি শতরানের রেকর্ড রয়েছে ইংল্যান্ডের লেস অ্যামিসের। তাঁর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে মোট ১০২ শতরান থাকলেও উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলে রয়েছে ৫৬ সেঞ্চুরি রয়েছে। তালিকায় দুইয়ে রয়েছেন কামরান, তাঁর শতরানের সংখ্যা ৩১টি। তিন নম্বরে রয়েছেন অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (২৯ শতরান)। জিম পার্কস (২৭ শতরান),কৌশল সিলভা ও ক্রিস রিড (২৬ শতরান) রয়েছেন পরপর।প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির শতরানের সংখ্যা ৯। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেকুমার সঙ্গাকারার শতরানের সংখ্যা অবশ্য ৬৪। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ শতরানই এসেছিল ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলে। অর্থাতএশিয়ার কোনও উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি শতরানের রেকর্ড এখন আকমলের।২০০২ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল কামরানের। মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে সুনামও রয়েছে তাঁর। তবে ম্যাচ-গড়াপেটার অভিযোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাঁর কেরিয়ার। এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের হয়ে ৫৩ টেস্ট, ১৫৭ ওয়ানডে ও ৫৮ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। বিশ্বকাপের আগে ভারতের দুর্বলতা ফাঁস করে ফেললেন বিরাট! টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের দুর্বলতার জায়গা বেঙ্গালুরুতেই জানিয়ে দিলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি !আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হবে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে ঘরোয়া সিরিজে নিজেদের শক্তি ও দুর্বলতার জায়গা দেখে নিচ্ছে টিম ইন্ডিয়া।প্রথম টি টোয়েন্টি ম্যাচ বৃষ্টির জন্য ধুয়ে গিয়েছে ধর্মশালায়।মোহালিতে রান তাড়া করে জিতেছিল ভারত। চিন্নাস্বামীতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচের টসের সময়ে কোহালিকে বলতে শোনা গিয়েছে, "এখানকার উইকেট ভাল। আমি জানি এই মাঠে রান তাড়া করা সহজ। আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হবে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে ঘরোয়া সিরিজে নিজেদের শক্তি ও দুর্বলতার জায়গা দেখে নিচ্ছে টিম ইন্ডিয়া।প্রথম টি টোয়েন্টি ম্যাচ বৃষ্টির জন্য ধুয়ে গিয়েছে ধর্মশালায়।মোহালিতে রান তাড়া করে জিতেছিল ভারত। চিন্নাস্বামীতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচের টসের সময়ে কোহালিকে বলতে শোনা গিয়েছে, "এখানকার উইকেট ভাল। আমি জানি এই মাঠে রান তাড়া করা সহজ। আইপিএল-এও তাই হয়েছে। কিন্তু, বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে কিছু জায়গায় দল হিসেবে উন্নতি করা দরকার। রান তাড়া করার ক্ষেত্রে আমরা শক্তিশালী। কিন্তু, প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আমরা নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করতে চাইছি।" কোহালি প্রকাশ্যেই জানিয়ে দিলেন ভারতের শক্তি ও দুর্বলতার জায়গা। ভারতের ব্যাটিং গভীরতা নিয়ে কোনও প্রশ্নই নেই। রোহিত শর্মা, শিখর ধওয়ন, বিরাট কোহালি, ঋষভ পন্থের মতো ব্যাটসম্যান থাকলেও তাঁরা নিজেদের প্রয়োগ করতে পারেননি তৃতীয় টি টোয়েন্টিতে। ভারতের ওপেনার শিখর ধওয়ন সর্বোচ্চ রান করেন (৩৬)। আর কারওর ব্যাটই কথা বলেনি। ফলে ভারত ২০ ওভারে তোলে ৯ উইকেটে ১৩৪ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৬.৫ ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।বেঙ্গালুরুতেই কোহালি জানিয়ে দিয়েছেন, প্রথমে ব্যাট করতে নেমে রান তোলায় দুর্বলতা রয়েছে ভারতীয় দলের। রান তাড়া করাতেই শক্তিশালী ভারত। কিন্তু, বিশ্বকাপে সব ম্যাচে তো আর ভারত পরে ব্যাট করবে না। সেই কারণে ঘরের মাঠ থেকেই দুর্বলতার জায়গাগুলো দেখে নিচ্ছে কোহালির ভারত।

চোট থেকে ফিরেই চিন ওপেন জয়ী মারিন

দুরন্ত প্রত্যাবর্তন অলিম্পিক্স সোনাজয়ী ব্যাডমিন্টন তারকার। চোট সারিয়ে ফিরেই চিন ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হলেন ক্যারোলিনা মারিন। রিয়ো অলিম্পিক্সে ভারতের পি ভি সিন্ধুকে হারিয়ে সোনা জিতেছিলেন স্প্যানিশ তরুণী। কিন্তু তাঁর ব্যাডমিন্টন জীবন নিয়েই সঙ্কট তৈরি হয়েছিল জানুয়ারিতে ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্সের ফাইনালে। লিগামেন্টে চোট পেয়ে আট মাস কোর্টের বাইরে থাকতে হয় তাঁকে। তিনি আর কোর্টে ফিরতে পারবেন কি না তা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সমর্থকদের ভুল প্রমাণ করে চিন ওপেন সেরার ট্রফি নিয়ে ফিরছেন মারিন। রবিবার চাংঝউয়ে তাই জু ইংয়ের বিরুদ্ধে ১৪-২১, ২১-১৭, ২১-১৮ গেমে জিতলেন তিনি। প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে শেষ ছয় সাক্ষাৎকারেই হেরেছিলেন মারিন। এ দিন প্রথম গেম হারার পরে তিনিও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় গেমে অসাধারণ ভাবে ম্যাচে ফিরে আসেন মারিন। ম্যাচ শেষে চিন ওপেন চ্যাম্পিয়ন বলেন, "এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি ভীষণ খুশি।

চোটে শেষ সোনার স্বপ্ন, সুশীল-মন্ত্র ভরসা দীপকে

ভারতীয় কুস্তি মহলে তাঁর আদরের নাম 'কেটলি পহেলবান'। সেই দীপক পুনিয়ার আক্ষেপ সিনিয়র পর্যায়ে জীবনের প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে সোনা নিয়ে ফেরা হচ্ছে না বলে।শনিবারেই কাজাখস্তানের নূর-সুলতান শহরে কুস্তির বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৮৬ কেজি বিভাগের ফাইনালে উঠেছিলেন ২০ বছরের দীপক। এত কম বয়সে কোনও ভারতীয় কুস্তিগির কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠতে পারেননি। রবিবার সকালে কাজাখস্তানে যখন তাঁকে ফোনে ধরা হল, হতাশার সুর এই সেনাকর্মীর গলায়। কারণ গোড়ালির চোটের জন্য ফাইনালে নামতে পারছেন না। দীপক বলেন, "ফাইনালে ইরানের হাসান ইয়াজদানি চারাতির বিরুদ্ধে লড়াই ছিল। ও আগের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং রিয়ো অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী। আমার এক জন আদর্শ কুস্তিগির ও। কিন্তু সেই সুযোগ হারাতে হল গোড়ালির চোটের জন্য।" যোগ করেন, "বাঁ পা ফেলতে পারছি না। গোড়ালিতে অসহ্য যন্ত্রণা। তাই ঝুঁকি নিলাম না। রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।" এ দিন বিকেলে ৬১ কেজি বিভাগে রাহুল আওয়ারে ব্রোঞ্জ পাওয়ায় একটি রুপো ও চারটি ব্রোঞ্জ নিয়ে দেশে ফিরছে ভারতীয় কুস্তিগিররা। হরিয়ানার ঝজ্জর জেলার ছররা গ্রামের বাসিন্দা দীপক এ বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে শনিবার একতরফা হারিয়েছিলেন সুইৎজারল্যান্ডের স্তেফান রিচমুথকে। তার আগেই কোয়ার্টার ফাইনালে কলম্বিয়ার কার্লোস আর্তুরো মেন্দেসকে হারিয়ে অর্জন করেছিলেন অলিম্পিক্সের যোগ্যতামানও। গত তিন বছর ধরেই ছুটছে দীপকের বিজয়রথ। ২০১৬ সালে বিশ্ব ক্যাডেট মিটে চ্যাম্পিয়ন। গত মাসেই এস্তোনিয়ায় জিতেছেন জুনিয়র বিশ্ব ফোনে কথা শেষ হওয়ার আগে বলেন, "অলিম্পিক্সের জন্য রক্ষণ ও আক্রমণ আরও নিখুঁত করতে হবে। এখন দিনে সাড়ে সাত ঘণ্টা অনুশীলন করি।

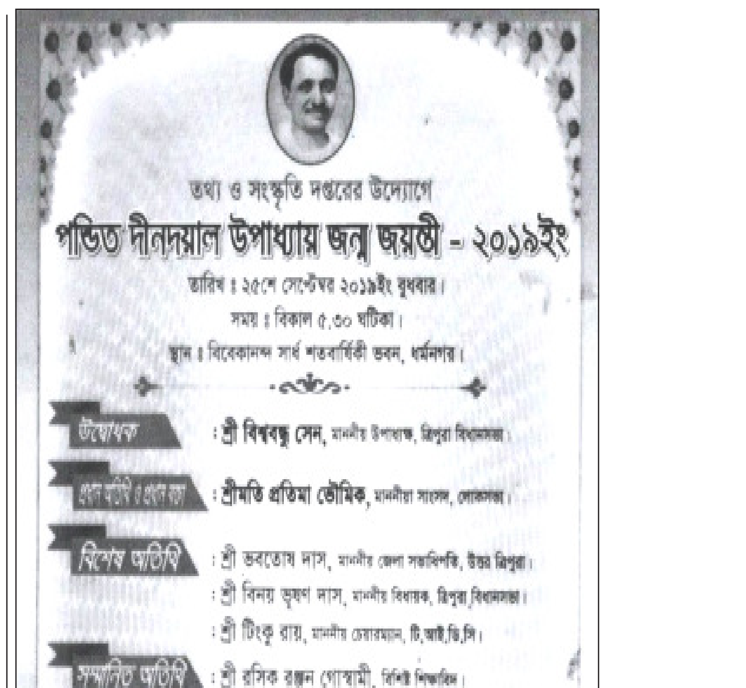

সন্ধান চাই

Ref : East Agartala PS. G.D. Entry No-32, dt-13/09/2019

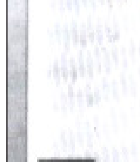

পাশের ছবিটি শ্রী শ্যামল বাসফোর, পি তা-শ্রী চন্দন বাসফোর, সাং-ধলেশ্বর, দেবেন্দ্র রোড, নং-১০ থানা-আগরতলা পূর্ব থানা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স-৩৪ বছর, গায়ের রং-শ্যামলা, চুল-কালো, পরনে-কালো রঙের পায়জামা এবং নীল রঙের টি-শার্ট, গত ০৬/০৯/২০১৯ ইংরেজি তারিখ বিকাল আনুমানিক ৬টার সময় কাউকে কোন কিছু না বলিয়া বাড়ী হ ইতে বাহির হইয়া যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।
১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সি. টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩। আগরতলা পূর্ব থানা - ০৩৮১-২৩২-৫৭৭৪

ICA/D-996/19-20

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT 03/EE/RD/ TLM-DIV/19-20 Dt: 20/09/2019

The Executive Engineer, RD Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **3.00 P.M on 03/09/2019** for procurement of **04(Four) nos materials.** For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-26209 / 8731074766 / 9862139398. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1149/19

Sd/-illegible
Executive Engineer
RD Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura.

জাগরণ 24 September, 2019, Tuesday আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ৬ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

গণতন্ত্রে প্রতিবাদ প্রয়োজন : মমতা

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স): আমি মনে করি গণতন্ত্রে প্রতিবাদ প্রয়োজন। আজ একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কর্মক্ষেত্রগুলোতে জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির তরফে একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানেই মূল বক্তা হিসেবে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবপুর কান্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘যেদিন প্রতিবাদ নিজের মূল্য হারাবে, সেদিন ভারত আর ভারত থাকবে না। বাংলায় এখনও গণতন্ত্র রয়েছে, অনেক জায়গায় তাও নেই। আমরা দেখেছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কী করেছে। সব জায়গাতেই ওরা গায়ের জোর দেখায়।’

এরপরই সোজা বাবুল সুপ্রিয়কে আক্রমণ করেন তৃণমূল নেত্রী। বলেন, ‘আসানসোল-দুর্গাপুরের মানুষ ভোট দিয়ে জিতিয়েছিলেন। আজ শিল্পাঞ্চলের সাংসদ অথচ শিল্পের জন্য কিছুই করছে না।’ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণের পাশাপাশি কেন্দ্রের সাম্প্রতিক ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্তেরও প্রতিবাদ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ” ব্যাঙ্ক সেক্টর গোটাটাই হ-য-ব-র-ল। আমাদের কাছেই পরিষ্কার নয়, আপনাদের কাছে কীভাবে হবে’? রেল ও এয়ার ইন্ডিয়ার বিলগ্নিকরণের প্রতিবাদের আহ্বান জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ”সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ করুন। সংঘবদ্ধ হয়ে লড়তে হবে।’

কেদারনাথ হেলিপ্যাডে ক্র্যাশ করল কপ্টার, আহত ৬

দেহরাদূন, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের কপ্টার বিপত্তি কেদারনাথে। হেলিপ্যাড থেকে টেক অফ করতে না করতেই সোমবার ক্র্যাশ ল্যান্ড করে একটি ইউটি হেলিকপ্টার। দুর্ঘটনার জেরে আহত হয়েছেন এয়ার কপ্টারের মধ্যে থাকা ছয় যাত্রী।

উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ হেলিপ্যাডে এদিন সকালে টেক অফের সময়ই ক্র্যাশ ল্যান্ড করে পড়ে যায় ইউটি এয়ার কপ্টার। হেলিকপ্টারটির পিছনের অংশ মাটিতে বসে যায়। সেসময় কপ্টারটিতে ৬ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককেই ক্র্যাশ করা কপ্টারটি থেকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও দুর্ঘটনার জেরে আহত হয়েছেন ছয় জনই। বর্তমানে প্রত্যেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ক্র্যাশ ল্যান্ড করার ফলে কপ্টারটি ভেঙে না গেলেও সেটির পিছনের দিকের বেশ খানিকটা অংশ মাটিতে বসে গিয়েছে। কপ্টারটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

৫০ হাজার পরিত্যক্ত মন্দির খোলার পরিকল্পনা কেন্দ্রের

বেঙ্গালুরু, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে ৫০ হাজার পরিত্যক্ত মন্দির খোলার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের। পাশাপাশি যে সকল সিনেমা হল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপত্যকায় বন্ধ হয়েছিল তাও খোলার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি।

সোমবার কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জি কিষাণ রেড্ডি জানিয়েছেন, দশকের পর দশক ধরে প্রায় ৫০ হাজার মন্দির কাশ্মীরে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। কোনওটায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তো কোনও মন্দিরে মূর্তি চুরি হয়ে গিয়েছে। এই সকল মন্দির সংস্কার করে পুনরায় খোলার জন্য সমীক্ষা চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিগত ২০ বছর ধরে কাশ্মীর উপত্যকায় সিনেমা হলগুলি বন্ধ সেইগুলিও খোলার চিন্তা ভাবনা চলছে। পাশাপাশি যে সকল স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে তাও সংস্কার করে পুনরায় খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। উপত্যকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই সেখানে বিধানসভা নির্বাচনের আয়োজন করা হবে।

জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে নিজেদের একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা জানিয়ে জি কিষাণ রেড্ডি জানিয়েছেন, উপত্যকায় বিনিয়োগ করতে হলে বিনিয়োগকারিদের নতুন করে জমি কেনার কোনও প্রয়োজন নেই। সরকারি অধীনে থাকা পরিত্যক্ত জমি তাদের দেওয়া হবে। পর্যটন শিল্পের প্রসারের পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

সন্ত্রাসবাদ ও পিওকে নিয়ে পাকিস্তানকে কটাক্ষ কিষাণ রেড্ডির

বেঙ্গালুরু, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতে অন্তর্ভুক্তি করাই যে কেন্দ্রের এখন প্রধান লক্ষ্য। সোমবার তা সাফ জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি।

এদিন কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জি কিষাণ রেড্ডি জানিয়েছেন, ‘সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ইতিমধ্যেই পাকিস্তানকে সতর্ক করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরও(পিওকে) এখন ভারতের বিষয়। পিওকে-র জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত।’ জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে কংগ্রেস সহ বিরোধীদের অবস্থানকে কটাক্ষ করে জি কিষাণ রেড্ডি জানিয়েছেন, রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছে। এছাড়া দেশের কয়েকটি রাজনৈতিক দলও পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছে। জম্মু ও কাশ্মীরের শিশুদের হাতে ভারতের পতাকা এবং কম্পুটার তুলে দেওয়া হবে।

পাকিস্তানকে তীব্র কটাক্ষ জি কিষাণ রেড্ডি জানিয়েছেন, চারবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করে জিতেছে ভারত। গোটা বিশ্বে এখন এক ঘরে হয়ে পড়েছে পাকিস্তান। সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তানের উপর বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে লেপে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চিন ও আমেরিকা সহ গোটা বিশ্ব ভারতের ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতের পতাকা পোড়ালে কঠোর ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন।

চোরের উপদ্রবে নাজেহাল অসমের লিড়ু, ফের সর্বহারা গৃহস্থ

লিড়ু (অসম), ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উজান অসমের তিনসুকিয়া মহকুমার অন্তর্গত লিড়ুতে চোরের উপদ্রবে ত্রাহিমধুসূদন নাগরিককুলের। গত কয়েকদিন ধরে প্রতি রাতেই এলাকার বিভিন্ন গৃহস্থের বাড়িতে নিশিকুটুম্বরা হানা দিয়ে লুটাপাট করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে।

অনুরূপভাবে গতরাত অর্থাৎ রবিবার রাতেও জনৈক গৃহস্থের ঘর সাফাই করে দিয়েছে চোরের দল। খবর, লিড়ুর সিগনালবস্তির বাসিন্দা তপন চৌধুরীর বসতঘরে সংগঠিত হয়েছে সর্বশেষ চুরির ঘটনা। মধ্যরাতে তপনবাবুর ঘরে ঢুকে পিছনের দরজা ভেঙে। ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র লণ্ডভণ্ড করে নগদ ৪০ হাজার টাকা, স্বর্ণালঙ্কার হাতিয়ে নিয়ে কেটে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্তরা।

আজ তপন চৌধুরী লিড়ু থানায় ঘটনা সম্পর্কে এফআইআর দায়ের করে বলেছেন, তিনি বা তাঁর পরিবারের কেউ তখন ঘরে ছিলেন না। এই সুযোগে দুর্বৃত্তরা চুরির কাণ্ড সংগঠিত করেছে।

এদিকে লিড়ু থানার পুলিশ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেছে, এলাকায় গত পক্ষকাল ধরে চুরির ঘটনা ব্যাপকহারে বেড়েছে। চোরের দলকে ধরতে তাঁরা অক্লান্ত চেষ্টা করছেন। পারছেন না, তবে হাল ছাড়েননি, জাল পাতা হয়েছে, শীঘ্রই চোরের চাঁইদের পাকড়াও করা হবে, আশা ব্যক্ত করেছেন পুলিশের সূত্রটি।

প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে গীততীর্থের বর্ষপূর্তি পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সংগীত বিদ্যালয় গীততীর্থের চব্বিশতম বার্ষিক অনুষ্ঠান আজ সন্ধ্যায় সুকান্ত একাডেমীর মিলনায়তনে নাচে গানে পালিত হয়েছে। এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানে ‘জাগরণ’ পত্রিকার সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস প্রধান অতিথির ভাষণে সংগীতের ক্ষেত্রে মেধার অন্বেষণে স্বচ্ছতা ও সততার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, সংগীত সাধনার মতো পবিত্র উদ্যোগ আজ একশ্রেণীর চক্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আকাশবানী, দূরদর্শন থেকে শুরু করে যেখানে সংগীত জগৎ ছড়িয়ে আছে সেখানেও অবক্ষয় গ্রাস করেছে। প্রকৃত মেধার মূল্যায়ণ হয় না। একশ্রেণীর দুষ্ট চক্রের হাতে সংগীতের মতো মহৎ কর্মযজ্ঞ কলংকিত হচ্ছে।

এই চক্রের বিরুদ্ধে প্রকৃত সংগীতানুরাগীদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই জারী রাখতে হবে। তিনি বলেন, গীততীর্থের প্রবীণতম কর্ণধার প্রাণতোষ কর্মকার এখন তারুণ্যের উজ্জলতায় দীপ্যমান। জাগরণ সম্পাদক, তাঁর শৈশবের স্মৃতি স্মরণ করে বলেন আজ তিনি গর্বিত এজন্য যে, তাঁর স্কুল জীবনের শিক্ষক প্রাণতোষ কর্মকারের আমন্ত্রণে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির সম্মান পেয়েছেন।

স্কুল জীবনের শিক্ষক প্রাণতোষ কর্মকারকে তিনি প্রণাম জানান। শিক্ষককে তিনি একজন বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে বর্ণনা করেন। শিক্ষকতা দিয়ে যাঁর কর্মজীবনের শুরু আজ বার্ধক্যেও তিনি এই মহান সংগীত গুরু হিসেবে নিরলস কাজ করে চলেছেন। তিনি গীততীর্থের আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুবিমল রায় গীততীর্থের নান্দনিক অনুষ্ঠানের ভূয়ষী প্রশংসা করেন।

সম্মানীত অতিথি কল্যাণ গুপ্ত, অমিত ভৌমিক ও সৌরজিৎ পালও গীততীর্থের আরও সমৃদ্ধি কামনা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন গীততীর্থের অধ্যক্ষ তথা কর্ণধার প্রাণতোষ কর্মকার। অনুষ্ঠানে শিশু শিল্পীদের সংগীতাঞ্জলী দর্শকদের মুগ্ধ করে।

ভারতকে ভালবাসে আমেরিকা ! ‘হাউডি মোদী’ ইভেন্ট শেষেই বার্তা ট্রাম্পের

নিউ ইয়র্ক, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতকে ভালবাসে আমেরিকাঊ হিউস্টনের এনআরজি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ‘হাউডি মোদী’ ইভেন্ট শেষেই এই বার্তা দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পঊ রবিবার হিউস্টনে ‘হাউডি মোদী’-র মঞ্চ থেকে অনাবাসী ভারতীয়দের সামনে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ ওই মঞ্চ থেকেই অনাবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও। ‘হাউডি মোদী’ ইভেন্ট শেষ হওয়ার পরই নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘ভারতকে ভালবাসে আমেরিকা!’ ‘হাউডি মোদী’ ইভেন্ট মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্রর ভূয়শী প্রশংসা করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ‘ভারতে অসাধারণ কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদীঊ প্রধানমন্ত্রী মোদীর গ্রোথ নীতিগুলির স্বরূপ, দারিদ্রতা মুক্ত হচ্ছে ভারত।’ ট্রাম্পের কথায়, আমেরিকায় আগে কখনও বিনিয়োগ করেনি ভারত, যা এখন করছেঊ’ প্রায় ৫০ হাজার অনাবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে বক্তৃতা রাখার সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প আচমকাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বলেন, ভারতে প্রথমবার বিশ্বমানের আমেরিকান প্রোডাক্ট-জাতীয় বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন (এনবিএ) আয়োজিত খেলায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হবে কি না? ট্রাম্প বলেন, পরবর্তী সপ্তাহে হাজার হাজার মুম্বইয়ের মানুষ, প্রথমবার ভারতে এনবিএ খেলা দেখবেনঊ আমি কি আমন্ত্রিত মিস্টার প্রধানমন্ত্রী? অবাক হবেন না, আমি আসতেও পারি।

আমেরিকা ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভূয়শী প্রশংসা করে ট্রাম্প বলেছেন, ‘দেশের সুরক্ষার স্বার্থে নিয়োজিত আমেরিকা ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমস্ত সাহসী জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধাঊ উগ্র ইসলামিক সন্ত্রাসীদের থেকে নিরীহ নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ সন্ত্রাসবাদ নিয়ে সুর চড়ালেও, কাশ্মীর ইস্যুতে শব্দ খরচ করেননি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ, লীলাবাড়িতে জরুরি অবতরণ হেলিকপ্টারের

লখিমপুর (অসম), ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের হেলিকপ্টারকে জরুরি অবতরণ করতে হয়েছে। প্রস্তাবিত সরকারি সফরসূচি নিয়ে সোমবার উত্তর লখিমপুরে যাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার দরুন বেসরকারি সংস্থা পবনহংসের পাইলট তাঁর হেলিকপ্টারের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে পাইলট তড়িঘড়ি লীলাবাড়িতে অবতরণ করান হেলিকপ্টারকে। সর্বানন্দ সনোয়াল এবং সফরসঙ্গী তাঁর প্রেস উপদেষ্টা হৃষিকেশ গোস্বামী সুরক্ষিত আছেন বলে জানা গেছে।

যাদবপুর নিয়ে ফের রাজ্যপালকে স্মারকলিপি

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : যাদবপুর প্রসঙ্গে আজ রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দেন বিজেপিপন্থি বুদ্ধিজীবিরা। অগ্নিমিত্রা পালের নেতৃত্ব ৫ জন সদস্যের প্রতিনিধি দল এদিন রাজভবনে যান। উল্লেখ করা যেতে পারে, গত বৃহস্পতিবার গন্ডগোলের পর রাজ্যপালে উপস্থিতিতে সমস্যা মিটেছে এই দাবি করেছেন অগ্নিমিত্রা। গতকাল তিনি যাদবপুরে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সে চিকিৎসকদের এক সভায় এই কারণে প্রধান অতিথি ধনকরকে মঞ্চেই কৃতজ্ঞতা জানান।

যাদবপুর কান্ডে অগ্নিমিত্রা পালকে নিগ্রহের পর থানায় এফআইআর করা হলেও ৪৮ ঘন্টা পার হলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয় নি। সূত্রের খবর, মূলত তার প্রতিবাদেই আজ রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি-র বুদ্ধিজীবিরা।

এদিকে, রবিবার রাতে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিজেপির প্রতিনিধি দল। এই দলে ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়, বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রকাশ ও বিজেপির নির্বাচন কমিটির আহ্বায়ক মুকুল রায়। এই সাক্ষাৎকারকে সৌজন্যমূলক বলেই দাবি করেছে বিজেপি।

বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক ও রাজ্যের পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, ‘যে কাজ পুলিশ করতে পারেনি। সেই কাজ রাজ্যপাল করে দেখিয়েছে। রাজ্যপাল হিসাবে নিয়োগ হওয়ার পর এটাই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ছিল। রাজ্যপাল আজ রাজভবনে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাই আমরা রাজভবনে গিয়েছিলাম। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।’

পাশাপাশি কৈলাসের আরও সংযোজন, ‘যাদবপুর কাণ্ডে রাজ্যপাল যেভাবে সক্রিয় হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন তা প্রশংসাযোগ্য। আর এতেই প্রমাণ হল রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার কী অবস্থা? খোদ রাজ্যপালকে রাস্তায় নামতে হচ্ছে।’তবে যাদবপুর ইস্যুতে রাজ্যপালকে ধন্যবাদ জানাতেই বিজেপি প্রতিনিধি দল রাজভবনে যায় বলে বিজেপি সূত্রে খবর। রাতে রাজ্যপালের সঙ্গে নৈশভোজেও অংশ নেন বিজেপির চার সদস্য।

দেবাঞ্জন বল্লভকে কার্যত জঙ্গি তকমা অনুপম হাজরার

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : যাদবপুরকাণ্ডে পড়ুয়া দেবাঞ্জন বল্লভকে কার্যত জঙ্গি তকমা দিলেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা।

দেবাঞ্জন ফেসবুকে লিখেছেন, ””এইটাই আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, বাকিগুলো সব ভুয়াঊ ভুল করেছি মনে করি না। কোনও দিন ক্ষমা চাইনি, না কখনও চাইব। ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন দীর্ঘজীবি হোকঊ সমস্ত গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে বাবুল সুপ্রিয় তথা সংঘ পরিবারের বিশ্ববিদ্যালয়ে জনবিরোধী কাজকর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য লাল সেলাম।””

সেই পোস্টকে তুলে ধরেই অনুপম সোমবার নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে একটি পোস্ট করেন। লেখেন, ””আমার মনে হয় এরকম একটা জঙ্গি মাইন্ড সেটের ছেলেকে বাবুলদার ক্ষমা করা ঠিক হয়নি।”” আপাতত এই পোস্ট ফেসবুকে ভাইরাল।সোমবার সাড়ে তিনটি পর্যন্ত এই পোস্টের ১২৮টি লাইক, ৪১টি কমেন্ট, ১৫টি শেয়ারঊ সৈকত ঘোষ লিখেছেন, “অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে...........”, দীপ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, “সন্তান দের কী মুখের ভাষা আর কী ঔদ্ধত্য।সত্যি এমন সন্তান যেন আপনার ঘরেও থাকে।। বাবুল দা তো ঠিকই করেছে।। কিন্তু সন্তানগুলো ঠিক করেছে কি?” জয়ন্ত দাশ লিখেছেন, “যারা নিজের বাবাকে ছেড়ে পরের বাবাকে বাবা বলে তাদের চরিত্র কিরকম হবে আপনারা সকলেই জানেন।

বেঙ্গালুরুতে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত এক ব্যক্তি তদন্তে পুলিশ

বেঙ্গালুরু, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কা এক ব্যক্তির মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে। মৃতের নাম লাল বাহাদূর। বয়স ৩৫। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সোমবার বেঙ্গালুরুর সান্তারাম কলেজের কাছে বেপরোয়া গতিতে আসা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে লাল বাহাদূরকে।ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে লাল বাহাদূর। এরপরেই ঘটনাস্থল ঘাতক ট্রাকটি রেখে চম্পট দেয় চালক। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহত পথচারীকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ঘাতক ট্রাকটিকে। ঘাতক চালককে ধরার জন্য তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। খুটিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি ঘাতক চালকদের ধরার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দিতে সক্ষম হয় ওই চালক।

নতুন ঋণে সুদের নতুন পদ্ধতি আগামী মাস থেকেই : ঘোষণা এসবিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শীর্ষ ব্যাঙ্কের পর এবার দেশের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক ঘোষণা করল। ভারতীয় স্টেট ব্যাংক সোমবার জানিয়ে দেয়, ১ অক্টোবর থেকেই নতুন ঋণে পরিবর্তনশীল সুদের হার বা ফ্লোটিং রেট স্থির করতে রেপোরেট পদ্ধতিকে মাপকাঠি বা এক্সটারনাল বেঞ্চমার্ক হিসেবে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ, রেপোরেটের ভিত্তিতে সুদের হার নির্ধারিত হবে। যার ফলে, রেপোরেট কমলে, ঋণের সুদেও তার সুবিধা দ্রুত গ্রাহকের কাছে পৌঁছে যাবে।

তবে সমস্ত ঋণে এই সুবিধা মিলবে না। এসবিআই সূত্রের খবর, আপাতত আবাসন, খুচরো ব্যবসা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ঋণের ক্ষেত্রে এই নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ব্যাঙ্ক রেপোর সঙ্গে ঋণে সুদ যুক্ত করেছে। প্রসঙ্গত, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে একাধিক পদক্ষেপ ঘোষণায় সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণও আবাসন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বৃদ্ধিতে জোর দেওয়ার বিষয়ে জানিয়েছিলেন। এতদিন প্রায় সব ঋণে তহবিল সংগ্রহ বা এমসিএলআর পদ্ধতিতে সুদ স্থির হয়। কিছু ক্ষেত্রে বেস রেটের ভিত্তিতেও সুদ ঠিক হয়ে থাকে। এবার পরিবর্তন হবে সেই পদ্ধতি। তবে পুরনো ঋণের ক্ষেত্রে পদ্ধতি পরিবর্তন হবে কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের সঙ্গেই যোগাযোগ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক প্রতীক ভাষা দিবসে একতার বার্তা মমতার

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আজ ২৩ সেপ্টেম্বর, আন্তর্জাতিক প্রতীক ভাষা দিবস ঊ যোগাযোগের মাধ্যমের জন্য মানুষ ভাষা সৃষ্টি করেছিল। যারা বধির তাদেরও নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এই ভাষায় প্রতিকী ভাষা, যা সকল বধিরদের মূল ভাষা। ২৩ সেপ্টেম্বর পালন করা হয়ে থাকে ‘প্রতিকী ভাষা দিবস’ ঊ সোমবার এই বিশেষ দিন উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীর কাছে একতার বার্তা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঊ এদিন টুইটের মাধ্যমে এই বার্তা পাঠান মুখ্যমন্ত্রী ঊ

এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, “আজ আন্তর্জাতিক প্রতীক ভাষা দিবস। আর আজ থেকেই শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক বধির সপ্তাহ। বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের পাশে আমাদের সবার দাঁড়ানো উচিৎ ঊ” প্রতিকী ভাষা তৈরী হয় বিভিন্ন চিহ্নের সংযুক্ত ব্যবহারে। চিহ্নই প্রতিকী ভাষাকে দৃশ্যমান করে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।